সীমিত

গোলন্দাজ প্রশিক্ষণ ----২

যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইউনিট পরিচালনা

পুস্তিকা নং-১

ফিল্ড আর্টিলারী

ভূমিকা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

১। এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য হইল রেজিমেন্ট কমান্ডার , তাহার অফিসার, জেসিও এবং এনসিও দিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেই সকল সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে তাহার কিছুটা ধারনা দেওয়া এবং এই গুলি সমাধানের মুলনীতি নির্ধারণ করা ।

২। এই পুস্তিকার অভিপ্রায় পথ প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছু না । কমান্ডারগণ অবশ্যই বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে মূলনীতি গুলি অনুসরণ করিবেন এবং এই গুলিকে ড্রিলের মত সকল অবস্থায় অনুসরণ করিবেন না । যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায়ই জনবল এবং সামরিক সরঞ্জামের ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হইবে যার তখনই প্রয়োজন হইবে দ্রুত বিকাশ ব্যবস্থার । মূলনীতি সম্বনয়ে সম্যকভাবে অবগত থাকিলেই এই রকম পরিস্থিতিতে ইউনিট পরিচালনা করা এবং সমর্থিত বাহিনীকে যথাস্থানে ও সময়ে ফায়ার সমর্থন দেওয়া যাইবে ।

৩। প্রশিক্ষণের জন্য অবশ্যই পদ্ধতির প্রয়োজন । এই পদ্ধতি হয় মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া যাহার সাহায্যে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যায় ।

৪। লিঁয়াজো, যোগাযোগ এবং পর্যবেক্ষণের গুরুত্বের জন্য পুস্তিকাটিতে একটি ফিল্ড রেজিমেন্টকে একটি পদাতিক ব্রিগেডের প্রত্যক্ষ সমর্থনে দেখানো হইয়াছে । স্বচালিত ফিল্ড, মিডিয়াম বা হেভী রেজিমেন্ট এবং মর্টার ব্যাটারী পরিচালনার পার্থক্য গুলি অধ্যায় ৬ তে দেখানো হইয়াছে । লোকেটিং রেজিমেন্ট পরিচালনা মঞ্চ ২ পুস্তিকা নং ৫ এ বর্ণিত আছে ।

৫। রাস্তাযোগে যাত্রার ব্যাপারে সময়ে তেমন কিছু উলেখ করা যদিও হয় নাই, তথাপি গুরুত্বপূর্ন বিষয়ক এই গুরুতর সমস্যাকে কোনক্রমে উপেক্ষা করা যাইবে না । Road Movement 1956 (Code No. Vo-8876) পুস্তিকাটি রাস্তা যোগে যাত্রার ব্যাপারে সম্পুর্ন আলোচনা করে এবং রেকিদল, কামান ও প্রশাসনিক বহরের রাস্তার ব্যাপারটি উল্লিখিত পুস্তিকার সাথে সমন্বয় পূর্বক পড়িতে হইবে।

কার্য্য এবং সংগঠন

পরিচ্ছেদ-১- রণ কার্য্যাবলী

১। গোলন্দাজ একটি সমর্থনকারী বাহিনী। ফিল্ড রেজিমেন্ট অন্যান্য গোলন্দাজের মত শুধুমাত্র অন্য বাহিনীকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাহায্য করে। নির্ভুল, অধিক ফায়ার করার ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তুলনামূলক ভাবে হালকা গোলা ফায়ারকারী কামান দ্বারা সজ্জিত ফিল্ড রেজিমেন্ট সংগঠিত হইয়াছে অন্তররঙ্গ গোলন্দাজ সমর্থন দেওয়ার জন্য, যেমন আবরণী (Covering) এবং রক্ষমূলক (Defensive) ফয়ার।

২। কামান এবং গোলাবারূদ বিপুল পরিমান হইলেও গোলন্দাজ সমর্থন তখনই ফলদায়ক হইবে যখন ইহাকে রণকৌশল পরিকল্পনা এবং সম্মুখ সেনাদের প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রন করা যাইবে। সেই সব সদর দপ্তর যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং নির্দেশনা করিয়া থাকেন, সেইগুলিতে গোলন্দাজ সমর্থন পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রনের জন্য একজন গোলন্দাজ কমান্ডার থাকা বাঞ্চনীয়।

৩। ব্রিগেড এবং ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংস্পর্শ বজায় রাখা ফিল্ড রেজিমেন্টের বিশেষ দায়িত্ব। সাধারণত ডিভিশনাল ফিল্ড আর্টিলারী হইতে একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট প্রতিটি ব্রিগেডের প্রত্যক্ষ সমর্থনে হয়ে থাকে। এইভাবে বণ্টনকৃত রেজিমেন্টের ফায়ার সমর্থিত ব্রিগেড কমান্ডার ফিল্ড রেজিমেন্ট অধিনায়কের মাধ্যমে সরাসরি পাইয়া থাকিবেন এবং ইহার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না। রেজিমেন্ট অধিনায়ক প্রয়োজনীয় লিঁয়াজো, পর্যবেক্ষন ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করিবেন। তিনি নিজ রেজিমেন্টের তাৎক্ষনিক ফায়ার সমর্থনের ব্যবস্থা করিবেন এবং ব্রিগেডকে অন্য কোন আর্টিলারী বন্টন করা হইলে তাহা নিয়ন্ত্রন করিবেন।

৪। যেই ফিল্ড রেজিমেন্ট পদাতিক ব্রিগেডের প্রত্যক্ষ সমর্থনে থাকে তাহার অধিনায়কের দায়িত্ব অপরিসীম। তাহাকে প্রায়ই নিজের অধীনে যেই সব কামান আছে তাহার চাইতেও অধিক কামানের পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রন করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে তিনি যেই ব্রিগেড কমান্ডারকে সমর্থন দিচ্ছেন তাহার আস্থাভাজন হইবেন। তাহাদের উভয়ের সম্পর্ক, প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধে যতই নিবিড় হইবে ততই দ্রুততর এবং কার্যকরী হইবে গোলন্দাজ সমর্থন।

৫। রেজিমেন্ট অধিনায়ক সেই ভাবে সমর্থিত ব্রিগেড কমান্ডারের সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই একই ভাবে রেজিমেন্টের তিনজন ব্যাটারী অধিনায়ক প্রত্যেকে একজন ব্যাটালিয়ান অধিনায়কের সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

পরিচ্ছেদ-২ সংগঠন

১। ফিল্ড রেজিমেন্ট যুদ্ধ এবং প্রশাসনের জন্য জনবল, বেতার যোগাযোগ, কামান এবং গাড়ী দ্বারা সজ্জিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট। ইহা তিনটি ব্যাটারী দ্বারা সংগঠিত, প্রত্যেক ব্যাটারীতে ৬টি করিয়া কামান থাকে। প্রত্যেক ব্যাটারী কিছু সময়ের জন্য পৃথক ইউনিট হিসাবে অপারেশন করিতে সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ, একটি পদাতিক ব্যাটালিয়ানকে কোন একটি স্বাধীন কার্যসম্পাদনে (Mission) সহায়তা প্রদান করা।

তিনটি ব্যাটারী ছাড়াও রেজিমেন্টের একটি প্রধান কার্যকেন্দ্র থাকে। ইহাতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক লোক, বেতার যোগাযোগ, সার্ভেয়ার, গাড়ী থাকে যাহার ফলে ইহা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হিসাবে নিজেকে পরিচালনা করতে পারে। ইহাতে রেজিমেন্টের ফায়ার নিয়ন্ত্রন করার জন্য স্টাফ থাকে।

২। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি ইউনিটের লোকবল এবং যানবাহন সমূহকে নিম্নলিখিত বহরে বিভক্ত করা হয়ঃ

ক। **রণবহর (F Echelon)** যুদ্ধের প্রয়োজনীয় লোক এবং যানবাহন রণ বহরে থাকে। ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের ব্যাটারী কমান্ডারের এবং পর্যবেক্ষকদের দল, রেকী দল, এ্যাডজুটেন্টের দল এবং কামান দল। রনবহরের অন্তর্গত গোলাবারুদ যানবাহন প্রায়ই এই গ্রুপে থাকে।

খ। **পশ্চাৎ রণবহর (A Echelon)** পশ্চাৎ রণবহরে ঐ সব লোক এবং যান থাকে যা ইউনিটের যুদ্ধে দক্ষতার জন্য স্বল্প সময়ে প্রয়োজন হয়। ইহাকে সাধারণতঃ প্রশাসনিক এলাকায় (Wagon line) রাখা হয়।

গ। **প্রশাসনিক বহর (B Echelon)** প্রশাসনিক বহরে ঐ সমস্ত লোক এবং যান থাকে যাহা দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ এবং বণ্টনের জন্য প্রয়োজন। ইহাতে এমন যান থাকে যাহা যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে অনায়াসে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। একটি রেজিমেন্টে প্রশাসনিক বহরের প্রয়োজন হয় না।

৩। রণকৌশলগত ভাবে মোতায়নের জন্য রেজিমেন্টকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় এই গুলি নিম্নরূপ ঃ

ফিল্ড রেজিমেন্ট

অধিনায়কের দল	৩ব্যাটারী কমান্ডারের দল	৯ পর্যবেক্ষকের দল	রেকী দল	এ্যাডজুটেন্টের দল	কামান দল	পশ্চাৎ রণবহর (AEchelon)
উপ অধিনায়কের রেকী দল	রেজিমেন্ট সদর রেকী দল	৩ ব্যাটারীর দল রেকী দল		রেজিমেন্ট সদর পশ্চাৎ রণবহর		৩ ব্যাটারী পশ্চাৎ রণবহর

এই দল গুলির বর্ণনা ক্রোড়পত্র ক তে দেওয়া আছে। ক্রোড়পত্রে সাধারণ দল দেখানো হইয়াছে। রণকৌশলের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার, ট্রাফিকের অবস্থা বা সমস্ত এলাকায় বিরাজমান চলাচলের নিয়ন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া ইহা রদ বদল করিতে হইবে। রেকীর জন্য প্রত্যেক রেজিমেন্টে কমপক্ষে ৫টি গাড়ীর প্রয়োজন হয়।

দল গুলির সংক্ষিপ্তসার সংক্ষেপ নিম্নের অনুচ্ছেদ গুলিতে দেওয়া হইল ঃ

৬। **কমান্ডিং অফিসারের দল**। অপারেশনের সময় কমান্ডিং অফিসার সেই ব্রিগেড সদরের সহিত থাকেন যেই ব্রিগেডকে তাহার রেজিমেন্ট সমর্থন করিতেছে। তাহার দলে থাকে ঃ

ক. কমান্ডিং অফিসার।

খ. ইন্টেলিজেন্স অফিসার।

গ. তাহার রেজিমেন্ট, ব্রিগেড এবং ডিভিশনাল আর্টিলারী সদরের সহিত যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় লোক এবং বেতার যন্ত্র।

৭। **ব্যাটারী কমান্ডারের দল**। প্রত্যেক ব্যাটারী কমান্ডারের দল সমর্থিত ব্যাটালিয়ান সদরে একটি রনকৌশল সদর (Tectical HQ) স্থাপন করে। তাহার দলে থাকে।

ক. ব্যাটারী কমান্ডার

খ. একজন টিএ

গ. তাহার ব্যাটারী, রেজিমেন্ট এবং ব্যাটালিয়ান সদরের সহিত যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় লোক এবং বেতার যন্ত্র।

৮। **পর্যবেক্ষকের দল**। পর্যবেক্ষন চৌকি বা সম্মুখ পর্যবেক্ষন অফিসার দায়িত্বের জন্য প্রত্যেক ব্যাটারীতে ৩ জন করিয়া পর্যবেক্ষক থাকে। তাহারা ব্যাটারী কমান্ডারের নির্দেশ মত ব্যাটালিয়ান এলাকায় অবস্থান নেয়। প্রত্যেক দলে থাকে ?

ক. পর্যবেক্ষক।

খ. একজন টি এ।

গ. পর্যবেক্ষন চৌকি এবং কামানের মধ্যে তার বিছানোর জন্য ট্রাক সহ একজন সিগন্যাল এনসিও।

ঘ. তাহার ব্যাটারী কমান্ডার, কামান এবং সমর্থিত কোম্পানীর সহিত যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

রেকী দল

ক। **উপ অধিনায়কের রেকী দল**। রেজিমেন্টকে মোতায়েন করা উপ অধিনায়কের দায়িত্ব। তাহার দলে থাকে?

(১) উপ অধিনায়ক

(২) সার্ভে অফিসার

(৩) সিগন্যাল অফিসার

(৪) আর এস এম

(৫) জরীপ, পথ চিহ্নিত করা, নির্দেশক চিহ্ন এবং যদি সম্ভবপর হয় তার যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় লোক এবং যন্ত্রপাতি।

খ। **রেজিমেন্ট সদর রেকী দল**। রেজিমেন্ট সদর রেকী এবং স্থাপন করা এই দলের কর্তব্য ।ব্যাটারী রেকিদলের সাথে এটি ভ্রমন করে (জিপিওর দল) ইহাতে থাকে ঃ

(১) রেজিমেন্ট সদর ওয়ারেন্ট অফিসার

(২) আর এস এম, যদি উপ অধিনায়কের দলে না গিয়ে থাকে।

(৩) সার্ভের রেকী লোকজন

(৪) তার যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় লোক এবং সরঞ্জাম।

গ. **জিপিও'র রেকি দল**। ব্যাটারী মোতায়েন করা প্রত্যেক ব্যাটারীর জিপিওর দায়িত্ব ।তাহার দলে থাকে ঃ

(১) জিপিও

(২) বি এস এম

(৩) ব্যাটারী স্থানে রেকী এবং প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকজন।

(৪) ওয়াগন লাইন রেকী করার জন্য ব্যাটারী ওয়ারেন্ট অফিসার, যদি দলটি কামানের অনেক আগে যায়।

১০। **এ্যাডজুটেন্টের দল**। রণবহরের জন্য প্রয়োজনীয় রেজিমেন্ট সদরের রেকীর জন্য লোক ও যান এই দলে থাকে। রণকৌশলগত বা প্রশাসনিক প্রয়োজনে ইহা রেজিমেন্ট সদর রেকী দলের সহিত, কামান দলের সহিত অথবা পৃথক ভাবে গমন করে। ইহাতে থাকেঃ

ক. এ্যাডজুটেন্ট এবং রেজিমেন্ট কমান্ড পোষ্ট

খ. রেজিমেন্ট অফিস।

গ. আর এ পি(কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা পশ্চাৎ রণবহরের সহিত গমন করিতে পারে)।

১১। **ব্যাটারী কামান দল।** প্রত্যেক ব্যাটারী কামান দলে থাকে ঃ

ক. ব্যাটারী কমান্ডপোষ্ট সহ এজিপিও।

খ. কামান এবং অতিরিক্ত কামান টোয়ার।

গ. গোলাবারূদ যান সমূহ (এই গুলি পশ্চাৎ রণবহরের সহিত গমন করিতে পারে)।

ঘ. রণ বহরের জন্য প্রয়োজনীয় রেকী লোক এবং সরঞ্জাম।

১২। **পশ্চাৎ রণবহর**

ক। **রেজিমেন্ট সদর পশ্চাৎ রণবহর**। ইহা সুবিধামত রেজিমেন্ট কমান্ড পোষ্টের নিকটে বা রেজিমেন্ট অথবা কোন এক ব্যাটারী প্রশাসনিক এলাকার ভিতরে স্থাপিত হয়। ইহাতে থাকে ঃ

(১) কোয়াটার মাষ্টার
(২) এস এম
(৩) এ এবং কিউ অফিস
(৪) অফিসার মেস এবং রেজিমেন্ট সদর কুক হাউস
(৫) কিউ ষ্টোর
(৬) ওয়ার্কসপ সেকশন

খ। **ব্যাটারী পশ্চাৎ রণবহর**। প্রত্যেক ব্যাটারী রণবহর রেজিমেন্ট বা ব্যাটারী প্রশাসনিক এলাকায় ব্যাটারী ওয়ারেন্ট অফিসারের অধীনে থাকে। ইহাতে থাকে ঃ

(৭) ব্যাটারী ওয়ারেন্ট অফিসার।
(৮) ব্যাটারী অফিস
(৯) কিউ ষ্টোর
(১০) ব্যাটারী কুক হাউস।

পরিচ্ছেদ নং-৩

অফিসার, জেসিও এবং সিনিয়র এনসিওদের কর্তব্য

১। একটি ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিসার, জেসিও, সিনিয়র এনসিও এবং অন্যান্য সৈনিকদের প্রধান প্রধান রণকৌশলগত এবং প্রশাসনিক কর্তব্যগুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদ গুলিতে বর্ণনা করা হইল। বিশ্রাম, স্থান পুরণ এবং (Relief) হতাহতদের জন্য ইহাতে প্রয়োজনীয় রদবদল করিতে হইবে।

কর্তব্যরত অফিসার

২। যুদ্ধের সময় প্রত্যেক সদর দপ্তরে বা কমান্ডপোষ্টে কর্তব্যরত অফিসার নিয়োগ করা প্রয়োজন যাহাকে কর্তব্যরত থাকাকালীন সময়ে ছোট খাট সিদ্ধান্ত নিতে হবে ইহাতে সর্বোপরি দায়িত্ব স্থায়ী কর্মকর্তার উপর ন্যাস্ত থাকে যাহার উচিত কর্তব্যরত অফিসারকে ভালভাবে বুঝাইয়া দেওয়া যাহাতে বড় সিদ্ধান্ত গুলি তাহার মাধ্যমে হয়।

৩। রেজিমেন্ট সদরে উপ অধিনায়ক, এ্যাডজুটেন্ট, সার্ভে অফিসার এবং সিগনাল অফিসারকে কর্তব্যের জন্য পাওয়া যাইবে। সার্ভে এবং সিগন্যাল অফিসার স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত থাকিলে তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে না।

৪। সকল উপস্থিত অফিসার এবং জেসিও ব্যাটারী কমান্ডপোষ্টে কর্তব্যরতের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫। রেজিমেন্ট কমান্ডার ঃ কামান্ডিং অফিসারের প্রধান প্রধান কর্তব্যগুলি নিম্মরূপ ঃ

ক. <u>রণকৌশলগত</u>।

(১) ব্রিগেডের প্রয়োজনে যখন যেইখানে প্রয়োজন সেই খানে তার রেজিমেন্ট কর্তৃক ফায়ার সমর্থন দেওয়া।

(২) ব্রিগেড কমান্ডারের আর্টিলারী উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা।

(৩) কমান্ডার আর্টিলারীর পক্ষে ব্রিগেডের অনুকুলে বন্টিত অতিরিক্ত আর্টিলারী নিয়ন্ত্রন করা।

(৪) উর্ধ্বতন কমান্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী নিজ রেজিমেন্ট মোতায়েন করা।

খ. <u>প্রশাসনিক</u>।

ক. রেজিমেন্টের সুষ্ঠু প্রশাসন নিশ্চিত করা।

খ. শৃংখলা, প্রশিক্ষন এবং কল্যাণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া।

(৩) উপ অধিনায়কের কাজ তদারক করা, উপ-অধিনায়ক সাধারণত ঃ অধিনায়কের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে যা তার নির্দেশিত নীতিমালার বাস্তবায়নে।

৬। **উপ অধিনায়ক**। তাহার কর্তব্য গুলি নিম্নরূপ ঃ

ক. **রণকৌশলগত**।

(১) কামান এলাকাতে অধিনায়কের ডেপুটি হিসাবে কাজ করা।

(২) কামান এলাকা এবং বিকল্প অবস্থান রেকী, বণ্টন এবং প্রস্তুত করা।

কামান এলাকায় স্থানীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা। গোলাবারুদ সরবরাহ এবং পুনঃ পূরন (Replenishment) তদারক করা।

(৩) সদর দপ্তরের অধিনায়ক এবং প্রশাসক হিসাবে কাজ করা।

(৪) অপারেশনের সময় এ্যাডজুটেন্টের প্রতিস্থাপক হইয়া কাজ করা।

(৫) রণকৌশল পরিস্থিতি সমন্ধে যথেষ্ট অবগত থাকা যাহাতে প্রয়োজনবোধে কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব গ্রহন করা যায়।

খ. **প্রশাসনিক**।

(১) সক্রিয় অপারেশনের সময় কমান্ডিং অফিসারকে অপারেশনাল ব্যতীত সকল দায়িত্ব মুক্ত রাখা।

(২) কল্যাণ, খাবার, বাসস্থান এবং শৃংখলা তদারক করা।

গ. গোলাবারুদ সরবরাহ সংগঠন এবং নিয়ন্ত্রন করা।

ঘ. কামান এবং গাড়ীর রক্ষনাবেক্ষন এবং মেরামত তদারক করা।

ঙ. কোয়ার্টার মাষ্টারকে সিনিয়র স্টাফ অফিসারদের সহিত কাজে সহায়তা করা।

৭। **এ্যাডজুটেন্ট**। তিনি কামান এলাকাতে কমান্ডিং অফিসার এর স্টাফ অফিসার এবং উপঅধিনায়কের তত্ত্বাবধানে রেজিমেন্ট কমান্ডপোষ্ট সংগঠন এবং নিয়ন্ত্রনের জন্য দায়ী। তাহার প্রধান কর্তব্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) **রণকৌশলগত**।

(১) চাহিদাকৃত ফায়ারের প্রয়োজন অনুযায়ী রেজিমেন্টের কামান বণ্টন করা।

(২) অপারেশন এবং যাত্রাদেশ প্রস্তুত এবং বিলি করা।

(৩) গোলাবারুদ রেকর্ড রাখা এবং প্রতিবেদন দেওয়া।

(৪) যুদ্ধ ডায়েরী রক্ষনাবেক্ষন করা।

খ. **প্রশাসনিক।**

(১) শৃংখলা জনিত বিষয়াদি ।

(২) ঘটনা এবং জনশক্তি প্রতিবেদন ।

(৩) হতাহত বিষয়ক দলিল পত্রাদি এবং দাফন কার্যের প্রতিবেদন ।

(৪) নিত্যকর্ম আদান প্রদান, প্রতিবেদন এবং রেজিমেন্ট আদেশাদির প্রদান ।

(৫) কামান এলাকায় প্রশাসনিক প্রতিবেদন ও চাহিদা পত্রের সংগ্রহকারী এজেন্ট হিসাবে কাজ করা । যাহা কিউ এম সমাধান করেন ।

৮। **কোয়ার্টার মাষ্টার ঃ** তিনি কমান্ডিং অফিসারের প্রশাসনিক স্টাফ অফিসার এবং রেজিমেন্টের সকল প্রশাসনিক রক্ষনাবেক্ষনের জন্য দায়ী। অতএব, তাহার কর্মের মোট সময় কামান এলাকা, পশ্চাৎ রণবহর ব্রিগেড বা ডিভিশনাল প্রশাসনিক এলাকা এর মধ্যে বিভক্ত থাকে। এই কারনে তাহাকে সরসারি কোন রণবহরের দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়। তিনি পশ্চাৎ রণবহরের সংগে থাকেন। তাহার প্রধান দায়িত্ব গুলি হইতেছেঃ

ক. **রণকৌশলগত** ।

(১) নিয়মিত আর এইচ কিউ এবং ব্যাটারী এলাকাসমূহ পরিদর্শন করা এবং সাধারণ চাহিদা ছাড়া অন্য যেসব অসুবিধা বা প্রয়োজন আছে সেই গুলি অনুধাবন করা ।

(২) গাড়ী এবং সরঞ্জামাদির মেরামত এবং বদলী নিশ্চিত করা ।

খ. **প্রশাসনিক**

(১) রসদ, পি ও এল, ষ্টোর এবং সরঞ্জামাদি প্রদান করা ।

(২) এল এ ডি কর্তৃক গাড়ী ও সরঞ্জামাদির মেরামত ও বদলী তদারক করা । এল এ ডি'র ভারপ্রাপ্ত জেসিওকে সিনিয়র স্টাফ অফিসারদের সংগে যোগাযোগের ব্যাপারে সাহায্যে করা । উপ অধিনায়ক ও এই দায়িত্ব গ্রহন করিতে পারেন ।

(৩) তিনি নিম্নলিখিত প্রশসনিক স্টাফ অফিসার এবং ইউনিট কমান্ডারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করেন ।

ক. ডিভিশনাল আর্টিলারী সদর দপ্তরের ডি এ এ এন্ড কিউ এম জি এবং স্টাফ ক্যাপ্টেন ।

খ. রেজিমেন্টের সমর্থিত ব্রিগেডের স্টাফ ক্যাপ্টেন (এস এন্ড টি) এবং অর্ডন্যান্স জেসিও ।

গ. রেজিমেন্টের সরবরাহকারী সরবরাহ প্লাটুনের অধিনায়ক ।

ডিভিশনাল অর্ডন্যান্স কোম্পানীর অফিসার ।

(৪) এ্যামিউনিশনের নির্বিঘ্ন সরবরাহ সংগঠিত করা ।

৯। **<u>সিগন্যাল অফিসার</u>**। তিনি রেজিমেন্টের সিগন্যাল সেকশনের কর্তৃত্ব এবং বার্তা সম্পর্কিত সকল কারিগরী বিষয়ে অধিনায়কের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। তাহার প্রধান কর্তব্য সমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক. **<u>রণকৌশলগত।</u>**

(১) প্রয়োজনীয় বেতার এবং লাইন যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিদর্শন ও সংগঠন। মোতায়েনের কর্তব্য সমূহের বিস্তারিত বিবরণ অধ্যায় ৩ এ দেওয়া হইয়াছে।

(২) প্রয়োজনমত রেজিমেন্টাল কমান্ড পোষ্টে কর্তব্যরত অফিসারের দায়িত্ব পালন করা।

খ. **<u>প্রশাসনিক</u>**

(১) রেজিমেন্টের সকল সিগন্যাল সরঞ্জামাদির কারিগরী পরিদর্শন ও মেরামত করানো।

(২) বেতার যন্ত্রের ব্যাটারীর চার্জিং ব্যবস্থার তদারক করা।

১০। **<u>সার্ভে অফিসার</u>**। তাহার প্রধান কর্তব্য গুলি হইতেছে ঃ

ক. সার্ভে সেকশনের অধিনায়কত্ব করা ।

খ. এফ এ ৩/৯ এ বর্ণিত কারিগরী কর্তব্য গুলি পালন করা।

গ. ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত কর্তব্যগুলি পালন করা।

ঘ. রেজিমেন্টাল কমান্ড পোষ্টে কর্তব্যরত অফিসার হিসাবে কাজ করা।

১১। **<u>মাষ্টার ওয়ারেন্ট অফিসার</u>**। তাহার দায়িত্ব গুলি হইতেছে ঃ

ক। **<u>রণকৌশলগত</u>**। যদি রেজিমেন্ট প্রশাসনিক এলাকা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার অধিনায়কত্ব করা।

খ. **<u>প্রশাসনিক</u>**। শৃংখলা এবং কল্যাণের ব্যাপারে উপ অধিনায়ককে সাহায্যে করা।

১২। **আর এইচ কিউ ওয়ারেন্ট অফিসার**। তাহার দায়িত্ব গুলো হইতেছে ঃ

ক. **রণকৌশলগত**।

(১) রেজিমেন্ট সদর স্থাপনে সহযোগিতা করা।

(২) রেজিমেন্ট সদরের স্থানীয় প্রতিরক্ষা সংগঠিত করা।

খ. **প্রশাসনিক**। রেজিমেন্ট সদর প্রশাসনে এ্যাডজুটেন্টকে সাহায্য করা।

১৩। **ওয়ারেন্ট অফিসার কিউ এম**। প্রশাসনিক বহর স্থাপিত হইয়া থাকিলে তিনি ইহার নেতৃত্ব করেন। রেজিমেন্টের সর্বপ্রকার সরবরাহ গ্রহন এবং প্রদানের জন্য তিনি কিউ এম এর নিকট দায়ী থাকেন।

১৪। **রেজিমেন্ট সার্জেন্ট মেজর** ঃ তাহার কর্তব্যগুলি হইতেছে ঃ

ক. রেজিমেন্টে সদর স্থাপনে সহযোগিতা করা।

খ. দিনে এবং রাত্রে সাইন পোষ্টিং স্থাপন ও রাস্তা চিহ্নিত করা।

গ. গোলাবারু দের সরবরাহ নিয়ন্ত্রনে উপ অধিনায়ককে সহযোগিতা করা।

ঘ. প্রয়োজনে উপ অধিনায়কের দলের সংগে যাওয়া।

ঙ. কামান এলাকায় চলাচল নিয়ন্ত্রন করা।

চ. রেজিমেন্ট কমান্ড পোষ্টের নিরাপত্তা বিধান করা।

১৫। **এল এ ডি জেসিও**। সকল প্রকার ই এম ই বিষয়ে তিনি কমান্ডিং অফিসারের উপদেষ্টা। তিনি কারিগরী বিষয়ের নির্দেশ সমূহ ই এম ই হইতে পান। তাহার প্রধান কর্তব্য সমূহ হইতেছে ঃ

ক। যেই সকল কামান, গাড়ী এবং সরঞ্জামাদির মেরামত ইউনিট কারিগরদের আওতায় থাকে, সেই গুলির মেরামত এবং উদ্ধার কার্য্যের ব্যবস্থা করা।

খ। যেই সকল সরঞ্জামাদির মেরামত এল এ ডির আওতার বাহিরে সেই গুলিকে সঠিক উপায়ে চৌকি বা ওয়ার্কসপে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা।

গ। রেজিমেন্টের সকল সরঞ্জামাদি যাহাতে উপযুক্ত অবস্থায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি সরঞ্জামাদির নিয়মিত পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

ঘ। ব্রিগেড / ডিভিশনের মেরামত এবং উদ্ধার কার্য্য সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

ব্যাটারী

১৬। **ব্যাটারী কমান্ডার।** তাহার প্রধান কর্তব্যগুলি হইতেছে ঃ

ক. **রণকৌশলগত** ।

(১) ব্যাটারী কর্তৃক সমর্থিত ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসারের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা।

(২) ব্যাটালিয়নের সম্মুখভাগে পর্যবেক্ষনের নিমিত্তে পর্যবেক্ষন চৌকি প্রতিষ্ঠিত করা এবং পর্যবেক্ষিত ফায়ার তাহাদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করা।

(৩) সমর্থিত ব্যাটালিয়নের অনুকূলে কোন অতিরিক্ত আর্টিলারি বরাদ্দ হলে রেজিমেন্টের অধিনায়কের পক্ষ হয়ে তার নিয়ন্ত্রন গ্রহন করা ।

খ. **প্রশাসনিক**। কমান্ডিং অফিসারের নিকট তিনি তাহার ব্যাটারীর প্রশাসনের জন্য দায়ী। এই দায়িত্বের বেশীর ভাগই তিনি জিপিওর নিকট অর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যাটারীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অবশ্যই মাঝে মাঝে তাহাকে ব্যাটারী পরিদর্শন করিতে হইবে।

১৭। **পর্যবেক্ষক** । তাহার প্রধান কর্তব্য গুলি হইতেছে ঃ

ক। **রণকৌশলগত**

(১) ব্যাটারী কমান্ডার কর্তৃক প্রদত্ত এলাকার উপর বিরতিহীন ভাবে পর্যবেক্ষন করা। ব্যাটারী কমান্ডার এবং ব্যাটারী কমান্ড পোষ্ট বা রেজিমেন্ট কমান্ড পোষ্টে তথ্যাদি প্রেরণ করা।

(২) যখন লক্ষ্য বস্তু দেখা যায় তখন সঠিক পরিমান গোলা এবং কামান দ্বারা বিরাজমান প্রথা অনুযায়ী সেই গুলিকে ব্যাপৃত করা।

(৩) যখন আদেশ দেওয়া হয় তখন অগ্রগামী পদাতিক কোম্পানীর সহিত সম্মুখ পর্যবেক্ষন অফিসার হিসাবে যাওয়া।

(৪) ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সমর্থিত কোম্পানী কমান্ডারের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করা।

খ। **প্রশাসনিক** । তাহার দলের কল্যাণ, খাওয়া দাওয়া ও বাসস্থানের আয়োজন নিশ্চিত করা।

১৮। যখন কোন পর্যবেক্ষক এই ধরনের দায়িত্বে নিয়োজিত না থাকে তখন তাহাকে রিজার্ভে রাখা বা তাহার ব্যাটারী কমান্ডার কর্তৃক কামান এলাকায় ফেরত পাঠানো যাইতে পারে। সিনিয়র পর্যবেক্ষককে প্রয়োজনে ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তরে তাহার ব্যাটারী কমান্ডারকে বদলীর জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

১৯। **কামান অবস্থান অফিসার।** কামান এলাকায় তিনি ব্যাটারী কমান্ডারের সহকারী। তাহার প্রধান কার্যগুলি হইতেছেঃ

ক। **রণকৌশলগত**।

(১) উপঅধিনায়ক কর্তৃক বরাদ্দকৃত এলাকায় (বা ব্যাটারী কমান্ডার কর্তৃক যদি স্বতন্ত্রভাবে ব্যাটারী অবস্থান নেয়) বিস্তারিত রেকী করা এবং কামান এলাকা ফায়ারের জন্য প্রস্তুত করা।

(২) ব্যাটারী কমান্ড পোষ্ট সংগঠন এবং নিয়ন্ত্রন করা।

(৩) তাহার ব্যাটারীর ফায়ার নিয়ন্ত্রন করা।

(৪) ব্যাটারী এলাকায় ভুমি এবং বিমান আক্রমনের বিরূদ্ধে স্থানীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৫) বিকল্প অবস্থান সমূহ রেকী এবং প্রস্তুত করা।

খ। **প্রশাসনিক**।

(১) তাহার ব্যাটারীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি উপঅধিনায়কের নিকট দায়ী থাকেন।

(২) প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন দাখিল করা।

২০। **সহকারী কামান অবস্থান অফিসার (এজিপিও)**। সে জিপিওর সহকারী এবং বিশেষত তাহার ইন্টিলিজেন্স কার্যাবলীতে সহযোগীতা করে। সে ব্যাটারী কামান দলের নেতৃত্ব দেয়, কামান সমূহ এ্যাকশনে আনে এবং ব্যাটারী কমান্ড পোষ্ট স্থাপন করায় সহায়তা করে। জি পি ও কর্তৃক আরোপিত এই ধরনের আদেশ সমূহ পালন করে।

২১। **সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার**। তাহার কর্তব্য গুলি হইতেছে ঃ

ক। **রণ কৌশলগত**

(১) ব্যাটারী প্রশাসনিক এলাকায় রেকী, স্থানীয় প্রতিরক্ষা প্রণয়ন করা এবং উহা কমান্ড করা।

(২) সময় মত গোলাবারূদের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(৩) প্রশাসনিক এলাকায় গাড়ীর চলাচল নিয়ন্ত্রন করা।

খ. **প্রশাসনিক** । ব্যাটারীর লোকদের কল্যাণ, ব্যবস্থাপনা এবং শৃংখলার অন্য তিনি জি পি ওর নিকট দায়ী থাকেন ।

২২ । **ব্যাটারী ওয়ারেন্ট অফিসার** । তাহারা সেকশন কমান্ডার হিসাবে কাজ করেন এবং ব্যাটারী কমান্ড পোষ্টে কর্তব্যরত অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন ।

২৩ । **ব্যাটারী সার্জেন্ট মেজর** । তাহার প্রধান কর্তব্য গুলি হইতেছে ঃ

ক. **রণকৌশলগত ।**

ক. কামান এলাকার রেকীতে সে সহযোগী হয় ।

খ. সে ব্যাটারীর প্রাথমিক ওয়াগন লাইন রেকী করিতে পারে ।

গ. মিলনস্থান হইতে সে কামান সমূহকে কামান এলাকায় এবং পরে গাড়ী সমূহ প্রশাসনিক এলাকায় লইয়া যায় ।

ঘ. যখন অন্য কোথাও নিয়োজিত না থাকে তখন সেকশন কমান্ডার হিসাবে কাজ করে ।

খ. **প্রশাসনিক** । ব্যাটারী লোকদের কল্যাণ এবং শৃংখলার ব্যাপারে সে সহযোগিতা করে ।

২৪ । **ব্যাটারী কোয়ার্টার মাষ্টার সার্জেন্ট** । তাহার প্রধান কর্তব্যগুলি হইতেছে ঃ

ক. ব্যাটারী পশ্চাত রণবহর যদি পৃথক অবস্থায় থাকে তবে তাহার অধিনায়কত্ব করা ।

খ. ব্যাটারীর সর্বপ্রকার সরবরাহের গ্রহন এবং প্রদান করা ।

অধ্যায় - ২

যোগাযোগ

পরিচ্ছেদ-৬, সাধারণ

১। সমর্থিত বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সময়ে এবং স্থানে সমর্থন দিয়া রেজিমেন্টের প্রধান দায়িত্ব কার্যকরীভাবে সম্পুন্ন করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্মুখ অবস্থান হইতে পিছনে উচ্চ সদর দপ্তরে তথ্য ও খবরাদি দ্রুত ও সঠিক ভাবে প্রেরণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা অবশ্যই পর্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য হইতে হইবে। এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র একটি ফিল্ড রেজিমেন্টের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য সিগন্যাল যোগাযোগ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সিগন্যাল পুস্তিকায় আলোচনা করা হইয়াছে।

২। রেজিমেন্টের পরিচালনায় নিম্নোক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকিতে হইবেঃ

ক. রেজিমেন্ট সদর এবং ডিভিশন আর্টিলারী সদরের মধ্যে।

খ. গান এলাকায় ব্যাটারী সমূহ এবং রেজিমেন্ট সদরের মধ্যে।

গ. গান এলাকার সহিত কমান্ডিং অফিসার, ব্যাটারী কমান্ডার এবং পর্যবেক্ষকের স্ব স্ব সমর্থনকৃত ইউনিট সদরে, কিংবা পর্যবেক্ষন চৌকিতে।

ঘ. কমান্ডিং অফিসার, ব্যাটারী কমান্ডার, পর্যবেক্ষক এবং স্ব স্ব সমর্থনকৃত ইউনিট কমান্ডারদের মধ্যে। সদর দপ্তরে থাকাকালে কমান্ডিং অফিসার এবং ব্যাটারী কমান্ডারগন ব্যক্তিগত ভাবে এবং যখন দূরে থাকিবেন তখন বেতারের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করিবে না কিন্তু পর্যবেক্ষকদের যোগাযোগ রক্ষার জন্য অধিকাংশ বেতার এবং তারের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

৩। <u>সিগন্যাল পরিকল্পনা</u>। রেজিমেন্টের এই ব্যাপক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিপূরন কালে ইউনিটের সকল সিগন্যাল সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। কমান্ডিং অফিসারকে এই ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে হইবে ঃ

ক. কি ধরনের নেট (ব্যাটারী বা রেজিমেন্টের) ব্যবহৃত হইবে।

খ. কোন বিশেষ ব্যবস্থা যেমন কোন লিঁয়াজো অফিসারকে অন্য ইউনিটের সহিত দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না।

গ. রেজিমেন্ট নেটে শুট পরিচালনার উপর নীতিমালা।

ঘ. তার যোগাযোগ স্থাপন এবং রক্ষনাবেক্ষন ব্যবস্থার নীতিমালা ।

৪। এই সব সমস্যাবলী পরিচ্ছেদ ৫ এবং ৬ এ বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

পরিচ্ছেদ-৫-বেতার যোগযোগ

বিভিন্ন প্রকার নেট

১। একটি ফিল্ড রেজিমেন্টে স্বল্প এবং মাঝারি দূরত্বের অনেকগুলি বেতার সেট থাকে যেই গুলিকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা যায়। রেজিমেন্টে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা প্রয়োজনীয় নেটগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকেঃ

ক. রেজিমেন্ট নেট

খ. ব্যাটারী নেট

গ. সার্ভে নেট

ঘ. বিশেষ কোন নেট, যেমন রেকী দলের জন্য রেকী নেট।

২। কোন কোন নেট ব্যবহৃত হইবে এবং তাহাদের সংগঠন কমান্ডিং অফিসারনির্ধারন করেন।

৩। **রেজিমেন্ট নেট** । ইহা ক্রোড় পত্র খ তে অংকন করা হইয়াছে। শুধুমাত্র একটা ব্যাটারীকে বিশদভাবে দেখান হইয়াছে।

৪। এই নেটের মৌলিক ষ্টেশনগুলি হইতেছে ঃ

ক. এ্যাডজুটেন্ট (নিয়ন্ত্রক) ।

খ. কমান্ডিং অফিসার (ব্রিগেড সদর দপ্তরে)।

গ. ৩ জন ব্যাটারী কমান্ডার (ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে)।

ঘ. ৩ ব্যাটারী কমান্ড পোষ্ট ।

ঙ. ব্রিগেডের সমর্থনকারি মর্টার ব্যাটারীর বা ট্রুপ কমান্ড পোষ্ট

৫। সকল পর্যবেক্ষকগণ তাহাদের নিজ ব্যাটারী নেট এবং রেজিমেন্ট নেটে থাকিবেন এবং প্রয়োজনে ফ্রিকোয়েন্সী পরিবর্তন করিয়া একটা হইতে অন্যটায় যাইবেন। রেজিমেন্ট এবং উক্ত পর্যায়ের টার্গেট রেজিমেন্ট কমান্ড নেট এবং ব্যাটারী টার্গেট ব্যাটারী নেটে ব্যাপৃত করা উচিত। রেজিমেন্ট নেটকে সকল পর্যবেক্ষক তাহাদের কার্যের প্রধান নেট বলিয়া মনে করিবেন । মর্টার ব্যাটারীর পর্যবেক্ষক নিজস্ব ব্যাটারী নেটে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখিয়া ফিল্ড রেজিমেন্ট নেটে থাকিবেন ।

৬। **ফ্রিকোয়েন্সী বদল**। কমান্ডিং অফিসার রেজিমেন্টের ভিতরে ফ্রিকোয়েন্সী বদলের নিয়মাবলী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়া থাকেন। ফ্রিকোয়েন্সী বদলের পূর্বে ষ্টেশন গুলিকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হইতে পারে যা প্রয়োজনে অনুমতি ব্যতিরেকেই অন্য নেটে যাওয়ার বিধান থাকিতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোন এক ষ্টেশন কর্তৃক এক নেট ত্যাগ করা বা ঐ নেটে যোগদান করার সময় অবশ্যই নিয়ন্ত্রককে জানাইতে হইবে।

৭। রেজিমেন্ট নেটের অন্যান্য ব্যবহারকারী যাহারা প্রয়োজনে তাহাদের সেট ব্যবহার করে তাহারা হইতেছে ঃ

ক. উপ অধিনায়ক (প্রধানত মোতায়নের সময়)

খ. সার্ভে অফিসার (যখন সার্ভে কর্তব্যে দুরে থাকে)

গ. কোয়ার্টার মাষ্টার

ঘ. মিডিয়াম ব্যাটারী কমান্ডার এবং (পর্যবেক্ষক যদি প্রয়োজন হয়)

ঙ. বিমান পর্যবেক্ষন চৌকি

৮। রেজিমেন্ট নেটের সুবিধাজনক বিষয়গুলি হইতেছে ঃ

ক। কমান্ডিং অফিসারের সমগ্র রেজিমেন্টের উপর অধিকতর ভাল নিয়ন্ত্রন থাকে।

খ। নির্দেশ এবং খবরাদি দ্রু তসমগ্র রেজিমেন্টে জানান যায়।

গ। রেজিমেন্ট এবং উক্ত পর্যায়ের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দ্রু তগতি পাওয়া যায়।

ঘ। এই নেট অনেকখানি এলাকা জুড়িয়া বিরাজ করিয়া থাকে, সুতরাং কেউ একজন অবশ্যই আর একজনের বার্তা শুনিতে পারিবে এবং খারাপ আবহাওয়ার ক্ষেত্রে যে শুনিতে পায়না তার পুনঃ প্রচার (Relay)করিতে পারিবে।

ব্যাটারী নেট

৯। অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ বিস্তার দুরত্ব বা অনেকগুলি সাব ইউনিটএর কারনে পূর্বে উলেখিত একটি বিস্তৃত রেজিমেন্ট নেট স্থাপন করা সম্ভব নাও হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যাটারী নেট স্থাপন করা যাইতে পারে। ইহার বিস্তারিত ক্রোড়পত্র গ তে দেখানো হইয়াছে।

১০। শুধুমাত্র ব্যাটারী সম্পর্কিত আদেশ এবং খবরাদি পাঠানোর জন্য ব্যাটারী নেট ব্যবহৃত হয়। ইহার মৌলিক ষ্টেশনগুলি হইতেছেঃ

ক. ব্যাটারী কমান্ড পোষ্ট (নিয়ন্ত্রক)।

খ. ব্যাটারী কমান্ডার (ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তরে)।

গ. পর্যবেক্ষকগণ।

ঘ. ব্যাটারী রেকী দল।

১১। পর্যবেক্ষকগণ যখন শুধুমাত্র তাহাদের নিজ ব্যাটারীকে কোন সংবাদ অথবা আদেশ জানাইতে চান তখন তাহারা রেজিমেন্ট নেট হইতে ব্যাটারী নেটে চলিয়া যাইবেন।

সার্ভে নেট

১২। সার্ভে সেকশনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ৫টি স্বল্প দূরত্বের বেতার সেট আছে। এই সেটগুলির ১টি নিয়ন্ত্রক, বাকী ৪টিকে উপস্টেশন ধরিয়া একটি সার্ভে নেট প্রতিষ্ঠা করা যায় বা সার্ভে দুটির মধ্যে একক যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসাবেও ব্যবহার করা যায়।

বিশেষ নেট

১৩। এই নেট বিশেষ প্রয়োজন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশে বর্তমানে ব্যবহৃত বা উদ্বৃত্ত সেট হইতে কোন নির্দিষ্ট কাজ বা যুদ্ধের কোন বিশেষ পর্বের জন্য ব্যবহৃত হয়। ক্রোড়পত্র খ এবং গ দেখুন।

১৪। **তলব সং-কত সমূহ (Call Signs)** একটি ফিল্ড রেজিমেন্টের যতগুলি নেট ব্যবহৃত হয় তাহাদের আদর্শ তলব সং-কত সমূহ নিম্নলিখিত টেবিলে দেখানো হইল ঃ

টেবিল-১ ফিল্ড রেজিমেন্ট ব্যবহৃত তলব সংকেতসমূহ

রেজিমেন্ট সদর	পাপা ব্যাটারী	কিউবেক ব্যাটারী	রোমিও ব্যাটারী
(১)	(২)	(৩)	(৪)
কমান্ডিং অফিসার-১	ব্যাটারী কমান্ডার-২১	ব্যাটারী কমান্ডার-৩১	ব্যাটারী কমান্ডার-৪১
উপঅধিনায়ক-২	ব্যাটারী কমান্ডপোষ্ট-২৩	ব্যাটারী কমান্ডপোষ্ট-৩৩	ব্যাটারী কমান্ডপোষ্ট-৪৩
এ্যাডজুটেন্ট-৩	ব্যাটারী রেকী দল-২৪	ব্যাটারী রেকী দল-৩৪	ব্যাটারী রেকী দল-৪৪
আইও-৪	পর্যবেক্ষক ১- ২৫	পর্যবেক্ষক ১-৩৫	পর্যবেক্ষক ১- ৪৪
এমটিও- ৫	পর্যবেক্ষক ২- ২৬	পর্যবেক্ষক ২- ৩৬	পর্যবেক্ষক ২- ৪৬
আর্মি এ্যাভিয়েশন-৬	পর্যবেক্ষক ৩-২৭	পর্যবেক্ষক ৩- ৩৭	পর্যবেক্ষক ৩- ৪৭

রেজিমেন্ট সদর	পাপা ব্যাটারী	কিউবেক ব্যাটারী	রোমিও ব্যাটারী
(১)	(২)	(৩)	(৪)
সিগনাল অফিসারু ৭ আই সি বি- ৮ কিউ এম- ৯ আর এস ও-১০ সার্ভে সেকশন -১০ ত আলফা ১০ ব্রা-ভা, ১০ চার্লি ১০ ডেল্টা উদ্ধিৃত্ত-১১-১৯	শুধুমাত্র স্বচলিত কামানের জন্য ২৩ আলফা, ২৩ ব্রা-ভা ইত্যাদি উদ্ধৃত্ত-২৮- ২৯	শুধুমাত্র স্বচলিত কামানের ৩৩ আলফা, ৩৩ ব্রা-ভা ইত্যাদি উদ্ধৃত্ত ৩৮- ৩৯	শুধুমাত্র স্বচলিত কামানের জন্য ৪৩ আলফা , ৪৩ ব্রা-ভা উ দ্ধৃত্ত ৪৮-৪৯

টেবিল ১ এর উপর বিশেষ দ্রষ্টব্য

১। একটি মিডিয়াম (বা অন্য কোন) ব্যাটারী এবং মর্টার ব্যাটারী ফিল্ড রেজিমেন্ট নেটে নিম্নলিখিত আদর্শ বেতার সংকেত ব্যবহার করিবে ঃ

	মর্টার ব্যাটারী	মিডিয়াম বা অন্য ব্যাটারী
ব্যাটারী কমান্ড পোষ্ট	৫৩	৮৩
পর্যকেক্ষকগণ	৫৫,৫৬,৫৭	৮৫,৮৬,৮৭

মটার ব্যাটারী ৫১ হইতে ৬৯ পর্যন্ত বেতার সংকেত ব্যবহার করে। বিস্তারিত জানার জন্য আর্টিলারি ○○ ভ-য়স প্রসিডিউর○○ দ্রষ্টব্য ।

পরিচ্ছেদ-৬, তার যোগাযোগ

১। প্রয়োজন অনুসারে তার নিম্নভাবে বিছানো হয় ঃ

ক. ডিভ সিগন্যাল রেজিমেন্ট দ্বারা ডিভ আর্টিলারী সদর দপ্তর হইতে রেজিমেন্ট এক্স-চঞ্জ পর্যন্ত ।

খ. রেজিমেন্ট সদর সিগন্যালম্যানদের দ্বারা রেজিমেন্ট এক্স-চঞ্জ হইতে ব্যাটারী পর্যন্ত ।

গ. ব্যাটারী এলাকার মধ্যেও ব্যাটারী সিগন্যালম্যানদের দ্বারা ।

২। সুতরাং রেজিমেন্ট সদর পর্যন্ত তার বিছানের দায়িত্ব সিগন্যাল কোরের এবং রেজিমেন্টের মধ্যে ইউনিটের ।

রেজিমেন্টের লাইন সমূহ

৩। ক। **ফায়ার আদেশ লাইন**। ইহা একটি বহুলাইন সম্বলিত সারকিট । ইহা এ্যাডজুটেন্টের সহিত ৩ ব্যাটারীর কমান্ড পোষ্টে যোগাযোগ স্থাপন করে । ইহার স্থাপন রেজিমেন্ট তার বিছানো দলের করনীয় কাজ । ইহা শুধুমাত্র ফায়ার আদেশ এবং রণকৌশলগত খবরাদি পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত হয় ।

খ। **এক্সচেঞ্জ লাইন**। ইহা রেজিমেন্ট এক্সচেঞ্জ হইতে ব্যাটারী কমান্ড পোষ্ট সমূহ, ব্রিগেড সদর দপ্তরে কমান্ডিং অফিসার এবং অন্যান্য গ্রাহকদের সহিত সংযোগ স্থাপন করে । এই লাইন ফায়ার অর্ডার এবং রণকৌশলগত খবরাদি ভিন্ন অন্য সকল তথ্য আদান প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় ।

একচেঞ্জ গ্রাহকগণ

৪। রেজিমেন্ট এক্সচেঞ্জের গ্রাহকগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

ক. এ্যাডজুট্যান্ট (২ টি লাইন) সাধারণত ঃ এ্যাডজুট্যান্ট ও রেজিমেন্ট সদর স্টাফ ইহা ব্যবহার করিয়া থা-ক ।

খ. প্রত্যেক ব্যাটারী কমান্ড পোষ্ট ।

গ. প্রশাসনিক এলাকা ।

ঘ. কমান্ডিং অফিসার (ব্রিগেড সদর দপ্তরে)

ঙ. কিউ এম ।

চ. কমান্ডিং অফিসার (রেজিমেন্ট সদর) যখন তিনি রেজিমেন্ট সদরে থাকেন । উপ অধিনায়ক এই লাইন ব্যবহার করিয়া থা-কন ।

ছ. হেডকোয়ার্টার আর্টিলারী- ডিভিশনাল আর্টিলার সদর এক্সচেঞ্জ একসটেল হইতে না লাইন ।

ব্যাটারী লাইন সমূহ

৫। ব্যাটারী কমান্ড পোষ্ট হইতে পর্যবেক্ষন চৌকি এবং ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তরে ব্যাটারী কমান্ডার পর্যন্ত তার বিছানোর দায়িত্ব ব্যাটারীর। ব্যাটারীর মধ্যে ব্যাটারী সিগন্যাল সার্জন্ট (ও সি ইউ সার্জন্ট) তার বিছানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহন করিয়া থাকেন।

পর্যবেক্ষন চৌকি লাইন।

৬। যখন কয়েক ঘন্টার জন্য রণকৌশলগত পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা থাকে তখন কমান্ডিং অফিসার বা ব্যাটারী কামান্ডার সাধারণত ঃ এই তার বিছানোর নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এই তার বিছানোর বিভিন্ন পন্থা আছে, ইহাদের কয়েকটি ক্রোড়পত্র গ তে দেওয়া হইল।

৭। পদাতিক ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তরে অবস্থিত ব্যাটারী কমান্ডার হয়তো একটি টি জয়েন্টের সাহায্যে নিকটবর্তী পর্যবেক্ষন চৌকির সহিত, না হয় সরাসরি ব্যাটারী কমান্ড পোষ্টের সহিত সংযুক্ত থাকেন।

৮। <u>থ্রি ওয়ে সুইচ/ জরুরী এক্স-চঞ্জ</u> প্রত্যেক ব্যাটারী কমান্ড পোষ্টে একটি তিন পথ বিশিষ্ট সুইচ বা একটি জর‌ রী এক্সচেঞ্জ থাকে। এই ত্রিমুখী সুইচকে একটি ক্ষুদ্র এক্সচেঞ্জ ধরা যাইতে পারে যাহার সহিত তিন আগমনী লাইন এবং তিনটি টেলিফোন সংযুক্ত করা যাইতে পারে। এই সুইচের ব্যবস্থার দ্বারা যে কোন একজন গ্রাহক অন্য একজন বা দুইজনের সহিত কথাবার্তা বিনিময় করিতে পারে।

৯। এই সুইচের সহিত সংযুক্ত লাইন গুলি হইতেছে ঃ

ক। পর্যবেক্ষকদের

খ। রেজিমেন্ট এক্সচেঞ্জ ।

১০। উপরের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষ-দর রেজিমেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ব্যাটারী কমান্ড পোষ্ট ছাড়াও রেজিমেন্ট কমান্ড পোষ্টের সহিত যোগাযো-গ সাহায্য করিয়া থা-ক।

পরিচ্ছেদ-৭ অন্যান্য আর্মসের সহিত যোগাযোগ

পদাতিক

১। যখন ব্যাটারী কোন পদাতিক ইউনি-টর প্রত্যক্ষ সমর্থনে থাকে তখন ঐ ব্যাটারীর প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের নিকট পদাতিক নেটের সাব ষ্টেশন হিসাবে একটি সেট থাকে। এই সেট গুলি নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্যে করেঃ।

ক। ইহা পর্যবেক্ষকে সর্বদা সমর্থিত বাহিনীর সংস্পর্শে রাখে এবং ঐ নেটে আদান প্রদানকৃত সকল পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত রা-খ ।

খ। সমর্থিত বাহিনীর কমান্ডার পর্যবেক্ষকে লক্ষ্যবস্তু দেখাইতে পারে এবং ফায়ার সহায়তা চাহিতে পারে।

গ। সমর্থিত বাহিনীর পর্যবেক্ষ লক্ষ্যবস্তু সনাক্ত করনে ব্যর্থ হইলে সমর্থিত বাহিনী নি-জই আর্টিলারীর ফায়ার দ্বারা লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করিতে পারে।

২। এইৰ প নেটে আর্টিলারী সাব ষ্টেশন লিসেনিং ওয়াচে থাকে এবং যখন ফায়ার চাওয়া হয় শুধু মাত্র তাহার উত্তরে কথা বলে।

৩। যখনই সমর্থিত বাহিনী কর্তৃক কোন লক্ষ্যবস্তু নির্দেশিত হয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পর্যবেক্ষকের উহার পর্যবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহন করা উচিত যাহাতে পদাতিক নেটকে আর্টিলারী ফায়ার অর্ডার হইতে মুক্ত করা যায় ঃ

৪। <u>তলব **সংকেত সমূহ**</u>। অন্যান্য বাহিনীর নেটে আর্টিলারী পর্যবেক্ষকদের তলব সংকেত নিম্নৰ প ঃ

ক.	ফিল্ড ব্যাটারী কমান্ডার	৯৬
খ.	জেষ্ঠ্য পর্যবেক্ষক	৯৬ আলফা
গ.	কনিষ্ট পর্যবেক্ষক	৯৬ ব্রা[illegible]া
ঘ.	তৃতীয় পর্যবেক্ষক	৯৬ চার্লি
ঙ.	অন্যকোন পর্যবেক্ষক (যেমন মিডিয়াম ব্যাটারী)	৯৬ [illegible]ল্টা

আর্মার্ড

৫। প্রত্যেক আর্মার্ড রেজিমেন্টে চারটি পর্যবেক্ষন ট্যাংক (বেতার সহ) প্রাধিকৃত আছে। ইহা প্রত্যেক সমর্থনকারী ব্যাটারীর ব্যাটারী কামান্ডার এবং পর্যবেক্ষকদের ব্যাবহারের জন্য। বিভিন্ন ইউনিট বিভিন্ন প্রকার নেট দ্বারা সজ্জিত থাকে বিধায় বিভিন্ন ইউনিটের বিন্যাস সেই ইউনিটের ট্যাংক এবং বেতার সেটের ধরনের উপর নির্ভর করিবে।

সেনা বিমান (Army Aviation)

৬। **বেতার**। ফায়ার পর্যবেক্ষনের জন্য সাধারণত একটি রেজিমেন্টে একটার বেশি হেলিকপ্টার অথবা বিমান থাকিবে না। প্রত্যেক বিমানের সহিত একটি বেতার সেট সংযুক্ত আছে যাহা রেজিমেন্ট নেটে কাজ করিতে পারে। এই বিমান সাধারণত ঃ রেজিমেন্ট নেটে থাকে এবং ইহার তলব সংকেত-৬।

৭। **লাইন।** সেনা বিমান ইউনিট সর্ব পর্যায়ে সাধারণতঃ তাহাদের নিজ নিজ আর্টিলারী সদর দপ্তরের সহিত তার দ্বারা সংযুক্ত থাকে। সেনা বিমান সংস্থা যেই ইউনিটকে কমসহায়তা প্রদান করিতেছে এই তার বিছানোর দায়িত্ব সেই ইউনিটের উপর ন্যস্ত। প্রত্যেক স্কোয়ার্ডন এবং ফ্লাইট সদর দপ্তরের নিজস্ব ১০ লাইন বিশিষ্ট একটি এক্সচেঞ্জ আছে।

অধ্যায়-৩

পরিচালনা কৌশল

পরিচ্ছেদ-৮ সাধারণ

১। একটি রেজিমেন্ট নিম্নে বর্ণিত যে কোন অবস্থায় মোতায়েনের আদেশ পাইতে পারে ঃ

ক। বিশ্রাম বা লুকায়িত অবস্থায় থাকাকালীন

খ। চলিত অবস্থায়

গ। কার্যে নিয়োজিত থাকা অবস্থায়

২। নিম্নে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফায়ার অবস্থান গ্রহন করা যাইতে পারে।

ক। রেকী শেষ হওয়ার পর পর এবং ছদ্ম করণ বা খনন করার পূর্বে অথবা

খ। এই সমস্ত কাজ আংশিক ভাবে শেষ হওয়ার পর।

অথবা

গ। স্থান সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত এবং ছদ্ম করার ও খনন শেষ হওয়ার পর।

৩। এখানে বিবেচনা করা হইতেছে যে একটি রেজিমেন্ট রেকী শেষ করার পরই বিশ্রাম বা লুকায়িত অবস্থা হইতে মোতায়েন হইতেছে এবং অবস্থান গ্রহন করিতেছে।

৪। সব ক্ষেত্রেই মুল ড্রিল একই, কিন্তু নিম্নে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য রদবদল হইতে পারে যাহা পরিচ্ছেদ ১০ এ আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ক। যখন একটি রেজিমেন্ট মোতায়েন করা হয়।

খ। সম্মুখ রক্ষী দলের (Advance Guard) সমর্থনে।

৫। পর্যবেক্ষক এবং সম্মুখ পর্যবেক্ষন অফিসারদের নিয়ন্ত্রন এবং বণ্টন পদাতিক বাহিনীর পরিকল্পনার অংশ বিশেষ যাহা কামান মোতায়েন বিষয় হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমটি কমান্ডিং অফিসার এবং ব্যাটারী কমান্ডার নিয়ন্ত্রন করিয়া থাকেন কিন্তু পরবর্তিটি নিয়ন্ত্রন করেন উপ অধিনায়ক।

৬। **রাস্তার চলাচল**। রাস্তার চলাচলের ব্যাপারে এই পরিচ্ছেদ অধ্যায়নের সময় গুরুত্বপূর্ণ হইল যে, রেকী দল বা একক গাড়ী ব্যতীত যাহার সমস্ত চলাচল শক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রন করতে হইবে এবং চলার সময় ফরমেশন বা ইউনিট হইতে ব্লক টাইম টেবিল নিতে হবে।

৭। **স্বতন্ত্র ব্যাটারী।** স্বতন্ত্রভাবে নিয়োজিত কোন পদাতিক ইউনিটকে সমর্থন করার জন্য একটি ব্যাটারী রেজিমেন্ট হইতে আলাদা হইয়া যাইতে পারে। এই সময় পদাতিক প্রয়োজনুসারে ব্যাটারী কমান্ডার তাহার গান কামান এবং পর্যবেক্ষকদিগকে নিয়ন্ত্রন এবং মোতায়েন করিয়া থাকেন।

৮। যদি কোন জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন হয় যে কোন অগ্রগামী দলকে অবিচ্ছন্ন সমর্থন করার জন্য শুধু মাত্র একটি ব্যাটারীই আছে তাহা হইলে পদাতিক দলের অগ্রযাত্রার ধারা অনুসারে ব্যাটারীকে সেকশন দ্বারা লিপ- ফ্রগিং (Leap Frogging) বা স্টেপিং আপ (Stepping up) করিতে হইবে।

পরিচ্ছেদ-৯, মোতায়েনে অফিসারদের কর্তব্য

কমান্ডিং অফিসার

১। কমান্ডিং অফিসার মোতায়েন আদেশ সাধারণতঃ কমান্ডার আর্টিলারা হইতে পাইয়া থাকেন কিন্তু ইউনিট যদি সরাসরি পদাতিক ব্রিগেডের অধীন হয় তাহা হইলে পদাতিক বাহিনীর কমান্ডারের নিকট হইতে পান। তিনি উপ অধিনায়কের মাধ্যমে গান মোতায়েন এবং পর্যবেক্ষক ও সম্মুখ পর্যবেক্ষক দিয়া মোতায়েন ব্যাটারী কমান্ডারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করিয়া থাকেন।

২। কমান্ডিং অফিসার যদি রেকী বা পরিকল্পনার জন্য পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডারের সহিত ব্যস্ত থাকেন তাহা হইলে কমান্ডার আর্টিলারী সরাসরি এই আদেশ ইউনিট উপ অধিনায়ককে দিতে পারেন। উপ অধিনায়ক এই আদেশের উপর কার্যকরী ব্যবস্থা নিবেন এবং পরবর্তীতে কমান্ডিং অফিসারকে সব বিষয় অবগত করাইবেন।

৩। আদেশ প্রাপ্তির সময় যদি কমান্ডিং অফিসার ইউনিটে উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে তিনি তাহার আদেশ দিবেন এবং তারঁ রণসদর সহ ব্রিগেড সদর দপ্তরে যোগ দিবেন। মোতায়েন আদেশের জন্য শিরোনামের একটি তালিকা ক্রোড়পত্র ড-তে দেওয়া হইল। কমান্ডিং অফিসার সিদ্ধান্ত নিবেন কতগুলি শিরোনাম নিজে আর কতগলি উপঅধিনায়ক এবং ব্যাটারী কমান্ডারগণ ব্যবহার করিবেন।

৪। যদি আদেশ প্রাপ্তির পূর্বেই কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেড সদর দপ্তরে থাকেন তাহা হইলে তিনি উপ অধিনায়ককে ডাকিয়া পাঠাইতে পারেন, তাহাকে মোতায়েন আদেশ দিতে পারেন অথবা লিখিত ভাবে মোতায়েন করার আদেশ দিতে পারেন। যদি ব্যাটারী কমান্ডার এবং পর্যবেক্ষণগন ইতিপূর্বেই তাহাদের নিজ নিজ পদাতিক ইউনিটে না যাইয়া থাকেন তাহা হইলে কমান্ডিং অফিসার তাহাদিগকে ব্রিগেড সদর দপ্তর বা কোন সুবিধাজনক স্থানে ডাকিবেন এবং কমাপর্যবেক্ষকদের মোতায়েন সম্পর্কিত আদেশ দিবেন।

৫। যত শীঘ্র সম্ভব কমান্ডিং অফিসার তাহার ইউনিটের পর্যবেক্ষন এলাকা দেখিবেন এবং সমস্ত এলাকা জুড়িয়া ডেটাম পয়েন্ট নির্দিষ্ট করিবেন। আর এস ও রিপোর্ট করার পর কমান্ডিং অফিসার তাহাকে ডেপ্লয়মেন্ট গুলো স্থিতিকরণের আদেশ করিবেন। কমান্ডিং অফিসার যদি কোন কারনবশত ঃ ডেটাম পয়েন্ট নির্ধারণ করিতে না পারেন তাহা হইলে এই দায়িত্ব তিনি যে কোন ব্যাটারী কামান্ডারকে দিতে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে আর এস ও ঐ ব্যাটারী কমান্ডারের নিকট রিপোর্ট করিবেন। ডেটাম পয়েন্ট এবং যে যে সমস্ত লক্ষ্যবস্তুর নির্ধারণ দরকার তাহা সব সময় আর এস ওকে সরাসরি ভূমিতে দেখাইয়া দেওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ।

৬। কমান্ডিং অফিসার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পর্যবেক্ষকগণকে পরিদর্শন করিবেন এবং নিশ্চিত করিবেন যে, তাহারা যে সকল পর্যবেক্ষন চৌকি স্থাপন করিয়াছেন তাহা দ্বারা সমস্ত এলাকা পর্যবেক্ষন সম্ভব।

ব্যাটারী কমান্ডার

৭। আদেশ প্রাপ্তির সময় যদি ব্যাটারী কমান্ডার তার সমর্থিত ইউনিটের সদরে না যাইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অতি সত্তর নিজে এবং পর্যবেক্ষকদের দলসহ সেইখানে যাইবেন। এইখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল ব্যাটারী কমান্ডার তাহার সমর্থিত ইউনিটের কমান্ডিং এর অফিসার প্রারম্ভিক রেকীতে উপস্থিত থাকিবেন এবং পর্যবেক্ষকগন ঐ ইউনিটের কমান্ডিং অফিসারের আদেশের সময় উপস্থিত থাকিবেন।

৮। ব্যাটারী কমান্ডার পর্যবেক্ষকদিগকে নিম্নে বর্ণিত আদেশ সমূহ সাধারণত দিয়া থাকেন:

ক। পর্যবেক্ষন চৌকি মোতায়েন। তিনি সাধারণত পর্যবেক্ষন চৌকি এলাকা এবং পর্যবেক্ষন এলাকা দেখাইয়া থাকেন বাকি সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষকদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

খ। যোগাযোগ বিন্যাস

গ। সম্মুখ পর্যবেক্ষন অফিসারদের দায়িত্ব (যখন প্র-য়াজন হয়)

৯। যে কোন অপারেশনের সময় ব্যাটারী কমান্ডার সাধারণত পদাতিক ইউনিটের কমান্ডিং অফিসারের সংগে থাকেন।

পর্যবেক্ষক

১০। ব্যাটারী কমান্ডারের আদেশ পাওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব পর্যবেক্ষক যেই এলাকায় পর্যবেক্ষন চৌকি লাগাইবেন সেই এলাকার কোম্পানী কমান্ডার এর (দের) সহিত যোগাযোগ করেন। যদি তাহাকে সম্মুখ পর্যবেক্ষন অফিসার হিসাবে কাজ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয় তাহা হইলে দ্রুত সমর্থিত কোম্পানী কমান্ডারের সহিত যোগাযোগ করিবেন। তিনি সাধারণত ঃ ইহা ব্যাটালিয়ান আদেশ গ্রু পে করিতে পারেন।

১১। ব্যাটারী কমান্ডার কর্তৃক নির্দেশিত জায়গায় তিনি পর্যবেক্ষন চৌকি স্থাপন করিবেন যাহাতে তাহাকে প্রদও সমস্ত এলাকা পর্য-বক্ষন করা যায়।

১২। যদি পর্যবেক্ষন চৌকি হইতে কামান পর্যন্ত তার লাগানোর আদেশ দেওয়া হয় তাহলে সিগন্যাল এনসিওকে এই দায়িত্ব দিবেন। সিগন্যাল এনসিও তার লাগানোর পূর্বে রাস্তা রেকী করিবে। এমনও হইতে পারে যে স-র্বাচ্চ দ্রুত গতি সম্পন্ন উপা-য় প্রথ-ম তার বিছা-ত হ-ব এবং পরবর্তী-ত ধী-র ধী-র এর উন্নতি করি-ত হই-ব।

উপ অধিনায়ক

১৩। কমান্ডিং অফিসারের নিকট হইতে আদেশ পাওয়ার পর উপঅধিনায়ক রেকী দলের এসংগঠন, মিলনস্থান (আরভি), সময়াবলী এবং কামান দলের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দিয়া থাকেন।

রেকী দল সমূহ

১৪। রেকী দল কত বড় বা কি ধরনের হইবে তাহা নির্ভর করিবে রণ পরিস্থিতি, ট্রাফিক ভীড় এবং এলাকায় আকাশ হই-ত পর্য-বক্ষ-নর বিপরী-ত কেমন আচ্ছাদন আছে তাহার উপর। সাধারণত ঃ রেকী দল তিন প্রকার এই গুলি হইল ঃ

ক। **বড় ঃ** এই রেকী দলে সম্পূর্ণ উপ অধিনায়ক, জিপিও এবং রেজিমেন্ট সদর দল যাহা এই বইয়ের ক্রোড়পত্র ক দেখানো হইয়াছেন। (মোট গাড়ী ১৪টি)

খ। **মাঝারী:** নিম্নে বর্ণিত ১০টি গাড়ী দ্বারা গঠিত ঃ

দল	০	গাড়ী	০	ব্যক্তিবর্গ
উপ অধিনায়ক		ট্রাক ১/৪ টন		উপ অধিনায়ক

	ট্রাক ১/৪ টন	আর এস ও এবং দুইজন সার্ভেয়ার
	ট্রাক ১/৪ টন	সিগন্যাল অফিসার
	ট্রাক ১/৪ টন	সার্ভে জুটি
জিপিও(প্রত্যেক ব্যাটারী)	ট্রাক ৩/৪ টন	জিপিও, দুই/ তিন জন টিএ / ওসিইউ
	ট্রাক ৩/৪ টন	বি এস এম

ছোট নিম্নে বর্ণিত ৫টি গাড়ী থাকিবে ঃ

দল ০	গাড়ী ০	ব্যক্তিবর্গ
উপ অধিনায়ক	ট্রাক ১/৪ টন	উপ অধিনায়ক ওসিইউ সিগন্যাল অফিসার
	ট্রাক ১/৪ টন	আর এস ও, দুইজন সার্ভেয়ার
জি পিও (প্রত্যেক ব্যাটারী)	ট্রাক ১/৪ টন	জিপিও, বিএসএম দুই/তিনজন টিএ এবং ওসিইউ

১৫। **মিলনস্থান** ঃ উপ অধিনায়ক অবশ্যই রেজিমেন্ট সদর এবং ব্যাটারী রেকী দলগুলির জন্য একটি মিলনস্থান দিবেন। ইহা যতদুর সম্ভব মোতায়েন এলাকার কাছে হইবে। সাধারণত একটি মিলস্থানই যথেষ্ট এবং সন্তোষজনক সমাধান। কিন্তু যখন রেকী দল বড় হয় এবং লুকানোর জন্য অসুবিধা হয় তখন বিভিন্ন দলের জন্য আলাদা মিলনস্থান দেওয়া যাইতে পারে। রেজিমেন্ট সদর দল যদি স্বতন্ত্রভাবে যায় তাহা হইলে একটা অন্য মিলনস্থান দিতে হইবে। কামান দল এবং পশ্চাৎ রণবহরের জন্য একটি মিলবস্থান বা স ছাড় কেন্দ্র (রিলিজ পয়েন্ট) দিতে হইবে।

১৬। **কামান এলাকা রেকী**। উপ অধিনায়ক তাহার আদেশ শেষ করার সংগে সংগে তাহার দলসহ কামান এলাকার দিকে রওনা হইবেন। অন্যান্য রেকী দল স্বতন্ত্র ভাবে তাহাদের মিলনস্থানে যাইবে। কোন কোন পরিস্থিতিতে যখন কামান এলাকা খুব দুরে অথবা খুব খারাপ জায়গায় তখন তিনি নিজে সমস্ত রেকী দলের নেতৃত্ব দিবেন এবং কামান এলাকায় পৌছানোর পূর্বে কোন মিলনস্থানে তাহাদেরকে রাখিয়া যাইবেন। কামান এলাকায় পৌছানোর পর সার্ভে এবং সিগন্যাল অফিসারের সহিত একটা অথবা দুইটা গাড়ী লইয়া সমস্ত এলাকা রেকী করিবেন। এই সময়ে তাহার দলের অন্যান্য লোকজন একটা সুবিধাজনক জায়গায় থাকিবে। উপ অধিনায়ক সকল ব্যাটারী এবং রেজিমেন্ট সদর এলাকা নির্ধারণ করিবেন। যেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি তিনি নজর রাখিবেন তাহা পরিচ্ছেদ ১০ এ বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৭। **আদেশ**। উপ অধিনায়ক রেজিমেন্টের বিন্যাস ঠিক করার পরে জিপিওদের সহিত মিলিত হইবার জন্য রেকী দলের মিলনস্থানে ফিরিয়া যাইবেন। অথবা নতুন কোন মিলনস্থানে তাহাদের ডাকবেন। তাহার

পরে তিনি তাহার মোতায়েন আদেশ দিবেন যাহা ক্রোড়পত্র ঙ তে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আদেশ তিনি এমন এক জায়গা হইতে দিবেন যেইখানে হইতে কামান এলাকা ভাল ভাবে দেখা যায় এবং উপ অধিনায়ক সমস্ত ব্যাটারীর সীমানা এবং রাস্তা ইত্যাদি ভূমিতে দেখাইতে পারেন।

১৮। জিপিওদের আদেশ দেওয়ার পূর্বেই উপ অধিনায়ক সার্ভে এবং সিগন্যাল অফিসারকে ছাড়িয়া দিবেন যাহাতে তাহারা কামান এলাকা সার্ভে এবং যোগাযোগের উপর কাজ শুরু করিতে পারেন। সার্ভে অফিসার ছাড়ার পূর্বে সার্ভের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যাটারী এলাকা দেখান হইবে। ইহার পর সার্ভে অফিসার তাহার সার্ভে পরিকল্পনা উপ অধিনায়ককে জানাইবেন এবং জিপিও-দর নিকট হইতে কোন সহযোগীতার প্রয়োজন হইবে তাহাও উপঅধিনায়ককে জানাই-বন ।

১৯। **<u>রেজিমেন্ট সদর রেকী</u>**। রেজিমেন্ট সদরের পুরাপুরি রেকী রেজিমেন্ট সদর রেকী দল করিবে। যদি রেজিমেন্ট সদর রেকী দল অন্যান্য রেকী দলের সংগে কামান এলাকা পর্যন্ত না আ-স তাহা হইলে জিপি ওদেরকে নাদেশ দেওয়ার পর উপ অধিনায়ক রেজিমেন্ট সদর রেকী এবং নির্ধারণ করিবেন। এই কাজ তিনি সিগন্যাল অফিসারের উপর ন্যস্ত করিতে পারেন।

২০। **<u>প্রশাসনিক এলাকা রেকী</u>**। প্রশাসনিক এলাকা ডিভ আর্টিলারি অথবা পদাতিক ব্রিগেড সদর হইতে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু জায়গা নির্ধারণ সব সময় রেকী দল করিবে। ব্যাটারীর আলাদা প্রশাসনিক এলাকার চাইতে সমস্ত রেজিমেন্টের একটি প্রশাসনিক এলাকা হইলে ভাল হয় এবং এই এলাকা রেকী করার দায়িত্ব উপঅধিনায়ক নিজে নিবেন অথবা যে কোন ব্যাটারী সিনিয়র ওয়া-রন্ট অফিসার-ক এ আদেশ করিতে পারেন। প্রশাসনিক এলাকা নির্ধারণ ও বন্টন এই পুস্তকের পরিচ্ছেদ ১৬ তে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

২১। উপঅধিনায়ক যখন সময় পাইবেন ব্যাটারী এলাকায় যাইবেন। কোন অসুবিধা থাকিলে দূর করিবেন। এবং স্থানীয় প্রতিরক্ষার সমন্বয় সাধন করিবেন। যদি এমন হয় যে রেকী দল কামান এলাকায় পৌছার পূর্বেই কামান দল ছাড় কেন্দ্রে (রিলিজ প-য়ন্ট) পৌছাইয়া যায় তাহা হইলে উপঅধিনায়ক কামান দলের জন্য একটি হাইড আউট রেকী করিবেন এবং ছাড় কেন্দ্র হইতে কামান দলকে সেইখানে নেওয়ার বন্দোবস্ত করিবেন।

<u>আর এস ও</u>

২২। আর এস ও কামান এলাকা রেকী করবার সময় উপঅধিনায়কের সাথে থাকেন এবং রেজিমেন্ট গ্রীড স্থাপন করার জন্য একটা খসড়া পরিকল্পনা তৈয়ার করিবেন।ইহার পর তিনি বিস্তারিত রেকী শুরু করার পূর্বে গ্রীডের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য এক জোড়া সার্ভেয়ার নিয়োগ করিবেন। তিনি রেজিমেন্ট সদরের মিলন স্থান হইতে তাহার দলের অন্যান্য লোকজনকে ডাকিয়া আনিবেন। তিনি অথবা তাহার সার্ভে সা-র্জন্ট নিকটবর্তী সার্ভে সেন্টার হইতে প্রয়োজনীয় ডাটা সংগ্রহ করিবেন। যখনই আর এস ও সম্পুর্ন্ন রেজি-মন্ট-ক একই গ্রী-ড আন-ত সক্ষম হ-বন তখনই তিনি প্র-য়াজনীয় ডাটা সমূহ ব্যাটারী সমূ-হ প্রদা-নর জন্য এ্যাডজু-টন্ট-ক হস্তান্তর করি-বন । অতঃপর তিনি বিকল্প অবস্থান, টা-র্গট এলাকা সা-র্ভ বা অন্য কোন কাজে সম্পৃক্ত হই-বন ।

<u>সিগন্যাল অফিসার</u>

২৪। রেজিমেন্ট সদর এবং ব্যাটারীর এলাকা নির্ধারিত হওয়ার পর সিগনাল অফিসার তাহা রেকী করিবেন। ইহার পর উপ অধিনায়কের দলের সহিত যে তার বিছানোর গাড়ী থাকে তাহা দ্বারা ফায়ার আদেশ লাইন লাগানো শুরু করিবেন। সিগন্যালের অন্যান্য গাড়ী না আসা পর্যন্ত রেজিমেন্টের বাকী লাইন বিছানো হয়তঃ সম্ভব হইবে না।

২৫। কোন কোন সময় রেজিমেন্ট সদরের জায়গা এবং বিন্যাস রেকী করার দায়িত্ব সিগন্যাল অফিসারের উপর অর্পিত হইতে পারে। এই কাজের জন্য তিনি উপঅধিনায়কের উপদেশ লইতে পারেন।

এ্যাডজুটেন্ট

২৬। মোতায়েন আদেশ পাওয়ার সংগে সংগে এ্যাডজুটেন্ট ব্যাটারী গুলোতে হুশিয়ারী আদেশ (ওয়ার্নিং অর্ডার) পাঠাইবেন। কামান দল চলার সমস্ত বন্দোবস্ত হওয়ার পর এ্যাডজুটেন্ট কামান দলের সহিত কামান এলাকায় যাইয়া থাকেন।

২৭। যদি শুরু হইতে এ্যাডজুটেন্টের কোন কাজ না থাকে তাহা হইলে তিনি রেজিমেন্ট সদর রেকী দলের সহিত যাইতে পারেন। রণ ক্ষেত্রে রেজিমেন্ট সদরের জায়গা রেকী করার দায়িত্ব সিগন্যাল অফিসারের পরিবর্তে এ্যাডজুটেন্ট করিবেন।

জি পি ও

২৮। মোতায়েন আদেশ পাওয়ার সংগে সংগে জি পি ও পরিচ্ছেদ ১১ তে বর্ণিত পদ্ধতিতে তাহাকে বরাদ্দকৃত জায়গা রেকী করিবেন। যদি তৎক্ষনাত সার্ভে ডাটা না পাওয়া যায় তাহা হইলেণ জি পি ও তাহার নিজস্ব ব্যাটারী গ্রীড স্থান করিবেন। এজিপিও এর অবর্তমানে জিপিও ব্যাটারীর স্থানীয় প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী।

এ জি পি ও

২৯। মোতায়েনের সময় তাহার দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

ক. ব্যাটারী মোতায়েনে জি পি ও কে সাহায্য করা।

খ. ব্যাটারীর কামান দল লইয়া আসা।

গ. ব্যাটারীর এলাকায় স্থানীয় প্রতিরক্ষার সমন্বয় সাধন করা।

ঘ. বিকল্প অবস্থান নির্ধারণ করা।

পরিচ্ছেদ- ১০-কামান এলাকা নির্ধারণ

কামান এলাকা নির্ধারন করার দায়িত্ব

১। কমান্ডার আর্টিলারী সাধারণত ঃ তাহার অধিনস্ত সমস্ত ইউনিটের জন্য কামান এলাকা নির্ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা সাধারণত ঃ প্রথম পর্যায়ে ম্যাপ এবং বিমান হ-ত প্রাপ্ত আলোক চিত্র দ্বারা করা হয়। কিন্তু যদি সময় থাকে তাহা হইলে ভুমি রেকী দ্বারা পুনঃ ঠিক করা হয়।

২। যদি তাহার রেজিমেন্ট পদাতিক ব্রিগেডের অধীনে থাকে, যাহা সাধারণত ঃ ঘ-ট তাহা হইলে কমান্ডিং অফিসার কামান এলাকা নির্ধারণ করিবেন।

৩। কমান্ডার আর্টিলারী কর্তৃক দেওয়া জায়গার ভিতর বিস্তারিত ভাবে কামান এলাকার বিন্যাস নির্ধারণ করা ইউনিটের দায়িত্ব। ব্যাটারীর জন্য সুবিধাজনক জায়গা রেকী করার দায়িত্ব ইউনিটের উপ অধিনায়কের।

৪। উপ অধিনায়ক রেকী করার পর যদি মনে করেন যে তাহাকে দেওয়া জায়গা সুবিধাজনক নয় তাহা হইলে তিনি রেজিমেন্ট সদরের মাধ্যমে আর্টিলারী সদর দপ্তরে জানাইবেন এবং একই সংগে বিকল্প জায়গার প্রস্তাব পাঠাইবেন। ডিভ আর্টিলারীর অনুমতি ব্যতীত তিনি কিছুতেই তাহাকে দেওয়া সীমানা অতিক্রম করিবেন না।

বিবেচ্য বিষয় সমূহ

৫। নিম্ন বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি কামান এলাকা নির্ধারণের সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ক. ফায়ার এলাকা। (Zone of fire)

খ. ফায়ার নিয়ন্ত্রন।

গ. অভিগম্যতা। (Accessibility)

ঘ. ভুমি এবং আকাশ পর্যবেক্ষন হইতে গোপনীয়তা।

ঙ. আকাশ, পদাতিক এবং ট্যাংকের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা।

কোন বিষয়ের উপর কতটুকু গুরুত্ব দিতে হইবে তাহা মোতায়েন আদেশের সময় উলেখ করিতে হইবে।

৩। **ফায়ার এলাকা** (Zone of fire) এই বিষয়টি সবসময় অন্যান্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব পাইবে। অন্যান্য বিষয়গুলি যত ভালই হউক না কেন যদি কামান এলাকা হইতে কার্য সম্পাদন করিতে পারা না যায় তাহা হইলে ইহা গ্রহন যোগ্য নহে।

৪। **ফায়ার নিয়ন্ত্রন**। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হইলে নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ভাল হইবে। কামান এলাকা যত সংহত এবং ছোট হইবে, রেজিমেন্ট সদর এবং ব্যাটারীর সহিত যোগাযোগ তত ভাল হইবে। একই ভাবে কামান এলাকা যত অগ্রভা-গ হইবে পর্যবেক্ষন চৌকির সংগে যোগাযোগ, তত সহজ হইবে।

৮। **অভিগম্যতা (Accessibility)** কামান এলাকা যদি ভাল রাস্ত‍ার কাছে হয় এবং কামান প্লাট ফরম শক্ত হয় তাহা হইলে কামানকে কম সময়ে এ্যাকশন করা যায়। এমনকি খারাপ আবহাওয়ায় ও সহজে এ্যামুনেশন সরবরাহ করা যায়।

৯। **লুকানো ও রক্ষন**

ক। প্রতিরক্ষা এবং আকস্মিকতা উভয় দিক বি-বচনায় কামান অবস্থানকে লুকানো খুবই গুরূ ত্বপূর্ণ। যেই কামানের অবস্থান শত্র চিহ্নিত করিতে পারে সেই কামান ফায়ার অত্যন্ত প্রয়োজনে পাওয়া যাইবে না কারন ঐ কামান এলাকায় শত্র র পাল্টা বোমাবর্ষন করা হইবে। আক্রমনের পূর্বে শত্র কে আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে ধোকা দেওয়ার জন্য নতুন ভাবে মোতায়েন করা কামানকে ভালভাবে লুকা-না অবশ্য কর্তব্য।

খ। শত্র র ভূমি এবং বিমান হামলা হইতে বাঁচার জন্য উপরের অনুচ্ছেদে বিষয়ের পরই কামান এলাকা নির্ধারনে লুকানো গুরু ত্ব পাইবে। ভুমি আক্রমন প্রতিরক্ষা সবচাইতে ভাল হইবে যদি কামান এলাকা কোন সংরক্ষিত ফরমেশন ইউনিটের কাছে থাকে।

গ। শত্র র ক্ষুদ্র এবং হালকা মর্টারের রেঞ্জের ভিতরে সাধারণত কামান মোতায়েন করা যাইবে না।

পরিচ্ছেদ ১১- ব্যাটারী এলাকা রেকী

১। উপ অধিনায়ক ব্যাটারী এলাকা নির্ধারণ করিবার পর জিপিওদিগকে আ-দশ দিয়া থাকেন। আ-দ-শর নমুনা ক্রোড় পত্র ঙ তে বর্ণিত আছে।

২। উপ অধিনায়কের আদেশ পাওয়ার পর জিপিও তাহাকে বরাদ্দকৃত সমস্ত এলাকা বিস্ত‍ারিত ভাবে রেকী করেন এবং নিম্ন লিখিত জায়গা নির্ধারন করেঃ

ক. ছয়টি কামান প্লাটফরম

খ. কমান্ড পোষ্ট

গ. প্রাথমিক প্রশাসনিক এলাকা

ঘ. ব্যাটারী এইমিং সা-র্কল ডাইরেক্টরের জন্য জায়গা।

৩। এই সময়ের মধ্যে জিপিও ব্যাটারী এলাকার জন্য একটা খসড়া প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈয়ার করেন। ইহা ছাড়া তিনি অবস্থান গ্রহন করার পথ পদ্ধতি ও চলাচ-লর রাস্ত্া পরিকল্পনা করেন।

৪। কামান পল্টফরমের জন্য যদি ভাল জায়গা নির্ধারণ করিতে হয় তাহা হইলে রেকী করার সময় জিপিওকে অনেক বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এলাকায় আসার পূর্বে যদি সতর্কভাবে মানচিত্র গঠন করা হয় তাহা হইলে অবশ্যই অনেক সময় বাঁচানো যায়। যেই সমস্ত বিষয়গুলির উপর জি পি ওকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হইবে তাহা পরিচ্ছেদ ১২ তে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিষয় গুলির মধ্যে সবচাইতে গুর র্ত্বপূর্ণ হইল ব্যাটারী যেন দেওয়া কার্য সম্পাদন করিত পারে। এবং প্রতিটি কামান যেন শত্রুর ভূমি ও আকাশ পর্যবেক্ষন হই-ত লুকাই-ত পা-র।

পরিচ্ছেদ-১২ ব্যাটারীর এলাকার বিন্যাস যাহাদ্বারা প্রভাবিত

ফায়ার এলাকা

১। জি পি ও যখন গান মোতায়েন করিবেন তখন তাহাকে অবশ্যই নিশ্চিত হইতে হইবে, যে তাহার প্রতিটি গান ব্যাটারীর সমস্ত এলাকায় ফায়ার দিতে পারি। ইহার প্রধান প্রতিবন্ধক হইল নিকটবর্তী চুড়া, দালান- বাড়ী এবং গাছ ইত্যাদি। এই প্রতিবন্ধক দুর করার জন্য ফায়ারের সময় গান পল্ট ফরম লুকায়িত স্থানে নির্ধারন করতে সমস্যা হইবে।

সম্মুখ সীমানা

২। সাধারণত ব্যাটারী কমান্ডার এবং পর্যবেক্ষকদের প্রয়োজন মোতাবেক বন্টনকৃত ফায়ার এলাকায় ব্যাটারীর বিস্ত্ার হওয়া উচিৎ ১৫০-২০০ গজ মিটার। ইহার জন্য কয়েকটি গানকে অনেক সময় গভীরে মোতায়েন করিতে হয়।

লুকানো

৩। ছদ্মাবরন এবং লুকানোর উদ্দেশ্য হইল চোখ এবং ক্যামেরাকে ধোকা দেওয়া। ভুমি হইতে পর্যবেক্ষনের তুলনায় বিমান হইতে চাক্ষুষ পর্যবেক্ষনের ভয় কম। তথাপি বিমান আলোকচিত্র দ্বারা যে কোন সামরিক কার্যকলাপ এবং কামান অবস্থানকে চিহ্নিত করা অনেক সহজ, এবং ইহা হইতে বাঁচার জন্য উন্নতমানের ছদ্মবরন ও লুকানো দরকার। উলেখ্যযোগ্য হইল দৃষ্টি আকর্ষণ বা ফায়ার হলে চাক্ষুষ পর্যবেক্ষন এবং বিমান আলোচিত এড়ানো যাইবে ঃ একবার ফায়ার শুর করিলে শুষ্ক বিমান অনুসন্ধ্যান কাম্য করিতে হইবে।

৪। নিম্নলিখিত আকৃতি সব সময় কামান এলাকায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ

ক. গা-নর নিয়মিত ব্যবধান ।

খ. বিস্ফোরণ চিহ্ন ।

গ. নুতন পথ যাহা সাধারনত গান প্লাটফরম বা কমান্ড পোষ্টের নিকট যায়।

ঘ. অপর্যাপ্তভা-ব ভাবে লুকায়িত গাড়ী ।

ঙ. চলাচল ।

চ. গার্হস্থ্য জিনিস পত্র ।

ছ. কারিগরী জিনিস পত্র যেমন, মানচিত্র, ইত্যাদি ।

জ. নতুন খোঁড়া -মাটি ।

ঝ. গোলাবরুদের স্তুপ ।

৫। উপরে বর্ণিত ক হইতে খ পর্যন্ত বিষয়গুলি সহ-জ দুর করা যাইতে পারে যদি এলাকা এবং ভূমি ভাল ভাবে রেকী করা সম্ভব। বাকী বিষয়গুলি হইতে বাঁচার জন্য সকল পদবীর সৈনিকের প্রয়োজন উন্নতমানের ছদ্মবরন শৃংখলা ।

৬। <u>স্থান নির্বাচন</u>। আকাশ হইতে ভূমিকে কেমন দেখায় তাহা ধারনা করা এবং একটি কামান আশে পাসের জায়গার সহিত মিশিয়া গেলেও কিভাবে কোন গাছ বা অন্য কিছুর মা-ঝ লুকানো যায় তাহা জানা আবশ্যক । এই দৃষ্টিকোন হইতে নিম্নলিখিত জায়গা গান এলাকার উপযুক্ত ঃ

ক. কোন গর্তের মাঝখানে ।

খ. কোন গ্রাম বা শহরের প্রান্ত এলাকায় ।

গ. অনুর্বর গুল্ম যুক্ত এলাকার ।

ঘ. শিল্প জঞ্জালের ভিতরে ।

ঙ. ভাল গাছ- পালাপূর্ণ এলাকায় ।

এই সমস্ত এলাকার কাঁচা রাস্তার শৃংখলা রক্ষা করা সহজ এবং কমান্ড পোষ্ট সহজে আশে পাশের এলাকার সহিত মিশিয়া যায় ।

৭। <u>বিন্যাসের বিভিন্নতা</u>। গান এলাকা যাহাতে সব সময় একই রকম না হয় সেই দি-ক লক্ষ্য রাখা গানগুরুত্বপূর্ন । গান যখন খোলা জায়গায় রাখা হয় তখনও অনিয়মিত রাখ-ল অনেক ক্ষেত্রে গানকে লুকাইতে সাহায্য করে ।

৮। **বিস্ফোরন চিহ্ন**। বিমান হইতে যেমনঃ শস্য কাটা জমি, কাঁচা রাস্তা, বালু, পাহাড়, রাস্তার ধার এই সমস্ত এলাকায় বিস্ফোরন বিঙ্গকে অনেক পরে দেখা যায় অথবা একেবারেই দেখা যায় না। অন্য নিয়মিত বিস্ফোরণ চিহ্ন নষ্ট করার জন্য গানের সামনে ময়লা জিনিস পত্র, চুনা, ছাই, গাছের ডাল পালা ব্যবহার করে যেতে পারে।

৯। **কাঁচা রাস্তা**। শুরু হইতে একটা কাঁচা রাস্তা পরিকল্পনা তৈয়ার করা এবং তাহা কার্যকরী করা অবশ্য কর্তব্য। রেকী দল নুতন কাঁচা রাস্তা বানাইবে না যাহাতে পরবর্তীতে অবস্থান পরিকল্পনা ব্যবহত হয়। যেইখানে সম্ভব পূর্বের কাঁচা রাস্তা ব্যবহার করা যাইবে। নুতন কাঁচা রাস্তা পুরাতনের সহিত যুক্ত করে অথবা লুকানোর জন্য বন, মাঠের প্রান্ত বা মিশ্রিত এলাকার সংযোগস্থান ব্যবহার করিতে হইবে যেমন- শস্য ভুমি ও চাষা জমি, ঘাস, গুল্ম এবং বালি। কাঁচা রাস্তা কখনও গান প্লাটফরম বা কোন চক্রের নিকট শেষ করা উচিৎ নয়। ইহা সাধারণতঃ অন্য কোন রাস্তা বা গ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার পর শেষ হওয়া উচিৎ।

১০। **গাড়ী**। ক। গানের চাইতে গাড়ী অতি সহজে বিমান হইতে দেখা যায়। সুতরাং গাড়ী এলাকায় আসার পর অতি সত্বর খালি করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। অবস্থানে বা প্রশাসনিক এলাকাতে রাখা গাড়ীকে সাবধানতার সহিত লুকাইতে হইবে।

প্রতিরক্ষা এবং নিয়ন্ত্রক

১১। **প্রতিরক্ষা এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নিম্নরুপ ঃ**

ক. গান, কমান্ড পোষ্ট এবং প্রশাসনিক এলাকা নির্ধারণ করার সময় জিপিও কে অবশ্যই ট্যাংক এবং পদাতিক বাহিনীর আক্রমন হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করিত হইবে।

খ. অবস্থানের যথেষ্ট গভীরতা থাকিতে হইবে।

গ. শত্রুর পাল্টা বোমা বর্ষণ ও বিমান হামলা হইতে বাঁচার জন্য কমান্ড পোষ্ট এবং প্রতিটি গানের মধ্যে কম পক্ষে ৫০ গজ / মিটার ব্যবধান হওয়া উচিৎ। কমান্ড পোষ্টের স্থান সব সময় ব্যাটারীর পিছনে এবং মাঝামাঝি হওয়া উচিত যাহাতে হট্টগোলের উপদ্রব কমানো যায় এবং যোগাযোগ সহজ হয়।

গানের পরিচর্যা

১২। গানের দক্ষ পরিচর্যার জন্য সকল আবহাওয়া উপযোগী প্লাটফরম দরকার। যদি গানের মরিচা খনন করা হয় তবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

পরিচ্ছেদ-১৩ ব্যাটারী অবস্থান প্রস্তুত করণ

১৩। গান পৌঁছানোর পূর্বে ব্যাটারীর অবস্থান প্রস্তুত করণ অনেকাংশে নির্ভর করে সময় এবং জনবলের উপরে। প্রস্তুতি কাজগুলি হইতে পারে ঃ

ক. ব্যাটারী বা উচ্চতর গ্রিড স্থাপন করা।

খ. ব্যাটারী কামান পোষ্ট স্থাপন করা।

গ. ডিসপেসমেন্ট গ্রীড বানানো।

ঘ. কাঁচা রাস্তা রেকী, চিহ্নিত এবং উন্নতি সাধন করা।

ঙ. গান প্লাটফরম চিহ্নিত করা।

চ. গান প্লাট ফরমে ছদ্মকরণ এবং খনন শুরু করা।

ছ. পরিখা খনন করা।

জ. প্রাথমিক প্রশাসনিক এলাকা নির্ধারণ করা।

মোতায়েন ড্রিল

২। ব্যাটারীর অবস্থান নির্দিষ্ট করিবার পর জি পিও গান দ্বারা লক্ষ্যবস্তুর মধ্য বিন্দু রেখা নিশ্চিত করেন। পরে তিনি খসড়া ভাবে ব্যাটারীর বিন্যাস ঠিক করেন (মোটামুটি গান প্লাটফরম এবং কমান্ড পোষ্টের অবস্থান) এবং অবস্থান গ্রহনের সাধারণ পরিকল্পনা করেন।

৩। ইহার পর জি পি ও বি এইচ এম কে লিখিত নির্দেশাবলী সহ গান দলের মিলনস্থল বা ছাড় কেন্দ্রে পাঠান। যাহাতে উল্লেখ থাকা উচিৎ ঃ -

ক. অবস্থানের গ্রীড -রফা-রন্স ।

খ. অবস্থান গ্রহনের পদ্ধতি।

গ. পথ (প্রয়োজন হইলে)।

ঘ. -সন্টার অব আর্ক বিয়ারিং।

৪। জিপিও, বি এস এম কে প্রাথমিক প্রশাসনিক এলাকা দেখান এবং কাঁচা রাস্তা পরিকল্পনার সুর্নিদিষ্ট আদেশ দেন।

৫। বি এস এম গান দলের মিলণস্থান বা ছাড়কেন্দ্রে যাওয়ার পূর্বে প্রাথমিক ও প্রশাসনিক এলাকায় যাওয়ার পথ এবং প্রয়োজনবোধে প্রশাসনিক এলাকা রেকী করে। সে মিলনস্থানে জি পি ওর লিখিত নির্দেশাবলী এ জি পিও কে হস্তান্তর করে।

৬। জি পি ও তাহার জিপিও-এ ১ কে ডাইরেক্টর / এইমিং সার্কেলের জায়গা দেখান এবং সেন্টার অব আর্ক বিয়ারিং বলেন। তিনি জি পি ও এ-২ এবং জিপি ও এ-৩ কে ব্যাটারী কমান্ড পোষ্টের জায়গা দেখান।

৭। ইহার পর জি পি ও বিস্তারিত ভাবে ব্যাটারীর এলাকা রেকী করেন এবং লুকানো সহজ প্রবেশ পথ এবং সহজ নিয়ন্ত্রনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেকটি গান প্লাটফরম ঠিক করেন। প্লাটফরম নির্দিষ্ট করার সময় কিছু টেকনিক্যাল বিষয়ের উপর খেয়াল রাখতে হইবে। তাহা গোলান্দাজ প্রশিক্ষণ ৩/৩ যে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরে তিনি ব্যাটারীর মধ্যবিন্দু ঠিক করেন এবং তাহার গ্রীড সূত্র বাহির করেন। তিনি এই গ্রীড সূত্র এ-২ এবং এ-৩ কে আর্টিলারী বোর্ড/ফায়ারিং চার্টে প্লট করার জন্য দেন। জি পি ও দেখেন যে ডাইরেক্টর /এইমিং সার্কেল সঠিক ভাবে মধ্য বিন্দু রেখায় লাগানো হইয়াছে, এবং পরে সময় থাকিলে তিনি কামান দলকে অর্ভ্যথনা করিবার জন্য অন্যান্য প্রস্তুতি নেন যাহাতে থাকে অগ্রাভিযান বা পশ্চাদোপসরনের জন্য সমাগম এলাকা নির্বাচন (সাধারণত ঃ একটি জায়গা উভয় কাজের জন্য যথেষ্ট।)

৮। এ জি পি ও কামানদলকে ছাড় কেন্দ্র বা মিলনস্থানে নিয়া আসেন। আগমনের পর যদি বি এইচ এম না পৌঁছায় তিনি কামান এবং গাড়ী ছত্রভংগ এবং লুকানোর বন্দোবস্ত করেন। যদি সময় থাকে এবং তিনি মনে করেন যে কামান অবস্থান নিকটে তখন তিনি এ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত আদেশ দেন। তারপর সমস্ত নাম্বার-১ দিগকে বহরের সামনে ডাকেন এবং বি এস এম এর জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন।

৯। বি এইচ এম এর নিকট হইতে জি পি ও র লিখিত আদেশ পাওয়ার সংগে সংগে এজিপিও ব্যাটারী অবস্থানের দিকে রওনা হন। ব্যাটারীর অবস্থানে পৌঁছানোর পর তিনি জি পি ও র নিকট রিপোর্ট করেন এবং কাঁচা রাস্তা পরিকল্পনা বা অবস্থান গ্রহন পরিচালনার অধিক তথ্য থাকিলে সংগ্রহ করেন। যদি গান দল পৌঁছানোর পূর্বে সময় থাকে তাহা হইলে তিনি ব্যাটারীর কেন্দ্র বিন্দুর গ্রীড সূত্র চেক করিবেন, ব্যাটারীর কমান্ড পোষ্টের বিন্যাস দেখিবেন এবং আর্টিলারী বোর্ড / ফায়ারিং চার্টের প্লটিং চেক করিবেন। টিএ সার্জেন্ট ডিস-প্লেস-মন্ট গ্রীড তৈয়ার করিবেন এবং এজিপিও তাহা চেক করিবেন। যদি এই সমস্ত চেক করার পূর্বে গান আসে তাহা হইলে গান এ্যাকশনে আসার পরপরই এই সমস্ত চেক করিতে হইবে।

১০। বি এস এম গান দলের মিলনস্থানে সমস্ত নাম্বার-১ দিগকে অবস্থান গ্রহন পদ্ধতি বুঝান এবং তারপর গান দলকে অবস্থানে নিয়া আসেন।

১১। গান গুলি অবস্থানে আসার পর এজিপিও এবং বি এস এম এর সহযোগিতায় সমস্ত গানকে এ্যাকশনে নিয়া আসেন। গান এ্যাকশনে আসার সংগে সংগে জিপিও সমস্ত গা-ন নির্দেশ প্রদান করেন।

১২। যেই সমস্ত গাড়ী ব্যাটারী এলাকায় দরকার হইবে না সেই সমস্ত গাড়ী বি এস এম প্রাথমিক প্রশাসনিক এলাকায় লইয়া যাইবে এবং পরে কামান অবস্থানে ফিরিয়া আসিবে।

১৩। প্রাথমিক ফায়ারের জন্য জি পি ও সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। তিনি এজিপিওকে ব্যাটারীর স্থানীয় প্রতিরক্ষার আদেশ দেন। তারপর তিনি সমস্ত নাম্বার-১ দিগকে ডাকেন এবং ট্যাংক বিধ্বংসী এলাকা সমাগম এলাকা, বিশ্রামের এলাকা, স্থানীয় প্রতিরক্ষা এবং কার্য বিষ-য় নির্দেশ দেন।

১৪। উপ অধিনায়কের নির্দেশ মোতাবেক বিকল্প অবস্থানের রেকী এবং প্রস্তুত করা জিপিওর দায়িত্ব। তিনি এই দায়িত্ব এজিপিওকে দিতে পারেন।

১৫। প্রশাসনিক এলাকা রেকী এবং প্রস্তুত করার দায়িত্ব ব্যাটারী সুবেদারের। ব্যাটারী প্রশাসনিক এলাকা স্থাপন করিতে হইলে ব্যাটারী সুবেদার জি পিও দলের সংগে যাইবেন। এবং উপ অধিনায়কের নিকট হইতে এই ব্যাপারে আদেশ নিবেন। তিনি এই কাজের জন্য ব্যাটারীর গাড়ী ব্যবহার করিবেন।

১৬। প্রাথমিক প্রশাসনিক এলাকা হইতে সমস্ত গাড়ী রেজিমেন্ট বা ব্যাটারীর প্রশাসনিক এলাকায় লাইয়া যাওয়ার দায়িত্ব ব্যাটারী সিঃ ওয়াঃ অফিসা-রর।

১৭। প্রশাসনিক এলাকা স্থাপন করিবার পর ব্যাপারী সুবেদার জি পিও'র নিকট উপস্থিত হইবেন। এবং জি পিওকে বিভিন্ন রকম প্রশাসনিক কার্যে সহযোগিতা করিবেন।

পরিচ্ছেদ-১৪ ব্যাটারী এলাকা অবস্থান গ্রহন

স্বতন্ত্র পদ্ধতি

১। নাম্বার-১, দ্বারা উপ সেকশন হিসাবে ব্যাটারীকে এ্যাকশনে আনা যায়। এই পদ্ধতি সাধারণত ঃ ভাল এলাকায় ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং রদবদল করিয়া রাত্রেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২। ইহার প্রধান সুবিধা হইল কামান প্ল্যাটফরম এবং পথ ভালভাবে রেকী করা যায় এবং ইহা দ্বারা প্রাকৃতিক আড় ব্যবহার করা ও কামান প্ল্যাটফরমের অনিয়মিত দুরত্ব বজায় রাখা যায়। ইহা অন্যান্য পদ্ধতি হইতে কিছুটা ধীরতর। এই পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

ক। জি পিও গান প্ল্যাটফরম চিহ্নিত করেন এবং একটা প্রাথমিক স্থান নির্ধারণ করেন যাহা কোন আড়ের নীচে এবং গান পজিশনের নিকটে হয়।

খ। প্রাথমিক স্থানে আসার পর নাম্বার-১, জিপিও অথবা তাহার প্রতিনিধির নিকট রিপোর্ট করে। তাহাদিগকে গান প্ল্যাটফরম এবং সেইখানে যাওয়ার রাস্তা দেখান হয়।

গ। নাম্বার-১ তখন গানকে এ্যাকশনে আনেন।

পার্শ্ব পদ্ধতি

৩। ব্যাটারী এক সারিতে যে কোন পাশ হইতে অবস্থান গ্রহন করে।

৪। ইহার সুবিধা হইল নাম্বার-১ দ্বারা পূর্ণ রেকী ছাড়াই কামানকে প্ল্যাট ফরমে লইয়া যাওয়া যায়। কামান প্ল্যাটফরম যখন অনেক বিস্তৃত হয় তখন এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। এই পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

ক। জি পিও প্রত্যেক কামান প্ল্যাটফরম চিহ্নিত করেন এবং নাম্বার-১ দিগকে দিক এবং কামানের সাধারণ লাইন দেখান।

খ। বি এস এম এক সারিতে ব্যাটারী গানগুলিকে অবস্থানে লইয়া যায়। যখন গান নিজস্ব চিহ্নিত জায়গায় আসে তখন নিজেই থামিয়া যায় এবং এ্যাকশনে আসে।

পরিচ্ছেদ-১৫ রেজিমেন্ট সদর

৫। ব্যাটারীর অবস্থান গুলিই রেজিমেন্ট সদরের অবস্থান কোথায় হইবে তাহা নির্দেশ করে। সেই সমস্ত বিষয়গুলি খেয়াল রাখিতে হয় যাহা ব্যাটারী কমান্ড পোষ্টের মত হবে। এই খানে অনেক বেশী ট্রাফিক আশা করা যায় বিধায় প্রধান অক্ষ হইতে প্রবেশ এবং লুকানো সমন্ধে অতি সাবধান দিতে হইবে।

২। উপ অধিনায়ক রেজিমেন্ট সদরের এলাকা নির্ধারন করার পর সাধারণতঃ বিস্তারিত বিন্যাস সিগন্যাল অফিসার বা রেজিমেন্ট সদর সিঃওঃঅফিসা-রর উপর ন্যস্ত করেন।

৩। পরবর্তীতে রেজিমেন্ট সদরের অবস্থান গ্রহন আরো সহজ করা যাইতে পারে যদি সাধারন লুপ ট্রাফিক সার্কিট ব্যবহার করা যায়। সদরে নিম্নে বর্ণিতদের জন্য স্থান সংকুলান হইতে হইবে ঃ-

ক। রেজিমেন্ট কমান্ড পোষ্ট।

খ। "এ" অফিস করনিকবৃন্দ।

গ। কমান্ডিং অফিসার / উপ অধিনায়কের অফিস।

ঘ। এক্সচেঞ্জ।

ঙ। সার্ভে সেশন।

৬। আগতদের গাড়ী পার্ক।

৭। প্রশাসন এলাকা।

৪। উপ অধিনায়কের আদেশ মোতাবেক রেজিমেন্ট সদর সুবেদার স্থানীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

৫। যদি কোন কারন বশতঃ রেজিমেন্ট কমান্ড পোষ্ট অকেজো হইয়া যায় তখন কোন একটি ব্যাটারীর কমান্ড পোষ্ট হইতে রেজিমেন্ট নিয়ন্ত্রন করা হইবে।

পরিচ্ছেদ- ১৬ প্রশাসনিক এলাকা

প্রশাসনিক এলাকার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য

১। **প্রবেশ পথ।** যথেষ্ট পরিমান নিয়মিত ট্রাফিক এবং ভারী যান প্রশাসনিক এলাকায় আশা যাওয়া করিবে। সুতরাং ইহা পাকা রাস্তার কাছে এবং সহজে প্রবেশ করা যায় সেই রকম হইবে। গাড়ী দাঁড়ানোর জায়গা উপযোগী হইতে হইবে।

২। **লুকানো।** ভূমি এবং আকাশ হইতে লুকানো সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। যেইখানে আড় পাওয়া দুস্কর সেইখানে ছড়াইয়া রাখিতে হইবে। ট্রাফিকের পরিমান বেশী হওয়ায় কাঁচা রাস্তায় শৃঙ্খলা অত্যাধিক গুরুত্ব পাইবে।

৩। **রক্ষন**। বিমান আক্রমন হইতে লোক এবং গাড়ী রক্ষা করিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে। ভাল জায়গা নির্ধারণ শত্রুর গোলাবর্ষনের বিপদ কমাইবে। যদিও শত্রুর পদাতিক দ্বারা আক্রমন সুদুর পরাহত তবুও স্থান প্রতিরক্ষার প্রতি যথেষ্ট জোর দিতে হইবে কারন শত্রুর ছত্রী সেনা যে কোন সময় আক্রমন করিতে পারে। প্রতিরক্ষার স্থান নির্বাচন এবং নির্মাণ পরিচ্ছেদ ৩১ শে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪। **স্থান**। জায়গায় অবস্থিত দালানে বেশীর ভাগ সৈনিক এবং সেন্টারের জায়গা করা উচিৎ কারন বিস্তারিত ভাবে খনন কার্য করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমান লোকজন থাকিবে না।

স্থান নির্বাচন

৫। প্রশাসনিক এলাকা হয়তো গান এলাকার ভিতরে কোথাও ঠিক করিতে হইবে অথবা পিছনে কোন রক্ষিত এলাকার ভিতরে নির্বাচন করিতে হইবে। যদি গান এলাকায় বা নিকটে ভাল আড় না থাকে তাহা হইলে গাড়ী লুকানো বড় সমস্যা হয়, যদি স্থান পরিবর্তন আসা হয় তাহা হইলে এই অসুবিধা গ্রহনযোগ্য।

৬। যদি প্রশাসনিক এলাকা গান এলাকার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয় তাহা হইলে স্থানীয় প্রতিরক্ষা সমন্বয় করিতে হইবে।

রেকী করিবার দায়িত্ব

৭। প্রশাসনিক এলাকা গোটা রেজিমেন্টের জন্য বা ব্যাটারীর জন্য- আলাদা হইতে পারে। রেজিমেন্ট এর সংগে হইলে ভাল হয়। যদি রেজিমেন্ট প্রশাসনিক এলাকা গান এলাকা হইতে একটু দুরে হয় তাহা হইলে জিপিও ব্যাটারীর নিকটবর্তী একটা প্রাথমিক প্রশাসনিক এলাকা রেকী করিবার জন্য আদেশ দিবেন যেইখানে ব্যাটারী সিঃওঃ অফিসা-রর অধীনে রেজিমেন্ট প্রশাসনিক এলাকায় যাওয়ার পূর্বে সমস্ত গাড়ী শ্রেণী বদ্ধ হইবে। রেজিমেন্ট প্রশাসনিক এলাকা রেকী এবং বন্টন করার দায়িত্ব উপ-অধিনায়কের। পরবর্তীতে ব্যাটারী নিজস্ব এলাকা বিস্তারিত রেকী তত্ত্বাবধান ও প্রশাসন করিবার দায়িত্ব ব্যাটারী সিঃওঃঅফিসা-রর। রেজিমেন্ট প্রশাসনিক এলাকা সাধারণতঃ মাষ্টার ওয়াঃ অফিসা-রর অধীনে থাকিবে তবে উপ অধিনায়ক তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

পরিচ্ছেদ- ১৭ ব্যাটারী এলাকা হইতে প্রস্থান

১। অগ্রাভিযান বা পশ্চাদপসরণের জন্য বা বিকল্প অবস্থানে যাওয়ার জন্য আদেশ উপ অধিনায়ক, এ্যাডজুটেন্ট অথবা ব্যাটারী কমান্ডারের নিকট হইতে থাকিবে। এই আদেশ রেকীদল উলেখ করিলে তাহার যথাসময়ে মিলনস্থানে যাইবে।

২। অগ্রাভিযান বা পশ্চাদপসরণের জন্য প্রস্তুত হও এই আদেশ পাওয়ার পর জি পি ও তাহার রেকীর কারনে অনুপস্থিতিতে এ জি পিও সেকশন কমান্ডার নাম্বার ১ এবং সিগন্যাল এনসিওকে আদেশ দিবে। প্রয়োজনবোধে সমাগম স্থান এবং অবস্থান হইতে বাহির হওয়ার নিয়মাবলীও বলিয়া দিবেন। তিনি ব্যাটারী সিঃওয়াঃ অফিসার-কও ইহা জানাইবেন।

৩। যদি প্রশাসনিক এলাকা ফায়ার এলাকার কাছাকাছি হয় তাহা হইলে গাড়ীগুলির প্রাথমিক অবস্থান প্রশাসনিক এলাকায় নিয়া আসিতে হইবে। যেই সমস্ত ষ্টোর আর দরকার হইবে না সেইগুলি গাড়ীতে উঠাইতে হইবে। তার গুটাইতে হইবে এবং ছদ্মাবেশ সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

৪। যখন মাত্রার সময় কাছাকাছি হয় তখন সেই অফিসার যাত্রাদেশ দিবেন তিনি সর্বপ্রথম “এমটি গান” আদেশ দিবেন এবং কামান খালি হওয়ার পর “সিজ ফায়ারিং” আদেশ দিবেন। এর পর গাড়ী আনা হয়, গানকে হুক করা হয়, আগমন স্থানে লইয়া যাওয়া হয় এবং ব্যাটারী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়।

পরিচ্ছেদ-১৮ গান অবস্থানের প্রকার

প্রথম অবস্থান (মেইন পজিশন)

১। যে পজিশন হইতে প্রধান ফায়ার পরিকল্পনা বা যুদ্ধের প্রধান ফায়ার কার্যসম্পাদন করা হয় তাহাকে প্রধান অবস্থান বলা হয়। ইহার প্রস্তুতি, বিশেষ করিয়া করা রক্ষা এবং লুকানো অন্যান্য অবস্থানের উপর প্রাধান্য পাইবে।

২। যাহাতে শত্রূ আড়াল পূর্বক এই অবস্থান সম-ন্ধ যা না জা-ন এবং কার্যসম্পাদন এর সময় বৈরী হস্তক্ষেপ এড়ানোর জন্য শেষ মুহুর্তের আগে ইহাতে অবস্থান গ্রহণ করা বা ইহা হইতে ফায়ার করা অনুচিত।

বিকল্প অবস্থান

৩। যখন রেজিমেন্ট নুতন কামান এলাকা দখল করে তখন দখলকৃত এলাকা ছাড়াও কতগুলি এলাকা রেকী এবং প্রস্তুত করা হয়। এই বিকল্প অবস্থান যাহাতে ব্যাটারী যদি শত্রূর হস্তক্ষেপ বা অন্য কোন কারনে বর্তমান অবস্থান হইত কার্য সম্পাদন করিতে না পা-র তাহা হইলে অতি তাড়াতাড়ি স্থান পরিবর্তন করিয়া এ্যাকশনে আসিতে পারে।

৪। রেজিমেন্ট সদরের অনুমতি ব্যতীত বিকল্প অবস্থানে যাওয়া যাইবে না। রেজিমেন্ট সদরকেও উচ্চ সদরের অনুমতি নি-ত হইবে। নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি খেয়াল রাখিতে হইবে।

ক। যদি সমর্থিত ইউনিটের ফায়ারের প্রয়োজনের সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে অবস্থান ত্যাগ করা যাই-ব না।

খ। যখন শত্রূর সেলিং বা বোম্বিং চলিতে থাকে তখন অবস্থান ত্যাগ করা হইবে না।

অস্থায়ী অবস্থান

৬। প্রধান অবস্থান সম্বন্ধে শত্রূ যাহাতে জানিতে না পারে সেইজন্য প্রধান অবস্থানে যাওয়ার পূর্বে গান অস্থায়ী অবস্থান হইতে ফায়ার করে। কোন অপারেশনের প্রাথমিক অবস্থায় অস্থায়ী অবস্থান হইতে ফায়ার করিতে হইতে পারে যদি প্রধান অবস্থান হইতে দ্রুত ফায়ার করা না যায়। এই অবস্থান হইতে রেজিষ্ট্রেশন বা গভীর হয়রানী ফায়ার পরিচালনা করা যাই-ত পা-র। শত্রূর লোকেটিং পদ্ধতিকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যও এই অবস্থান ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রতির—প অবস্থান

৭। স্থায়ী অবস্থায় শত্র কে ধোকা দেওয়ার জন্য প্রতির প অবস্থান সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু চলমান যুদ্ধে ইহা তৈয়ার এবং রক্ষনাবেক্ষন কষ্ট যোগ্য হইবে না।

৮। প্রতির প অবস্থান এমন জায়গায় হইবে যাহাতে ঐ জায়গায় শত্র র পাল্টা বোমাবর্ষনে নিজস্ব বাহিনীর কোন ক্ষতি না হয়। এই কারনে প্রতির প অবস্থানের বিন্যাস ডিভ আর্টিলারী হইতে নিয়ন্ত্রন করা হয়।

৯। যে সমস্ত এলাকায় দ্রু ত অবস্থান নেওয়া হইয়াছিল এবং পরে ত্যাগ করা হইয়াছে সেই সমস্ত এলাকা প্রতির প অবস্থান হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

১০। নিম্নে বর্ণিত উপায়ে প্রতির প অবস্থানকে সক্রিয় রাখা প্রয়োজন।

ক. কাঁচা রাস্তা তৈয়ার করিয়া।

খ. যত্রতত্র আবর্জনা ফেলিয়া রাখিয়া।

গ. সময় সময় একটা গান আসিয়া এবং এই খান হইতে কয়েকটি গোলাবর্ষন করিয়া।

পরিচেছদ-১৯ পুনঃ মোতায়েন

সাধারণ

১। কোন রেজিমেন্ট যখন এ্যাকশনে থাকে তখন তাহাকে পুনঃ মোতায়েন করার আদেশ দিলে তাহা নিম্ন পদ্ধতিতে করিতে পারে ঃ

ক) অগ্রাভিযান পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যখন পর্যবেক্ষকদের পুনঃ মোতায়েন দরকার হয় না, যদি হয় তাহা শুধু পরবর্তীতে কৌশলগত পরিস্থিতি মোকাবেলা করিবার জন্য হয়। এই ভাবে গানের এবং পর্যবেক্ষদের পুনঃ মোতায়েন আলাদা ভাবে প্রাথমিক মোতায়েনের সময়কার মত করা হয়।

খ) পশ্চাদপসরন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হইবে যখন সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন এবং একই সময় বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে হয়। ইহাতে গান ও পর্যবেক্ষকদের পূনঃ মোতায়েন দরকার হয়।

২। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া অগ্রাভিযান পদ্ধতি বা পশ্চাৎপসরন পদ্ধতি নির্ধারন করা হয় না। রেজিমেন্ট কি সামনের দিকে যাইতেছে না পিছনের দিকে যাইতেছে। অন্য দিকে, সামনে বা পাশে যাওয়ার জন্য অনেক সময় পশ্চাৎপসরন পদ্ধতি সুবিধাজনক হইতে পারে।

৩। কোন সময়ে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে তাহা পুনঃ মোতায়েন করার আদেশ যিনি দিবেন তিনি হুশিয়ারী আদেশ বলিয়া দিবেন, "অগ্রাতিযান / পশ্চাৎপসরনের জন্য প্রস্তুত হও"। পরে তিনি রেজিমে-ন্টর উদ্দেশ্যে বলিবেন "রেজিমেন্ট অগ্রাভিযান বা পশ্চাৎপসারন করিবে................."।

<u>অগ্রাভিযান</u>

৪। পরিচ্ছেদ ১৩ তে সেই মোতায়েন ড্রিল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহার এবং পুনঃ মোতায়েনের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে এই পদ্ধতিতে পুনঃ মোতায়েন হওয়ার আগে পুরাতন অবস্থানে কামান আউট অব এ্যাকশন হয়। ইহা নীচের অনুচ্ছেদগুলিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্যথায় পুনঃ মোতায়েন ড্রিল মোটামুটি একই রকম যাহা পরিচ্ছেদ-১৩ তে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৫। <u>এ্যাডজুটেন্ট</u>। হুশিয়ারী আদেশ পাওয়ার সংগে সংগে এ্যাডজুটেন্ট উহা ব্যাটারীতে এবং অন্যান্য সকলকে জানাইয়া দেন। তিনি রেজিমেন্ট সদরের প্রয়োজনে জিনিসপত্র গোছানোর আদেশ দেন।

৬। উপ অধিনায়কের নিকট হইতে অগ্রাভিযানের আদেশ পাওয়ার পর তিনি ব্যাটারীর জিপিও এবং রেজিমেন্ট সদর সুবেদারকে জানান। যতক্ষন পর্যন্ত না গান যাত্রার বন্দোবস্ত হইয়া যায় এবং রেজিমেন্ট কমান্ড পোষ্ট বন্ধ হয় তত পর্যন্ত তিনি গান এলাকায় থাকেন। যত সময় পর্যন্ত দুই ব্যাটারী এ্যাকশনে থাকে ততক্ষন পর্যন্ত রেজিমেন্ট কমান্ড পোষ্ট বন্ধ হইবে না। যদি এক ব্যাটারী প্রথমে চলিয়া যায় তাহা হইলে রেজিমেন্ট সদরের বেশীর ভাগ মালামাল উহার সংগে চলিয়া যাইতে পারে। রেজিমেন্ট সদরের যাত্রার আদেশ এ্যাডজুটেন্ট দিবেন।

৭। এ্যাজুটেন্ট তাহার দল এবং রেজিমেন্ট কমান্ডপোষ্ট সহ দ্বিতীয় ব্যাটারীর সহিত চলিয়া যাইবেন এবং পুরাতন পজিশনে কাজ বন্ধ করিয়া দিবেন।

৮। <u>সিগন্যাল অফিসার</u>। হুশিয়ারী আদেশ পাওয়ার সংগে সংগে সিগন্যাল অফিসার এ্যাডজুটেন্টের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া অপ্রয়োজনীয় লাইন বন্ধ করিতে থাকিবেন। অন্যান্য লাইনও যখন যার দরকার হইবে না তখন বন্ধ করার জন্য তিনি আদেশ দিবেন।

৯। সিগন্যাল অফিসার নিশ্চিত করিবেন যে উপ অধিনায়কের দল নির্দিষ্ট সময়ে তাহার দেওয়া নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে।

১০। "অগ্রাভিযানের জন্য প্রস্তুত" হুশিয়ারী আদেশ জি পি ও রেজিমেন্ট সদর হইতে পায় (অথবা ব্যাটারী যদি স্বতন্ত্র ভাবে থাকে তাহা হইলে ব্যাটারী কমান্ডারের নিকট হইতে) এবং ইহা গান ও প্রশাসনিক এলাকায় জানা-ল তারা আদেশ নিম্নোক্ত ভাবে পালন করে ঃ

ক. জিপিও এর রেকী দল ও গাড়ী ব্যাটারী কমান্ডপোষ্টে চলিয়া আসিবে।

খ. বি এস এম নিশ্চিত করিবে যে রেকি দল সম্পূর্ণ এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

গ. যদি ".............ঘটিকার পূর্বে যাত্রা করা যাইবে না" আদেশ না থাকে ব্যাটারী সুবেদার সমস্ত গাড়ী প্রাথমিক প্রশাসনিক এলাকায় লইয়া আসিবেন এবং জি পিওর নিকট উপস্থিত হইবেন।

১১। অগ্রাভিযান এবং রেকী দল যাত্রার আদেশ রেজিমেন্ট সদর বা ব্যাটারী কমান্ডারের নিকট হইতে আসিবে এবং জি পি ও তাহা এ জি পি ও এবং ব্যাটারী সুবেদারকে জানাইবেন। তাহার পর জি পি ও দল সহ নির্দিষ্ট মিলনস্থানে চলিয়া যাইবেন।

১২। গাড়ী বহর প্রশাসনিক এলাকা হইতে যাত্রা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আদেশ, সমবেত হওয়ার স্থান এবং নিঃসরন পদ্ধতি সম্বন্ধীয় আদেশ এ.জি.পি.ও দিবেন। নির্দিষ্ট সময়ে এ জি পি ও কমান্ড পোষ্ট বন্ধ করার এবং গান অবস্থানে গাড়ী আসার আদেশ দেন। গাড়ী আসার পর তিনি গানকে "ফায়ার বিরতী" (সিজ ফায়ার) আদেশ দেন। ইহার পর তিনি আদেশ লাইনে ব্যাটারী দলকে সমাগম স্থানে একত্রিত করেন এবং রেজিমেন্ট গান দল সমাগম স্থানে লইয়া যান অথবা গান দল মিলনস্থান বা ছাড় কেন্দ্রে রেজিমেন্ট সদর বা ব্যাটারী কমান্ডার প্রদত্ত সময়ে লইয়া যান।

<u>পশ্চদপসরণ পদ্ধতি</u>

১৩। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়া অগ্রাভিযান পদ্ধতি এবং পশ্চাৎপসরন পদ্ধতি মোটামুটি একই রকমঃ

ক. জি পি ও গা-নর সংগে থাকেন এবং এ জি পি ও নুতন জায়গা রেকী করিতে যান।

খ. যেই সমস্ত লোক, গাড়ী এবং জিনিসপত্র আর দরকার হইবে না তাহা রেকী দলের সংগে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

গ. ব্যতিক্রম ১৪ স্তবকে বর্ণনা করা হইল।

১৪। যেহেতু কমান্ডিং অফিসার এবং ব্যাটারী কমান্ডার পদাতিক সদর ত্যাগ করিয়া নতুন পর্যবেক্ষন চৌকির স্থান নির্বাচন এবং নিয়ন্ত্রন করিতে পারিবেন না, পদাতিক বাহিনীর রেকী দলের সংগে তাহা দিগকে প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে। যদি সম্ভব হয় তবে কোন ব্যাটারী কমান্ডার বা উপ অধিনায়ক কমান্ডিং অফিসারের প্রতিনিধি হিসাবে যাইবেন। একজন পর্যবেক্ষক প্রত্যেক ব্যাটারী কমান্ডারের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন এবং পর্যবেক্ষণ চৌকি রেকী এবং নির্ধারন করিতে পারেন। যদি উপ অধিনায়ক কমান্ডিং অফিসারদের প্রতিনিধিত্ব করেন তাহা হইলে তাহার স্থলে কাজ করিবার জন্য একজন অফিসার দরকার হইবে।

১৫। কমান্ডিং অফিসারের প্রতিনিধি পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডারের প্রতিনিধির সহিত যাইবেন এবং নুতন জায়গায় পর্যবেক্ষন চৌকি রেকী এবং মোতায়েন করার আদেশ দিবেন। ব্যাটারী কমান্ডারদের প্রতিনিধিগণ পর্যবেক্ষন চৌকি রেকী ও প্রস্তুত করিবেন এবং পর্যবেক্ষক দলকে তাহাদের জায়গায় যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

পরিচ্ছেদ-২০ একটি সম্মুখ রক্ষী দলকে সমর্থন

সাধারণ

১। সম্মুখ রক্ষীদলকে সমর্থন করার জন্য এক ধরনের বিশেষ মোতায়েন ড্রিল অনুসরণ করিতে হয়। প্রাথমিক মোতায়েন চলিত অবস্থা হইতে হইবে। এই মোতায়েন ও পরবর্তী পুনঃ মোতায়েন দ্বারা সর্ব সময় সমর্থন দানের জন্য রেজিমেন্ট একটি বিশেষ কৌশলগত অর্ডার অব মার্চে চলিবে।

২। কৌশলগত অর্ডার অব মার্চ। সম্মুখ রক্ষীদলকে কার্যকরী সমর্থন দান বহুলাংশে নির্ভর করে একটি ব্রিগেড বহরে গোলান্দাজকে সঠিক ভাবে দল বিন্যাসের উপর। একটি অগ্রগামী ব্রিগেডকে সমর্থন করার জন্য দুই রকমের রণকৌশলগত অর্ডার অব মার্চ ক্রোড়পত্র চ ও ছ তে দেখানো হইয়াছে। একটি দেখানো হইয়াছে যখন ব্রিগেড গাড়ীতে থাকে (ইহা স্বচালিত রেজিমেন্ট এর জন্যও ব্যবহার করা হইবে) এবং অন্যটি যখন ব্রিগেড পদদলে চলে।

গান মোতায়েন

৩। মোকাবেলা হওয়ার সংগে সংগে অগ্ররক্ষীর পর্যবেক্ষক যেই ব্যাটারী সম্মুখ দলকে সমর্থন করিতেছে তাহাকে এ্যাকশনে আসার জন্য আদেশ দেন (এই ক্ষেত্রে পাপা ব্যাটারী)। জি পি ও নিকটবর্তী কোন জায়গায় দ্রু ত এ্যাকশন করিবেন।

৪। উপ অধিনায়ক পাপা ব্যাটারী মোতায়েন এলাকা ভাল করিয়া রেকী করিবেন যাহাতে প্রয়োজন পুরা রেজিমেন্ট সেইখানে মোতায়েন করা যায়। যদি ইহার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কমান্ডিং অফিসার উপ অধিনায়ককে জানাইবেন। তিনি তখন অন্যান্য সংশিষ্ট সকলকে মিলনস্থান ও সময় দেন এবং অন্যান্য ড্রিল মোতায়েন পরিচ্ছেদ-৯ অনুযায়ী করা হয়।

৫। যদি অগ্রতিযান অব্যাহত থাকে এবং রেজিমেন্ট মোতায়েন করা দরকার না হয় তাহা হইলে উপ অধিনায়ক তাহার নিজস্ব জায়গায় চলিতে থাকিবেন। তিনি চলার সময় ভাল গান এলাকা খুঁজিতে থাকেন এবং যখন দেখেন যে অগ্ররক্ষীদল পাপা ব্যাটারীর রেঞ্জের শেষ সীমানায় চলিয়া যাইতেছে তখন তিনি কিউবেক ব্যাটারী জিপিওকে, যিনি তাহার সাথে থাকিবেন (ক্রোড়পত্র চ) একটি কামান এলাকা দেখাইবেন এবং তাহার ব্যাটারী মোতায়েনেরে আদেশ দিবেন।

৬। দ্বিতীয় ব্যাটারীকে এ্যাকশনে নেওয়ার জন্য সময়ের প্রতি বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে যাহাতে সম্মুখ রক্ষীদল দ্বিতীয় ব্যাটারী না আসা পর্যন্ত অগ্রবর্তী প্রথম ব্যাটারীর রেঞ্জের ভিতরে থাকে। ইহা নিশ্চিত করার সময় ম্যাপের সাহায্যে অগ্রিম এবং সতর্ক পরিকল্পনা করিতে হইবে। অস্থায়ী গান এলাকা ঠিক করিয়া সাংকেতিক নাম দিতে হইবে।

৭। জি পি ও কিউবেক ব্যাটারী কামান এলাকা পাওয়ার পর তাহার কামান দলের জন্য একটা মিলনস্থান দিবেন। তিনি তাহার ব্যাটারী পরিচ্ছেদ ১৩ মোতাবেক মোতায়েন করিবেন।

৮। কিউবেক ব্যাটারী রেকী রিপোর্ট দেওয়ার পর উপ অধিনিয়াক পাপা ব্যাটারীকে ফায়ার বিরতি আদেশ দিবেন। পাপা ব্যাটারী আউট অব এ্যাকশন হওয়ার পর বহরে নিজস্ব জায়গায় চলিয়া আসিবে।

৯। অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকা অবস্থায় উপ অধিনায়ক রোমিও ব্যাটারী জিপিওকে একটা সুবিধা মত এলাকায় ব্যাটারী মোতায়েন করিতে আদেশ দেন। উপরে স্তবক ৫ ও ৬ যে বর্ণিত বিষয়গুলি ও এই মোতায়েনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রোমিও ব্যাটারীর জি পি ও স্তবক সাথে বর্ণিত উপায়ে অগ্রসর হইবেন। রোমিও ব্যাটারী রেডী রিপোর্ট দেওয়ার পর উপ অধিনায়ক কিউবেক ব্যাটারীকে আউট অব এ্যাকশনের আদেশ দিবেন। এই রকম লিফ ফ্রগিং চলিতে থাকিবে যত সময় পর্যন্ত পুরা রেজিন্টে একসংগে মোতায়েন করা দরকার না হয়।

১০। যখন রেজিমেন্ট একসংগে মোতায়েন করা দরকার হয় তখন কমান্ডিং অফিসার উপ-অধিনায়নক প্রয়োজনীয় আদেশ দিবেন। উপ অধিনায়ক বিভিন্ন দলকে মিলনস্থান দিয়া নিজ দল সহ নিকটবর্তী সম্ভাব্য ফায়ার এলাকায় যান। ইহার পর পরিচ্ছেদ ৯ এবং ১৩ অনুযায়ী মোতায়েন করা হয়।

১১। যদি অগ্রাভিযান একের অধিক অ-ক্ষ হয়, মোতায়েন আন্তঃমুখী হইতে হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রন সম্ভব হয়। যখন রেজিমেন্ট ডিভিশনাল আর্টিলারীর অংশ হিসাবে কাজ করে (যাহা প্রায়ই হইবে), ব্যাটারী এবং রেজিমেন্ট ডিভিশন আর্টিলারির গান এলাকার কাছে মোতায়েন হইবে যাহা মানচিত্র দেখিয়া নির্ধারণ করা হয়।

পর্যবেক্ষক

১২। যেই ব্যাটরীরই সমর্থনে থাকুক না কেন, সম্মুখ রক্ষীর সংগে সেই ব্যাটারী কমান্ডার ও পর্যবেক্ষক থাকেন, তাহারা অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখিবেন। যদি অন্য ব্যাটালিয়ন সম্মুখ রক্ষী হিসাবে অগ্রাভিযান করে তাহা হইলে শুধুমাত্র তাহারা বদলী হইবে।

১৩। শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্ররক্ষী দলের পর্যবেক্ষক নিকটবর্তী কোন পর্যবেক্ষন সম্ভব জায়গায় তাহার পর্যবেক্ষণ চৌকি স্থাপন করিবেন। তিনি তাহার অবস্থান ব্যাটারী কমান্ডার এবং কমান্ড পোষ্টকে জানাইবেন।

১৪। অগ্রাভিযান আবার শুরু হওয়ার পর ব্যাটারী কমান্ডার সমস্ত সম্মুখ পর্যবেক্ষককে অগ্রবর্তী দলে পুনঃ যোগ দিতে বলিবেন অথবা দ্বিতীয় পর্যবেক্ষককে দায়িত্ব নিতে পাঠাইবেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রথম পর্যবেক্ষক ব্যাটারী কমান্ডার পর্যবেক্ষণ চৌকি অতিক্রম করার সময় তাহার সঙ্গে যোগ দিবেন।

১৫। যদি রেজিমেন্ট মোতায়েন করা প্রয়োজন হয়, কমান্ডিং অফিসার তৎক্ষনাৎ ব্যাটারী কমান্ডার এবং পর্যবেক্ষকদিগকে (যাহারা পিছনে আছেন) (ক্রোড়পত্র চ) আদেশ দেন অথবা তাহাদিগকে মিলনস্থানে -য-ত বলেন সেইখানে তিনি তাহার আদেশ দেন।

যোগাযোগ

১৬। অগ্রাভিযানের সময় তার বিছানোর প্রচেষ্টা করা হইবে না। একমাত্র বেতারের উপর নির্ভর করিতে হইবে। যখন পুরা রেজিমেন্ট মোতায়েন হইবে তখন তার বিছানো দরকার হইতে পারে।

অধ্যায়-৪

পর্যবেক্ষন এবং লিঁয়াজো

পরিচ্ছেদ-২১ রেজিমেন্ট রণ সদর সংগঠন

স্থান নির্বাচন এবং সংগঠন

১। রেজিমেন্ট সদরের স্থান নির্বাচন এবং সংগঠন ব্রিগেডের প্রত্যক্ষ সমর্থনে রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের মূল কতর্ব্য সমূহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, যাহা হইল ঃ

ক. ব্রিগেড কমান্ডারের গোলন্দাজ উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা ।

খ. ব্রিগেডের সমর্থনে বরাদ্দকৃত সকল গোলন্দাজ ফায়ার নিয়ন্ত্রন করা ।

গ. ব্রিগেড এলাকায় অতিরিক্ত ইউনিট, উদাহরণ স্বরূপ লোকেটিং এর কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা ।

২। এই কর্তব্য সমূহের জন্য প্রয়োজন ।

ক. একটি যুদ্ধ পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায় হইতে কমান্ডিং অফিসারের ব্রিগেড সদরে উপস্থিতি ।

খ. যুদ্ধে ব্রিগেড কমান্ডারের নিকট তাঁহার তাৎক্ষণিক উপস্থিতি ।

গ. রেজিমেন্ট রণ সদর ব্রিগেড সদরে যথেষ্ট স্টাফ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা যাহাতে নিম্নলিখিত কাজ সম্ভবপর হয় ।

  ক. কমান্ডিং অফিসারের প্রয়োজনীয় রণকৌশলগত এবং কারিগরী তথ্যাবলী সংগ্রহ করা ।

  খ. ফায়ার পরিকল্পনা সমেত ব্রিগেডের সমর্থনে সফল গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়কত্ব এবং নিয়ন্ত্রন ।

  গ. কমান্ডিং অফিসারের সাময়িক অনুপস্থিতিতে রণ সদরের সকল কার্য সম্পাদন ।

৩। সংগঠন সমূহও সব সময় কমান্ডিং অফিসারের সহগামী হয় এবং ইহার বিন্যাসের ব্যবস্থার জন্য দায়ী কমান্ডিং অফিসারে রেকীর জন্য গেলে আই ও সদরে থাকেন। অন্যান্য গোলান্দাজ ইউনিটের লিয়াজো অফিসার রেজিমেন্ট রণসদরে সংযুক্ত থাকেন ।

যোগাযোগ

৪। বেতার নিম্নরূপভা-ব বন্টন করা হয় ঃ

ক. রেজিমেন্ট নেটে একটি সেট।

খ. ডিভিশন আর্টিলারি নেটে একটি সেট।

৫। ইহা ব্যতীত কমান্ডিং অফিসারের গাড়ী-ত রেজিমেন্ট এবং ডিভিশন আর্টিলারি নেটে সেট থাকিবে যাহাতে তিনি রণসদর ত্যাগের পরও ইহার সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন।

৬। অন্যান্য সমর্থনকারী ইউনিট সমূহের সহিত যোগাযোগ স্বাভাবিক চ্যানেলের মাধ্যমে হয়। এইসব ইউনিটকে রেজিমেন্ট অথবা ব্রিগেডের অধিনস্থ করা হয় এবং তাহারা উপরন্ত ইউনিট অথবা ফরমেশন নেটের বেতার সেট সহ লিয়াজো অফিসার পাঠায়।

৭। **তার**। রণসদর তারের মাধ্যমে ব্রিগেড এক্সচেঞ্জ এবং রেজিমেন্ট সদর পর্যন্ত সংযুক্ত থাকা উচিত।

৮। **রেকী**। প্রাথমিক অবস্থান গ্রহণ ব্যতীত গোলন্দাজ প্রতিনিধির পক্ষে সাধারণত ঃ ব্রিগেড সদর রেকী দলের সহিত যোগা-যাগ করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং ইহা অবশ্যই প্র-য়াজনানুযায়ী সতর্কতার সহিত বি-বচনা করিতে হইবে।

পরিচ্ছেদ ২২

রেজিমেন্ট রণসদরের কার্যাবলী

সমর্থিত কমান্ডারের জন্য উপদেশ

১। ব্রিগেডকে সমর্থনকারী সকল গোলন্দাজ নিয়োগের সর্ব বিষয়ে ব্রিগেড কমান্ডারকে প্রত্যক্ষ সমর্থনকারী ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার উপদেশ দেন এবং অবশ্যই নিশ্চিত করেন যে, ব্যাটালিয়ান পর্যায়ে এই কার্যাবলী সম্পাদনের সমস্ত ব্যাটারী কমান্ডারদিগকে যথেষ্ট ভাবে ব্রিফ করা হইয়াছে।

২। যেই সব বিষয়ে উপদেশের প্রয়োজন হইতে পারে তাহার কতিপয় নিম্নরূপ।

ক) প্রাপ্ত গোলন্দাজ সমর্থনের পরিমান

খ) সমর্থিত বাহিনীর প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ নিয়োগ ।

গ) যে কোন ফায়ারের জন্য গোলন্দাজ নিয়োগ ।

ঘ) রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা, ইহাতে কত সময় লাগিবে এব ইহাকে কি পরিমান আকস্মিকতা ব্যবহৃত হইবে ।

৩। একটি প্রদত্ত ফায়ার পরিকল্পনার আয়োজন করিতে কত সময় লাগিবে এবং একবার ইহা করা হইলে পরিবর্তন সাধনে কত সময় লাগিবে ।

৪। পাল্টা বোমাবর্ষণ পরিস্থিতি, প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া পাল্টা বোমাবর্ষন ন্যায় সংগত কিনা । এই কর্মসূচীর ব্যবস্থা করিতে কত সময় লাগিবে এবং ইহা কতক্ষন স্থায়ী হওয়া উচিৎ ।

ক) সম্মুখ পর্যবেক্ষন অফিসার বরাদ্দ করন ।

খ) পদাতিক বাহিনী কর্তৃক লক্ষ্য বস্তু নির্দেশের কোন বিশেষ ব্যবস্থা ।

গ) ব্রিগেডের বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত ইউনি-টর গোলান্দাজের নিয়ন্ত্রন ।

৫। সুতরাং কমান্ডিং অফিসার এবং ব্যাটারী কমান্ডার দিগকে অবশ্যই নিম্ন বিষয় সমূহের উপর সম্পূর্ণ অবহিত করিতে হইবে ।

ক) মোট ইউনি-টর পরিমান প্রাপ্য আছে, ইহার ফায়ার সীমা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ।

খ) গোলাবারু দ পরিস্থিতি ।

গ) পাল্টা গোলাবর্ষণ পরিস্থিতি ।

ঘ) ভুমি পর্যবেক্ষন চৌকি সমূহের অবস্থান এবং কি পরিমান দেখা যায় এবং সেনা বিমান প্রাপ্যতা ।

ঙ) সফল বিরাজমান লক্ষ্যবস্তুর তথ্য ।

চ) কারিগরী বিষয় যাহা ফায়ার সমর্থনের গতি এবং নির্ভুলতার উপর প্রভাব বিস্তার করে যেমন আবহাওয়া এবং জরীপ ।

ফায়ারের নিয়ন্ত্রন

৪। প্রত্যক্ষ ফায়ার সমর্থন প্রদানকারী ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ব্রিগে-ড বরাদ্দকৃত সকল গোলান্দাজ ফায়ার এবং ব্রিগেড ফ্রন্টে সকল গোলান্দাজ পর্যবেক্ষন চৌকি মোতায়েন নিয়ন্ত্রন করেন । তাহার ইউনিট ব্যতীত অন্যান্য ইউনিটের পর্যবেক্ষকগণ অবশ্যই তাহার কিংবা তাহার যে কোন একজন ব্যাটারী কমান্ডারের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখিবেন ।

৫। যদি সম্পর্কযুক্ত (Affiliated) ফিল্ড রেজিমেন্ট ব্যতীত অন্য কোন ইউনিট-ক ব্রিগেডের প্রত্যক্ষ সমর্থনের জন্য প্রদান করা হয়, ইহার কমান্ডার বা তাহার প্রতিনিধি ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের নিকট উপস্থিত হব এবং ফায়ার নিয়ন্ত্রন ও অতিরিক্ত পর্যবেক্ষক মোতায়েনে সাহায্য করবে।

৬। যখন একটি সাজোয়া ফরমেশন কিংবা ইউনিট পদাতিক ব্রিগেডের অধীনে অভিযান করে তখন পদাতিক ব্রিগেডের প্রত্যক্ষ সমর্থনে নিয়োজিত ফিল্ড রেজিমেন্টের অনরূপ একটি রেজিমেন্ট কিংবা ব্যাটারী স্বাভাবিক ভাবেই উহার প্রত্যক্ষ সমর্থনে প্রদান করা হয়। সাজোয়া ফরমেশন বা ইউনিটকে প্রত্যক্ষ সমর্থন দানকারী গোলান্দাজ কমান্ডার নিম্ন বিষয় সমূহের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেনঃ-

ক) রেজিমেন্ট রণসদরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

খ) তাহার পর্যবেক্ষকদের অবস্থান হ-ত কতটুকু পর্য-বক্ষন করা যায় এবং তাহাদের প্রদত্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে সদর-ক জানান।

তথ্য

৭। সকল প্রসংগিক রণ এবং কারিগরী তথ্য সমূহ অবশ্যই রণসদরের কমান্ডিং অফিসারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিবে। মানচিত্র সমূহে অবশ্যই সর্বশেষ পরিস্থিতি থাকিবে এবং লক্ষ্যবস্তুর তথ্য সমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে উহা তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যবহার করা যায়।

৮। ব্রিগেড স্টাফের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিতে হইবে যাহাতে তথ্য বিনিময়ের বিলম্ব যথা সম্ভব স্বল্প হয়।

পরিচ্ছেদ-২৩ ব্যাটারী কমান্ডারের দল

১। ঠিক যেই ভাবে কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেড কমান্ডারের সহিত কাজ করেন, অনুরূপ ভাবেই সম্পর্কযুক্ত ব্যাটারী কমান্ডার ব্যাটালিয়ান কমান্ডারের সহিত কাজ করেন। ব্যাটারী কমান্ডার ব্যাটালিয়ান সদরে তাহার দল স্থাপন করেন এবং ক্ষুদ্র স্কেলে কমান্ডিং অফিসারের অনুর প দায়িত্ব পালন করেন (পরিচ্ছেদ-২২)।

২। যদিও কদাচিৎ অতিরিক্ত গোলান্দাজ ব্যাটারী কমান্ডারের অধিনস্থ হয় তথাপি তিনি তাহার নিজস্ব ছাড়াও অন্যান্য ব্যাটারীর ফায়ার নিয়ন্ত্রন করেন। ব্যাটালিয়ান কমান্ডারকে আক্রমনের জন্য ফায়ার সমর্থন পরিকল্পনা তৈয়ার করার ব্যাপারে সাহায্যে করিবার সময়, ব্রিগেডকে বরাদ্দকৃত সকল ফায়ার সমর্থনের উপর ব্যাটারী কমান্ডারের নিয়ন্ত্রন থাকিতে পারে।

পরিচ্ছেদ-২৪ পর্যবেক্ষন নিয়ন্ত্রন

পর্যবেক্ষিত ফায়ার নিয়ন্ত্রন এবং পর্যবেক্ষন

১। একটি ব্রিগেডের প্রত্যক্ষ সমর্থন দানকারী ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডের সম্মুখে গোলান্দাজ পর্যবেক্ষনের জন্য দায়ী। সেই সম্মুখভাবে অবস্থানরত তাহার নিজের কিংবা অন্য ইউনিটের পর্যবেক্ষক, অবশ্যই তাহার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্র-ন থাকিবে। তিনি এবং তাহার ব্যাটারী কমান্ডারগণ অবশ্যই পর্যবেক্ষন চৌকির অবস্থান এবং তাহারা কি দেখিতে পারে তাহা জানিবেন। পর্যবেক্ষন চৌকিতে প্রত্যেক কাজ এমন ভাবে বরাদ্দ করা উচিত যাহাতে তাহারা সর্বোত্তম ভাবে তা সম্পন্ন করিতে পারে। যখন পরিস্থিতি অনুকূলে হয় তখন পর্যবেক্ষন চৌকিসমূহ প্রত্যহ ব্যাটারী কমান্ডা-রর এবং মাঝে মাঝে কমান্ডিং অফিসার পরিদর্শন করিবেন।

রেজিমেন্ট পর্যবেক্ষন চৌকি স্থাপন

২। পর্যবেক্ষন চৌকি সাধারণত ঃ পর্যবেক্ষক দ্বারা পরিচালনা করা হয় কিন্তু রেজিমেন্টের সকল অফিসার এবং জেসিওগণ অবশ্যই পর্যবেক্ষন কাজে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হইবেন এবং অবশ্যই স্বল্পকালীর নোটিশে পর্যবেক্ষন চৌকি পরিচালনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। পর্যবেক্ষন চৌকি সহকারীগণকেও অবশ্যই একটি পর্যবেক্ষন চৌকির দায়িত্বভার গ্রহনের জন্য যোগ্য হইতে হইবে।

৩। যুদ্ধ সংস্থাপনে প্রত্যেক ফিল্ড ব্যাটারীর জন্য ৩ জন পর্যবেক্ষক আছে। কিন্তু কোন কোন সময় যখন সম্মুখ ভাগ প্রশস্ত হয় অথবা পর্যবেক্ষন সীমিত হয় তখন অতিরিক্ত পর্যবেক্ষক প্রদানের প্রয়োজন হইতে পারে।

রেকী এবং মোতায়েন

৪। একটি সম্মুখের প্রদত্ত অংশে পর্যবেক্ষকদের মোতায়েন সংক্রান্ত সাধারন পদ্ধতি কমান্ডিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে। কমান্ডিং অফিসারের আদেশ এবং ভূমি সংক্রান্ত নিজ অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাটারী কমান্ডার সিদ্ধান্ত নিবেন ঃ

ক। কতটি পর্যবেক্ষন চৌকির প্রয়োজন।

খ। মোটামুটি পর্যবেক্ষন চৌকির এলাকা সমূহ।

গ। পর্যবেক্ষনের এলাকা সমূহ।

৫। একটি পর্যবেক্ষন চৌকির বিস্তারিত স্থাপন সাধারণত পর্যবেক্ষকের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গোলান্দাজ পর্যবেক্ষন চৌকি, লিসেনিং পোষ্ট এবং লোকেটিং যন্ত্রপাতি কতটা সম্মুখে স্থাপন করা হইবে তাহা নির্ভর করে পদাতিক -মাতা-য়-নর উপর। পদাতিক বাহিনীর বিন্যাসের সহিত তাহাদের অবস্থান সমুহের অবশ্যই সমন্বয় সাধান করিতে হইবে।

৬। সুতরাং ইহা অত্যন্ত গরত্বপূর্ণ যে, ব্রিগেড এবং ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের রেকীর সময় একজন গোলান্দাজ প্রতিনিধির উচিৎ তাহাদের সংগী হওয়া যাহাতে ইহা নিশ্চিত করা যায় যে, এই প্রয়োজন সমূহ উপেক্ষিত হয় নাই। একই উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষকদের উচিৎ কোম্পানি কমান্ডারদের সহিত যোগাযোগ করা যাহাদের এলাকায় তাহাদের পর্যবেক্ষন চৌকি স্থাপন করিতে হইবে।

পর্যবেক্ষকদের ব্রিফিং

৭। ব্যাটারী কমান্ডার অবশ্যই তাঁহার পর্যবেক্ষকদিগকে ব্রিফ করিবেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর সম্ভাব্য সকল তথ্য প্রদান করিবেন।

ক। রণ পরিস্থিতি।

খ। পর্যবেক্ষন চৌকি এলাকা ও পর্যবেক্ষন সীমা এবং স্থানীয় পদাতিক কমান্ডা-রর সদর দপ্তরে অবস্থান।

গ) পর্যবেক্ষিত ফায়ার এবং গোলাবারূদ খরচ সংক্রান্ত পদ্ধতি।

ঘ) রেকর্ডকৃত লক্ষ্যবস্তুর উপর সর্বশেষ তথ্য।

ঙ) ডেটাম পয়েন্ট সমূহের অবস্থা-ন কোন লক্ষ্যবস্তু রেজিষ্টার করা প্রয়োজন হইবে এবং রেজিষ্ট্রেশন পদ্ধতি।

চ) রেজিমেন্ট গা-নর বিন্যাস, ফায়ার এলাকা এবং -সন্টার অব আর্ক বিয়ারিং।

ছ) এলাকায় অন্যান্য গোলান্দাজ কিংবা পদাতিক পর্যবেক্ষন চৌকির অবস্থান।

জ) এলাকায় পদাতিকের কোন বিশেষ গরত্বপূর্ণ এলাকা, যাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিতে হইবে।

ঝ) স্থানীয় টহল কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ।

ঞ) বেতার, তার, কোড, ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি সহ যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ।

ট) রশদ সরবরাহ এবং চিকিৎসা সুবিধার জন্য বেতার সেট, ব্যাটারী এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ বিস্তারিত ব্যবস্থা সমূহ।

ঠ) কখন পর্যবেক্ষণ দল বাহির হবে এবং তাহাদের বদলী ব্যবস্থা।

৮। পর্যবেক্ষন চৌকি স্থাপনের পরে ব্যাটারী কমান্ডার নিশ্চিত করিবেন যে ইহাতে সর্বশেষ রণ এবং কারিগরী পরিস্থিতি তথ্য সরবরাহ করা হয়। টহল কার্যক্রমের তথ্য সমূহ বিশেষ প্রয়োজন।

পরিচ্ছেদ-২৫ পর্যবেক্ষকের কর্তব্য

১।	পর্যবেক্ষকের কারিগরী কর্তব্য সমূহ গোলান্দাজ প্রশিক্ষন ৩/৩ এ বর্ণিত আছে। এই পরিচ্ছেদে তাহার কারিগরী দায়িত্বের যাহা শুধুই রণ কার্যাবলীর সহিত জড়িত তাহা আলোচনা করা হইয়াছে।

লক্ষ্যবস্তুতে গোলাবর্ষন

২।	দিনের বেলায় পর্যবেক্ষকের পর্যবেক্ষন সীমানায় সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করা এবং লক্ষ্যবস্তুর প্রয়োজনীয় সংখ্যক গান ও গোলান্দাজ দ্বারা ব্যপৃত করা তাহার প্রাথমিক কাজ। কি ধরনের লক্ষ্যবস্তু ব্যাপৃত করা যাইবে এবং গোলাবারূদ খরচের সীমাবদ্ধতা ডিভিশন আর্টিলারী সদর বা রেজিমেন্ট সদর নির্ধারণ করিতে পারে।

৩।	পর্যবেক্ষকের, তাহার নিজে ব্যাটারীর গা-নর উপর সরাসরি অধিকার থাকে। যদি তিনি মনে করেন যে কোন লক্ষ্যবস্তুর জন্য অধিক ফায়ার ইউনিটের প্রয়োজন তাহা হইলে এডজুটেন্টের মাধ্যমে অতিরিক্ত ফায়ার চাহিতে পারেন।

তথ্য

৪।	গোলন্দাজ পর্যবেক্ষন চৌকি তথ্যের উৎস সমূহের মধ্যে একটি বিশেষ গুরূত্বপূর্ণ এবং ইহাকে অবশ্যই ব্রিগেড কমান্ডারের চক্ষু হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে। পর্যবেক্ষন অবশ্যই সতর্কতার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে এবং পর্যবেক্ষক দিগ-ক বিশেষ গরূত্বপূর্ণ এলাকা সম্পর্কে ব্রিফ করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও ইহা অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ যে শত্রূর এবং মর্টার কার্যক্রম সম্পর্কে দ্রুততার সহিত রেজিমেন্ট রণ সদরে জানাইতে হইবে।

৫।	বেশীর ভাগ কাজ রাত্রে করিতে হইবে এবং যেখানে ইহা ব্যাপক, একটি কার্যদল প্রদান করিতে হইবে যাহাতে পর্যবেক্ষক দল পর্যাপ্ত পরিমানে বিশ্রাম পাইতে পারে।

পরিচ্ছেদ-২৭

আক্রমনকালীন

প্রয়োজন

১। আক্রমনের সময় আক্রমনকারী দলের সা-থ সার্বক্ষনিক গোলন্দাজ পর্যবেক্ষন অবশ্যই থাকিবে যাহাতে:

ক. টাইমড প্রোগ্রাম সমাপ্তির পরেও গোলান্দাজ সমর্থন থাকে।

কোন আচমকা লক্ষ্যবস্তু যা আক্রমনের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করে তাহা দ্রু ততার সহিত এন-গজ করা যায়।

খ. আক্রমনের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য দ্রু ততার সহিত পিছনে জানানো যায়।

গ. ফায়ার পরিকল্পনার কোন রকম রদবদলের অনুরোধ দ্রু তজানানো যায়।

২। উপরোলিখিত কার্যসমূহ সম্পাদ-নর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পর্যবেক্ষক সম্মুখ পর্যবেক্ষন অফিসার হিসাবে অগ্রবর্তী (Leading) কোম্পানির সহিত নিয়োগ করা হয়। যখনই সম্ভব প্রত্যেক আক্রমনকারী কোম্পানীর সহিত একজন সম্মুখ পর্যবেক্ষন অফিসার থাকা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া অপারেশনে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষন এবং ফায়ার সমর্থনের রদবদ-লর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। একটি স্থায়ী পর্যবেক্ষন চৌকি এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি উপযোগী।

৩। লক্ষ্যবস্তুতে পুনঃ সংগঠনের সময় একজন সম্মুখ পর্যবেক্ষন অফিসারের বিশেষ প্রয়োজন যখন শত্র র পাল্টা আক্রমনের সম্ভাবনা খুবই বেশী। দ্রু ত এবং সঠিক পর্যবেক্ষিত আর্টিলারি ফায়ার সব সময়ই প্রতি আক্রমন প্রতিরোধের কাজ করে এবং ইহা পন্ড করার জন্য সর্বা-পক্ষা ফলপ্রসু উপায়। সম্মুখ পর্যবেক্ষন অফিসার ডি এফ (এস ও এস) রেজিষ্টার করিবে।

সম্মুখ পর্যবেক্ষন অফিসারের নিয়ন্ত্রন

৪। ব্যাটারী কমান্ডার এফ ও গন-ক সমর্থনকারী ব্যাটালিয়ন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মকা-ন্ড ভাগ ক-র দেওয়ার জন্য দায়ী। একই ভা-ব দায়ী ব্যাটালিয়ন সনুখভা-গ আনিত ফায়ার নিয়ন্ত্র-নর বিষ-য়ও এফ ও ও গ-নর মাধ্য-ম।

৫। নি-য়াগ করার সময়ে তিনি নিম্ন লিখিত বিবেচনা সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হইবেন ঃ

ক। লক্ষ্যবস্তুর দিকে শত্র র অগ্রগামী হওয়ার পথ পর্যবেক্ষনের জন্য কতগুলি পর্যবেক্ষন চৌকির প্রয়োজন।

খ। আক্রমনের সময় কি পরিমান পর্যবেক্ষিত ফায়ারের প্রয়োজন হইতে পারে এবং বিদ্যমান পর্যবেক্ষন চৌকি সমূহ দ্বারা এই গুলি কতটুকু নিয়ন্ত্রন করা যাইতে পারে ।

গ। ভূমির প্রকৃতি ।

ঘ। দিনের আক্রমনে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষন প্রদানের সুবিধা সমূহ । ইহাতে কমপক্ষে দুই বা ততোধিক পর্যবেক্ষন দলের প্রয়োজন দেখা যায়, একটি পর্যবেক্ষন চৌকি স্থির লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত যা অন্যটির (এফ ও ও এর) যাত্রা পর্যবেক্ষন করিবে । প্রথমটির জন্য যাত্র ষ্টার্ট লাইনের পিছনে স্থাপিত একটি ভাল পর্যবেক্ষন চৌকির প্রয়োজন ।

ব্রিফিং এবং প্রস্তুতি

৬। আক্রমনের এফ ও ও এর নিম্নলিখিত তথ্য সমূহের প্রয়োজন ।

ক. পদাতিক পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ (অনুচ্ছেদ-৭) ।

খ. ফায়ার পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ (অনুচ্ছেদ-৮)

গ. ভূমির প্রতিবন্ধকা ইত্যাদি সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্য (অনুচ্ছেদ-৯) ।

ঘ. ব্যাটালিয়ন বেতার নেটে ব্যবহৃত কোন কোড নাম ইত্যাদি ।

৭। পদাতিক পরিকল্পনা । পদাতিক পরিকল্পনার তথ্য সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত থাকিবে ।

ক. এফইউপি , যাত্রারেখা, লক্ষ্যবস্তু (সমূহ) এবং অগ্রসর হওয়ার হার ।

খ. ব্যাটালিয়নের আক্রমন বিন্যাস (ফর-মশন)।

গ. বেতার যোগযোগ ব্যর্থ হইলে ব্যাটালিয়ন সদর এবং কোম্পানী কোন রাস্তা অনুসরণ করিবে ।

ঘ. H hour ঘড়ির সময় ও বিভিন্ন সময় সমূহ সামঞ্জস্য করা।

৮। ফায়ার পরিকল্পনা । ফায়ার পরিকল্পনায় নিম্নবিষয় সমূহের বিস্তারিত বিবরণ অবশ্যই থাকিবে:

ক. টাইমড প্রোগ্রাম এবং রদবদলকারী কর্মকর্তা (অথরিটি) ।

খ. আক্রমন এলাকায় রেজিষ্ট্রীকৃত সকল লক্ষ্যবস্তু এবং নির্দিষ্ট অপারেশনের জন্য বিশেষ কাজ (On Call) । বিষয় সমূহ মানচিত্রে এবং এয়ার ফ-টাগ্রা-ফ চিহ্নিত থাকিবে ।

গ. এফও ও কর্তৃক টাইমড প্রোগ্রাম চলাকালীন এবং পুনসংগঠনের সময় সরাসরি তলব করার ক্ষমতায় থাকা আর্টিলারির পরিমান এবং গোলাবারু দের খরচের উপর বিধি নিষেধ ।

ঘ. যেই এলাকার উপর পর্যবেক্ষিত ফায়ারের প্রয়োজনের বিশেষ সম্ভাবনা আ-ছ ।

ঙ. এফ ও ও লক্ষ্যবস্তু-ত পৌঁছিলে যদি কোন রেজিষ্টার করিতে হয় এবং তাহাদের অগ্রগন্যতা ।

৪। ব্রিগেডের সম্মুখ ভা-গর উপর কমান্ডিং অফিসার কিংবা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক সমন্বয় সাধনের জন্য নিু বিষয় সমূহের প্রয়োজন ।

ক. ট্যাংক এবং পদাতিক অস্ত্র সমূহকে বরাদ্দকৃত লক্ষ্যবস্তু সমূহ ব্যাটারী কমান্ডার এবং পর্যবেক্ষন চৌকি সমূহকে জানাইতে হইবে যাহাতে লক্ষ্যবস্তুর নম্বর ইত্যাাদির দ্বির ক্তি না হয় ।

খ. ব্যাটালিয়ান কমান্ডারের নিকট হইতে ব্যাটারী কমান্ডারের মাধ্যমে সরবরাহকৃত আর্টিলারি লক্ষ্যবস্তু সমূহ পরীক্ষা করা যাহাতে সম্মুখ ভাগ যথেষ্ট ভাবে অন্তর্ভূক্ত হয়, লক্ষ্যবস্তুর নম্বর সমূহ সঠিক হয় এবং লক্ষ্যবস্তু পার্শ্বের ব্যাটারীর পাল্লার ভিতরে থাকে । এই সমন্বয় সম্ভব হইলে ভূমিতে করিতে হইবে ।

গ. ডি এফ তালিকা বন্টন করা ।

ঘ. যথেষ্ট পরিমানে গোলাবারু দের ব্যবস্থা করা এবং মুল হামলার পূর্ব পর্যন্ত উহার ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা ।

৫। ব্রিগেড সম্মুখে বিশেষ করিয়া সম্মুখ ভাগ যখন বৃহৎ হয় পদাতিক মর্টার পর্যবেক্ষন চৌকি মোতায়েন সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে কমান্ডিং অফিসারকে তলব করা যাইতে পারে ।

পরিচ্ছেদ-২৯

বিমান হইতে পর্যবেক্ষন

১। একটি সেনা বিমান(আর্মি এভি-য়শন) সেকশন যদি ফিল্ড রেজিমেন্টকে বরাদ্দ করা হয় তবে তাহাকে স্বাভাবিক গোলন্দাজ পর্যবেক্ষক হিসাবে ধরিতে হইবে, কিন্তু ভূমি অপেক্ষা ইহার কর্তৃত্ব ও পর্যবেক্ষন সীমা অনেক বেশী । ইহার দায়িত্ব বরাদ্দের সময় কমান্ডিং অফিসারের বিবেচনা করা উচিৎ যে অন্যান্য পর্যবেক্ষন চৌকির ন্যায় বিমান পর্যবেক্ষন চৌকিরও সীমাবদ্ধতা আছে, যাহা নিম্নরূপঃ

ক। বৈমানিকের কোন সাহায্যকারী নাই যে সুট নিতে সাহায্য করিবে।

খ। শত্রু র বিমান এবং বিমান বিধ্বংসী ফায়ারের আক্রমনের সাম-ন নিজ বিমান খুবই নাজুক।

গ। প্রতিকূল অবস্থায় -খ- উপ-র উ-ল্লখিত এর বিষয়টি বিবেচনা করিয়া (সর্ট) স্বল্প সময়ের জন্য হইবে।

২। <u>কার্যসমূহ</u>। বিমান পর্যবেক্ষন চৌকি ফায়ার পর্যবেক্ষন কিংবা তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে, বৈমানিকের মুল বি-বচিত হইবে এলাকা ভূমি পর্যবেক্ষকের নিকট Dead ground এবং তাহাকে এই এলাকাসমূহ চিহ্নিত করিয়া একটি মানচিত্র প্রদান করিতে হইবে। উড্ডয়নের পূর্বে বৈমানিককে নিম্নলিখিত ব্রিফ করিতে হইবেঃ

ক. সাম্প্রতিক তথ্য।

খ. কার্য্যের প্রকৃতি।

গ. বরাদ্দকৃত আর্টিলারি।

ঘ. সিগন্যাল তথ্য।

ঙ. তাৎক্ষনিক আগত লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রে করনীয়।

৩। **<u>সতর্কীকরণ</u>** বিমান পর্যবেক্ষণ চৌকি যখন উড্ডয়ন করে তখন একটি ভুমি পর্যবেক্ষক অবশ্যই হামলাকারী বিমানের আগমন সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য নিয়োগ করিতে হইবে। তাহাকে বিমান পর্যবেক্ষকের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভূমি ষ্টেশনের নিকট রাখিতে হইবে।

৪। <u>অবতরণ ভূমি</u>। যদি সেনা বিমান সেকশন রেজিমেন্টের এলাকার ম-ধ্য তার নিজস্ব অবতরণ ভূমি হইতে অপারেশন করে ত-ব কমান্ডিং অফিসার অবতরন ভূমির প্রতিবন্ধক এবং মাইন দুরীকর-ন প্রয়োজনীয় সাহায্য করিবেন এবং ইহা রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। বৈমানিককে অবশ্যই যত শীঘ্র সম্ভব যে কোন ধরনের যাত্রার ব্যাপারে হুশিয়ারী করিতে হইবে যাহাতে তিনি নতুন এলাকায় একটি অবতরন ভুমি রেকী করিতে পারেন। উপঅধিনায়ক সেনা বিমানের কর্মক্ষমতা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানে জান-বন যাহাতে রেজিমেন্ট এলাকায় সম্ভাব্য অবতরণ ভুমি সম্পর্কে বৈমানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন।

অধ্যায়-৫

স্থানীয় প্রতিরক্ষা

পরিচ্ছেদ-৩০ কামান এলাকার প্রতিরক্ষা

সাধারণ

৫। গান এলাকায় স্থানীয় প্রতিরক্ষার উপর জোর দি-ত হ-ব এবং বিভিন্ন রণকৌশলগত পরিস্থিতি ও ভূমি বিন্যা-সর উপর নির্ভর ক-র (এই স্থানীয় প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির জন্য ব্যয়িত শক্তি ও সময়)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে শত্রু র ছোট দল গভীর অনুপ্রবেশের সমূহ সম্ভাবনা থাকিলে বিস্তারিত সতর্কতা অবশ্যই লইতে হইবে এবং গান এলাকার বিন্যাস বাস্তবিক ভাবে স্থানীয় প্রতিরক্ষা সাপেক্ষে হইতে হইবে। অন্য দিকে পশ্চাৎদপসরণ শত্রু র বির দ্ধে যুদ্ধ করিলে আক্রমনের সম্ভাবনা অনেক কম বিধায় সর্তকতা কিছুটা শিথিল হইতে পারে। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিতে আক্রমনের নমুনা ও তাহার বির দ্ধে কি ধরনের প্রস্তুতি লইতে হইবে তাহা দেখানো হইয়াছে।

২। আক্রমনের সম্ভাব্য ধরন। দিনের বেলা প্রধান আশংকা হইল শত্রু র পদাতিক বা সজোয়া হইতে যাহারা এমন ভূমিতে অবস্থান নিয়াছে, যে ব্যাটারী এলাকায় লক্ষ্য করিয়া সরাসরি ফায়ার করিতে পারে। এই বিপদকে পরিহার করিবার উপায় যথাযথ সতর্কতার সহিত গান এলাকা স্থাপনের মাধ্যমে যাহাতে অন্ততঃ ২০০ মিটার গজের মধ্যে কোন উঁচু স্থান হইতে ব্যাটারী দেখা যায়। এই দূরত্বে কোন গুর ত্বপূর্ণ ভূমি অবশ্যই ক্ষুদ্রাস্ত্রের ফায়ার অথবা কামানের গোলা দ্বারা শত্রু মুক্ত রাখিতে হইবে। জনবলের সীমাবদ্ধতার জন্য এই সীমানার বাহিরে ভূমিকে আয়ত্বে রাখা অসাধ্য, এবং এই জন্য প্রায়াই ঝুকি গ্রহন করিতে হইবে।

৩। রাতের বেলা, গ্রেনেডের দুর ত্বে না আসিয়া শত্রু ব্যাটারী এলাকায় তেমন কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। যদিও তাহার আগমন তুলনামূলক ভাবে অনেক সোজা এবং আক্রমনের হুশিয়ারী বেশ কম। সুতরাং স্বল্প বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্যই জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। রাতে ও দিনে সতর্কীকরণের আদর্শ নিয়ম রাখিতে হইবে এবং অবস্থানের সকলকে তাহা জানাইতে হইবে।

৪। দিনে বা রাতে সব সময় গান এলাকা শেল, বোমা অথবা নিচু উড়ন্ত বিমান দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

৫। <u>বিন্যাস</u>। বিন্যাস প্রাথমিক ভাবে নির্ভর করে গানের উপর এবং পরিখা যথাসম্ভব গান এবং কমান্ড পোষ্টের পাশে করিতে হইবে। এবং অন্ত্রের পরিখা অবশ্যই সবচাইতে আদর্শ স্থানে করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যাটারী তিন সেকশনে বিভক্ত হইবে এবং এই সেকশন প্রধান দুইটি উপ সেকশনে ভাগ হইবে। গান ডিটাচমেন্ট উপসেকশন অবশ্যই পরিখার নিকটে থাকিবে। কাজ করিবে (ঘুমাইবে এবং ইহাতে হুশিয়ার হইবে)।

৬। অস্ত্র মরিচার স্থান নির্ধারণ এবং লুকানো। অস্ত্র মরিচার স্থান ঐ ভুমিতে নির্ধারন করিতে হইবে যাহা প্রকৃতপক্ষে শত্রু থেকে রক্ষা করিতে হইবে। মরিচাগুলি পরস্পরকে সমর্থন করিবে। রাতের বেলা এমন স্থান নির্ধারণ করা উচিৎ যাহাতে শত্রু আক্রমনের চেষ্টা করিলে দিগন্ত রেখার উপর দি-য় তার ছায়ামুর্তি দেখা যায়। অস্ত্র মরিচা সাবধানতার সহিত লুকাইতে হইবে নতুবা পুরা ব্যাটারী এলাকা জাহির হইয়া যাইবে। পদাতিক বাহিনীর আক্রমনকে প্রতিহত করার জন্য ফিল্ড গান সমূহ ডাইরেক্ট ফায়ারে ব্যবহার করা যাইতে পারে। জি পি ও গান প্ল্যাটফরম এমন ভাবে নির্ধারণ করিবেন যাহাতে এই কাজগুলি করা যায়।

৭। যদি সার্বিকভা-ব ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্রের ঘাটতি থাকে ফিল্ড গান সমূহ এই কাজে ব্যবহার করিতে হইতে পারে এবং এই জন্য সম্ভাব্য ট্যাংক আক্রমনের দিকে কয়েক শত গজ ফিল্ড অব ফায়ার থাকা উচিৎ। গানএই প্রয়োজনীয়তা ডাইরেক্ট ফায়ার থেকে নিরাপত্তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে। তদুপরি ট্যাংক বিধ্বংসী ফায়ার এলাকা আয়ত্বে আনার জন্য প্রায়ই কামানের মরিচার আকৃতি পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। যাহার ফলে রক্ষা ব্যবস্থা কমিয়া যাইবে।

৮। মোতায়েন আ-দ-শ অবশ্যই রেজিমেন্ট বা ব্যাটারী স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্যতা দেখাইতে হইবে, যেমন প্রাথমিক আক্রমন কি সাজোয়া বা পদাতিক হইবে। যদি সাজোয়া আক্রমনের ভয় বেশী থাকে তবে উপ-অধিনায়ক ও জিপিও'র রেকী ও পরবর্তী মোতায়েনে স্থানীয় প্রতিরক্ষায় সাজোয়ার বিরু দ্ধে প্রাধান্য দিবেন।

রেকী।

৯। প্রত্যেক রেজিমে-ন্ট স্থানীয় প্রতিরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত অস্ত্র ছাড়া আরো আছে ৯X ১২.৭ এএএমজি ও ৯টি এল এম জি বরাদ্দ আছে। উপ অধিনায়ক এই সকল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র গান এলাকা ও ওয়াগন লাই-নর মধ্যে পখ করিবেন। এই সকল অস্ত্র গানের সংগে লাগাইতে হইবে, সুতরাং ব্যাটারীর গান ও কমান্ড পোষ্টের স্থান নির্ধারণের সময় জিপিও সর্বদা স্থানীয় প্রতিরক্ষার কথা স্বরণ রাখিবেন। এ্যাকশনে আসিয়া সেকশন কমান্ডার ও বি এস এম তাড়াতাড়ি নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবে। প্রথম সুযেগেই এজিপিও বা জি পি ও সমস্ত ব্যাটারীর প্রতিরক্ষা একত্রীভূত করিবেন। উপ অধিনায়ক পুরা রেজিমেন্টে স্থানীয় প্রতিরক্ষা সমন্বয় করিবেন, যাহাতে সর্বমুখী প্রতিরক্ষা ও গান পজিশ-নর চারিদিকে গানসরাসরি ফায়ার যোগ্য ডিএফ সমূহ সমন্বয় করা যায়। সমন্বয়ের জন্য খনন কাজ স্থগিত থাকিবে বিধায় গান আসার পরক্ষনেই সমন্বয় করা উচিৎ।

সতর্কীকরণ ব্যবস্থা

১০। প্রহরী এমন ভাবে রাখ-ত হইবে যাহাতে শত্রু র আগমন সম্পর্কে পর্যাপ্ত হুশিয়ার করতে পারে এবং যাহা-ত যথা সম-য় প্রতিরক্ষা নেওয়া যায়। রাত্রে প্রহরী অবশ্যই জোড়ায় পাঠাইতে হইবে এবং নিয়মিত বদলী করিতে হইবে।

১১। অবশ্যই কমান্ড পোষ্টের সাথে তাহা-দর যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকি-ব, যাহা তারের সাহায্যে হইলে ভাল হয়। কিছু সতর্কীকরন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাহাতে প্রহরী হইতে হুশিয়ারী পাওয়ার সা-থ সা-থ অস্ত্র মরিচা দখল করা যায়। ঘন এলাকায় এবং রাত্রে প্রহরীর পরিবর্তে ট্রিপ ওয়ার ভাল বিকল্প। যদি দীর্ঘ দিন অবস্থানে থাকিতে হয় রেজিমেন্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাটা তার এবং ট্যাংক বিধ্বংসী বা নরঘাতী মাইন থাকিলে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

১২। প্রতিরক্ষা পরিচালনা।

সাধারণ তিনটি ধা-প করা হয়ঃ

ক. প্রহরী, পর্যবেক্ষন চৌকি ও শব্দ শ্রবনকারী পোষ্টের ব্যবস্থা।

খ. গান ফায়ারিং এর জন্য যাহারা প্রাথমিকভা-ব সরাসরি নিয়োজিত নয় তাহাদের সকল-ক দ্বারা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা।

গ. সম্পূর্ণ।

১৩। ক। অবস্থা ক সব সময় থাকে। অবস্থা ক এবং খ তে গান ডিটাচমেন্ট এবং কমান্ড পোষ্ট দল নি-জ-দর ম-ধ্য বদলীর মাধ্য-ম সংগঠিত হয় যাহাতে ব্যাটারী মোটামুটি ভাবে দুইটা সমান ভাগে ভাগ করা যায়। যেই দলের দায়িত্ব শেষ হইবে তাহারা অবস্থা ক এর কাজ করিবে এবং শত্রু র আগমনের খবর পাইলে বা ছোট খাটো আক্রমন / ভীতি প্রদর্শনকারী দল আসিলে সকলেই যোগ দিবে। এই উভয় অবস্থাতেই সমর্থিত(সা-পা-র্টড) বাহিনীকে ফায়ার সমর্থন দানে কোন অসুবিধা হয় না।

খ। অবস্থা গ (সম্পূর্ণ) তখন করা হয় যখন একটি শত্রু র পুর্ণ আক্রমন হইতে ব্যাটারীকে টিকিয়ে রাখা দুরুহ হ-য় প-ড়। এই সময় অন্য বাহিনীকে ফায়ার সমর্থন দেওয়া বন্ধ থাকে এবং গান সহ সকল অস্ত্র গান এলাকার স্থানীয় প্রতিরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগ করা হয়। উপ অধিনায়ক বা জিপিও এই অবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এবং সমর্থিত বাহিনীকে উহা জানাইয়া দেওয়া হয়।

গ। ইহা লক্ষ্যনীয় যে, প্রতিরক্ষার বিন্যাসে জনবল নিয়োগ অনুশীলন করা প্র–য়াজন। ইহা বিশেষ করিয়া রাত্রির জন্য। কারন, রাত্রিকালীন আক্রমনের হুশিয়ারী পাওয়া যায় না। এবং লোক জনকে রাতের আধারে স্থান লইতে হয়। সম্পুর্ন ষ্ট্যান্ড টু প্রত্যুশে এবং সন্ধ্যায় হওয়া উচিত।

ফায়ার নিয়ন্ত্রন

১৪। অস্ত্র মরিচা গুলি একজন এসনিওর অধিনে গ্রুপ করে দিতে হইবে। গ্রু পের ভিতরে ফায়র নিয়ন্ত্রন করি-ত হইবে এবং শত্র অধিক পরিমানে হতাহত হওয়ার মত নিকটে না আসা পর্যন্ত ফায়ার বন্ধ রাখিতে হইবে।

১৫। রাত্রে মরিচা সমূ-হ অবস্থান নেওয়ার পর বিশ্রাম না হওয়া পর্যন্ত কোন ভূমির উপ-র কোন চলাচল হইবে না এবং যে কোন চলাচলকে নিসংশ-য় শত্র হিসাবে চিহ্নিত করা যাইতে পারে।

বিমান হামলার বির ্দ্ধের প্রতিরক্ষা

১৬। গান এলাকায় প্রতিরক্ষার জন্য হালকা বিমন বিধ্বংসী গান পাওয়া যাইতে পারে। যখন ফিল্ড রেজিমেন্টকে দেওয়া হয়, হালাকা বিমান বিধ্বংসী গান রেকী দল অবশ্যই রেজিমেন্ট রেকী দলের সাথে স্থান ত্যা-গর আদেশ পে-ল রেকী করিতে যাইবে।

১৭। বিমানের বির ্দ্ধে ক্ষুদাস্ত্র ব্যবহারের একটা পরিস্কার নীতিমালা থাকিতে হইবে। মেশিন গানের সর্বাধিক ব্যবহার করিতে হইবে। বিামানকে তখনই শুধু আক্রমন করা যাই-ব যখন পরিস্কার বুঝা যায় যে ইহা শত্র র বিমান অথবা শত্র র মত কাজ করিয়াছে। লুকানোর প্রয়োজনীয়তায় অনেক সময় এই ধর-নর প্রতিরোধ -থ-ক বিরত থাক-ত হ-ব।

খুব ঘন এলাকায় স্থানীয় প্রতিরক্ষা

১৮। খুব ঘন এলাকায়, যেমন জংগলে কামান এলাকার স্থানীয় প্রতিরক্ষা খুব জর ্রী। ব্যাটারী একটি সর্বাপেক্ষা ছোট ইউনিট যাহা নিজেকে যথোপযুক্ত প্রতিরোধ করিতে পারে, ইহা স্বরণ রাখিয়া নিম্নলিখিত সতকর্তা মূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।

ক। ব্যাটারী সীমারেখা, প্রতিটি গান মরিচা ও কমান্ডপোষ্ট অব্যশ্যই কাটা তীর দিয়া ঘেরাও করিতে হইবে।

খ। এল ট্রেঞ্চের সাহায্যে গান মরিচা অস্ত্র- মরিচা সংযোগ করিতে হইবে। যাহাতে ভূমির উপর চলাচল প্রয়োজন না হয়।

গ। দিনের বেলা-ত অবশ্যই শব্দ শ্রবনকারী পোষ্ট পরিধির বাহিরে স্থাপন করিতে হইবে।

ঘ। গান এলাকা -য কোন প্রকার শত্র মুক্ত রাখার জন্য সন্ধ্যায় ও ভোরে বাহি-র টহল পাঠাইতে হইবে।

ঙ। রাত্রে কোন আলো বা শব্দ হইবে না।

চ। সীমারেখার ভিতরে কোন ফায়ার হইবে না। যদি কোন শত্র ভিতরে প্রবেশ করে তাহাকে সংগীনের সাহায্যে আক্রমন করা হইবে।

ছ। ডিএফ (এস ও এস) কাজ সমূহ অন্য ব্যাটারীর সহিত ঠিক করিতে হইবে যাহাতে অবস্থানের দিকে আগমন প্রতিহত করা যায়।

পরিচ্ছেদ-৩১, প্রতিরক্ষা নির্মাণ

১। যে কোন গান পরিদর্শ-ন নিজেদেরকে গোলার স্পিন্টা-রর হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত খনন ও অন্যান্য কাজ করিতে হইবে।

ক। পরিখা।

খ। অস্ত্র মরিচা।

গ। গান মরিচা।

ঘ। কমান্ড পোষ্টের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা।

ঙ। গোলাবারু দ মরিচা

চ। অবস্থানে থাকা গাড়ীর জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

ছ। ঘুমানোর স্থা-নর প্রতিরক্ষা।

২। কাজের অগ্রগন্যতা দিতে হইবে এবং কাজ আরম্ভ কারার পূর্বে একটি নিখুঁত নির্মাণ পরিকল্পনা তৈরী করিতে হইবে। সাধারণতঃ সরাসরি আঘাত হ-ত (Direct hit) রক্ষা সহজ নয়, কিন্তু বোমার বা গোলার স্প্লিন্টার হইতে রক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকিতে হইবে।

৩। যখনই সম্ভব অবস্থানকে দখল করার পুর্বে কাজের জন্য কিছু লোক গা-নর পূ-র্বই পাঠাইতে হইবে যাহাতে তাহারা কিছুটা অথবা সম্পূর্ণ কাজ শেষ করিতে পারে।

৪। <u>পরিখা</u>। এর সবচাই-ত কম ব্যয় বহুল উওর হ-চ্ছ উপরের ক, খ, গ, ছ একটি সম্মিলিত অস্ত্র মরিচা-আশ্রয় মরিচা- ও ঘুমানোর মরিচা সবচাইতে সহজ উত্তর হইল পদাতিক মরিচার উপর ভিত্তি করিয়া একটি প্রস্তাবিত নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

<u>গান মরিচা</u>

৫। গান রক্ষা এবং উহার গোলাবারূ দ ও ডিটাচমেন্ট যখন গান পরিচালনা করে তাহাদের রক্ষার জন্য একটি গান মরিচা প্রয়োজন। মরিচা যত ছোট হইবে ইহার রক্ষা কাজ তত ভাল হইবে, কিন্তু মরিচা অবশ্যই প্রয়োজন মত বড় হইতে হইবে যাহাতে গানের -জান অব ফায়ার অন্তর্ভূক্ত হয় ও ডিটাচমেন্ট গানকে দক্ষভাবে পরিচালনা করিতে পারে।

৬। মরিচার পানি নিষ্কাশন অথবা ভূ-নিম্নস্থ পানি প্রায়ই একটা অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে এবং এমন পরিস্থিতি-ত ভিজা মাটিতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক দেওয়াল তৈরী করা খননের চাইতে ভাল। একটি তৈরী করা মরিচা অন্য একটি খনন করা মরিচার চাইতে অনেক কম সন্তোষজনক।

৭। প্রথম সারির গোলাবারূ দের অংশ বি-শষ রাখার জন্য আলাদা একটা স্থান রাখিতে হইবে। যাহা গোলাবারূ কে আবহাওয়ার হাত হইতে রক্ষার কাজ করিবে।

৮। শব্দ বর্ধক/বৃদ্ধিকারী যন্ত্রপাতি/টেলিফোন বিস্ফোরন হইতে রক্ষার জন্য পৃথক স্থা-নর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। গান মরিচার মাপ গান ড্রিল বইতে দেওয়া আছে।

কমান্ড পোষ্ট

১০। কমান্ড পোষ্ট অবশ্যই হইবে ঃ

ক. আবহাওয়া প্রতিরোধে সক্ষম।

খ. রাত্রে সহজে নিস্প্রদীপ (Black Out) করা যায়।

গ. বোমার টুকরা হইতে রক্ষা সক্ষম (Splinter proof)

ঘ. প্রয়োজন মত বড় যাহাতে ষ্টাফরা ভিতরে ভালভাবে কাজ করিতে পা-র।

১১। অনেক সময়ই কমান্ড পোষ্টকে দালানের মধ্যে স্থাপন করা প্রয়োজন হইতে পারে। যদি তেমন হয় তবে উপরের তালার ঘর ও শত্রূ র নিকটবর্তী সাই-ডর ঘর অবশ্যই বাদ দিতে হইবে, দেওয়াল এবং ছাদ শক্তিশালী করিতে হইতে পারে।

গোলাবারূদ মরিচা

১২। সমস্ত গোলাবারুদ যাহা গান মরিচার মধ্যে রাখা যায় না, অবশ্যই একটি বি-শষ গোলাবারুদ মরিচায় রাখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া আদ্রতা ও তাপমাত্রার হ্রাস - বৃদ্ধি হইতে রক্ষা করিতে যত্নবান হই-ত হইবে। আর্টিলারি প্রশিক্ষন ৩/৫ এ কার্তুজ রক্ষাস্থান নির্মাণের টীকা দেওয়া আছে।

যানবাহন

১৩। যথাসম্ভব কমসংখ্যাক গাড়ী গান অবস্থানে বা কমান্ড পোষ্টের কাছে রাখা উচিৎ। যেই গুলি থাকে তাহাদের রক্ষার কিছু ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ইহার ব্যাপকতা নির্ভর করিবে শত্রু শেলিং এবং বোমার মাত্রার উপর ধারনা এবং যানবাহন কতটুকু ছড়ি-য় রাখা যায় তাহার উপর।

ঘুমানোর স্থান

১৪। প্রত্যেক ঘুমানোর মরিচায় মাথার উপর সুরক্ষিত ছাদ থাকিতে হইবে। গান ডিটাচমেন্টকে অবশ্যই গান মরিচার পার্শ্বে অবস্থান করিতে হইবে।

প্রস্তুতি করনেয় নিয়মাবলী

১৫। পর্যবেক্ষন চৌকি এবং কমান্ড পোষ্ট-	এফ ই এম ডাবিউ (FEMW) পুস্তিকা নং-২ এবং ফিল্ড ডিফেন্স অংশ-১, সকল বাহিনী, ১৯৫৭ অধ্যায়-৩, অংশ-৩
১৬। আর্টিলারি স্থাপন এবং খনন করিয়া গাড়ী ভিতরে নেওয়া	- উপ-র ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পুস্তিকার অধ্যায়-৫।

অধ্যায়-৬

অন্যান্য ফিল্ড আর্টিলারী ইউনিট সমূহ

এই অধ্যায়ে উলেখিত একটি ইউনিট পরিচালনা এবং একটি পদাতিক ব্রিগেডের প্রত্যক্ষ সমর্থনকারী একটি চালিত-(Towed) ফিল্ড রেজিমেন্টের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য সমূহ পর্যালোচনা করা হইয়াছে। এই অংশটি অবশ্যই পুস্তিকার অবশিষ্ট অং-শর পাশাপাশি পড়-ত হ-ব।

পরিচ্ছেদ-৩২ স্বচালিত (SP) রেজিমেন্ট এবং সাঁজোয়ার সমর্থন

গান

১। স্বচালিত (SP) গান প্রধানতঃ প্রচলন করা হইয়াছে সাঁজোয়া বাহিনীকে সমর্থন করার জন্য এবং ইহা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কারনে ফিল্ড কামানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে।

ক. বর্ম রক্ষন।

খ. চাকার স্থলের ট্রেক।

গ. একটি বেতার যন্ত্র ইহার উপর স্থাপন করা যায়।

২। বর্ম (Armour)। স্বচালিত (SP) গা-নর ইস্পাতের পাত গোলার স্প্লিন্টার হইতে রক্ষা করে এবং গা-নরস্থান পরিবর্তনশীল যু-দ্ধ (Fluid) ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ন যেখানে মরিচা খনন সম্ভব নয়। চালিত (Towed) গান স্বচালিত (SP) গান অপেক্ষা মরিচায় লুকানো এবং রক্ষা সহজতর এবং অধিক সুরক্ষিত।

৩। ট্র্যাক। সাধারণত ট্র্যাক যান চাকাযুক্ত যান অপেক্ষা অসমতল ভূমিতে ভাল চলিতে পারে এবং স্বচালিত (SP) গান এমন সব স্থানে অবস্থান গ্রহণ করিতে পারে যেখানে চালিত (Towed) কামানের পক্ষে অসম্ভব। ইহা ছাড়াও স্বচালিত (SP) ইউনিটের চলাচল রাস্তার আ-শ পা-শ সীমাবদ্ধ নয় এবং ভ্যংগা রাস্তা দ্বারা কখনো বাধা প্রাপ্ত হয় না।

৪। তবে একটি ট্রাক যানের চলার পথে সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকে বিধায় ইহা লুকানো অসম্ভব। টপ ট্রাভার্সের সীমার বাই-র ডিফ্লেকশন ব্যবহারের সময় সমস্ত যানটিকে ঘুরাইতে হয় বিধায় স্বচালিত (SP) কামা-নর ট্র্যাক মার্ক দ্বারা অবস্থান চিহ্নিত হওয়া স্বাভাবিক।

৫। যোগাযোগ। স্বচালিত (SP) রেজিমেন্ট প্রয়োজন বোধে প্রত্যেক গা-নর সাথে বেতার সংযোগ স্থাপন করা হয়। এই ব্যবস্থা মোতায়েনে গাদ্রুততা ও প্র-য়াজ-ন পরিবর্তন আনিতে পারে।

মোতায়েন

৬। বিকল্প স্থান। যেহেতু এই গানকে লুকাইয়া রাখা খুবই কষ্ট সাধ্য সেহেতু চালিত (Towed) গানের তুলানায় স্বচালিত (SP) গানকে প্রতিনিয়তই বিকল্প স্থানে নিয়োগ করিতে হয়। উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের ফলে ইহা গোলাবর্ষনের ভিতরে স্থান বদল করে দ্রু ত কার্য সম্পাদন করিতে পারে।

৭। স্থানীয় রক্ষা। স্থান পরিবর্তনশীল যুদ্ধে গানের এলাকায় স্থানীয় রক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ন। অগ্রাভিযা-নর সময় শত্র র ছোট ছোট প্রতিরোধ অবস্থান সমূহ সধারণত এড়াইয়া যাওয়া হয় এবং গান এলাকার প্রতিরক্ষা বিন্যাস সুপরিকল্পিত না হইলে কার্যকরী ফায়ার সমর্থনে দা-ন বিঘ্নের সৃষ্টি হইতে পারে। অন্যান্য বাহিনী গান এলাকার প্রতিরক্ষার জন্য কদাচিৎ সাহায্য করিতে পরিবে।

৮। মাইন। স্বচালিত (SP) গান সমূহকে মাঝে মাঝে এমন এলাকায় মোতায়েন করিতে হইবে -যখা-ন নিজস্ব যান কখনো অতিক্রম করে নাই। অতএব সকল স্ত রের সৈনিক এবং বিশেষ করিয়া রেকী দলের সদস্যদের মাইন চিহ্নিত ও নিস্ক্রিয় করায় পারদর্শি হইতে হইবে।

৯। প্রশাসনিক এলাকা। চলমান সাঁজোয়া যু-দ্ধ কোন ওয়াগন লাইন স্থাপন করা হয় না। রণবহর রেজিমেন্ট বা ব্যাটারীর নিয়ন্ত্রনে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে নিরাপদ দুরত্বে স্থাপন করা হয় এবং রেজিমেন্টের নিয়ন্ত্রনে থাকিলে সাধারণত কোয়ার্টার মাষ্টার উহা নিয়ন্ত্রন করে। প্রশাসনিক বহরে এল এ ডি কে সংযুক্ত করা হয় এবং ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রনে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে অধিক নিরাপদ দুরত্বে স্থাপন করা হয়।

সাঁজোয়া ফরমেশনের সমর্থন

১০। সাঁজোয়া ডিভিশনে সাঁজোয়া ও পদাতিক বাহিনী উভয়ের জন্য গোলান্দাজ সমর্থন দরকার যাহা যৌথ কিংবা পৃথক ভাবে সংগঠিত। যখন যৌথ দলকে সমর্থন করা হয় তখন ব্যাটারী কমান্ডার ও এফওও গন-ক কোন বাহিনীর কর্তৃত্ব থাকিবে এবং প্রতি গ্রু-পর কমান্ডার কে হইবেন এই সম্বন্ধে পরিস্কার ভাবে ব্রীফ করিতে হইবে।

১১। ডিভিশনের নি-ম্ন আর্টিলারি বাহিনীর কমান্ড বিকেন্দ্রীকরণ পদাতিক ডিভিশনের তুলনায় সাঁজোয়া ডিভিশনে নিত্যনৈমাত্তিক। প্রায়ই রেজিমেন্টকে সাঁজোয়া ব্রিগেড এবং ব্যাটারীকে সাঁজোয়া -রজি-ম-ন্টর অধিনস্ত করা হয়।

পর্যবেক্ষন

১২। এফওও এর অবস্থান। নিকট যুদ্ধে জড়িত হওয়া এড়ানোর জন্য এফওও এর অগ্রগামী সাঁজোয়া ট্যুপের সহিত যাওয়া উচিৎ নয়। তাহাকে অপেক্ষাকৃত পিছনে অথবা এমন স্থানে রাখা উত্তম যেখানে তাহার চলাচ-লর স্বাধীনতা তুলনামূলক ভাবে বেশী। -স্কায়াড্রন যেই এলাকার উপর দি-য় যাতায়াত কর-ছ সেই এলাকার আ-শ পা-শর এলাকা দি-য় স্কর্ট দাড়া চলাচল তার জন্য সমীচিন নয়।

১৩। পর্যবেক্ষন ট্যাংক। এফ ও ও সাঁজোয়া বাহিনীকে সমর্থনকালে সাধারণত একটি ট্যাংকে আরহণ করেন যাহাতে সমর্থিত বাহিনীর মত তাহারও একই চলাচল কৌশল ও রক্ষা ক্ষমতা থাকে এবং ভিন্ন ধর্মী যানে আরহণের ফলে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়। লক্ষ্যবস্তু এন-গ-জর সময় তা-ক সচরাচর ট্যাং-ক থে-ক নাম-ত হ-ব।

১৪। জরূ রী সময়ে শুধু স্থানীয় নিরাপত্তার জন্য পর্যবেক্ষন ট্যাংকের অস্ত্র সমূহ ব্যবহার করা হয়। পর্যবেক্ষক দলের সকল সদস্যদের এই সমস্ত অস্ত্র পরিচালনায় পারিদর্শি হওয়া উচিৎ। পর্যবেক্ষক ট্যাংক সাঁজোয়া বাহিনীর প্রদান করিয়া থাকে এবং বেতার যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির স্থান সংকুলনের জন্য সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাইতে পারে।

পরিচ্ছেদ ৩৩

মিডিয়াম ও হেভী রেজিমেন্ট

সংগঠন

১। হেভী রেজিমেন্ট ও ফিল্ড রেজিমেন্টের মধ্যে বড় পার্থক্য হইল প্রথমটিতে প্রত্যেক ব্যাটারীতে ৪টি গান থাকে।

রণ দায়িত্ব

২। একটি মিডিয়াম অথবা হেভী রেজিমেন্ট নিম্নলিখিত যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করা হয়ঃ

ক. আর্টিলারি ফরমেশনের অংশ হিসাবে।

খ. একটি ফরমেশনের অধীনে ন্যাস্ত অথবা প্রত্যক্ষ সমর্থনের জন্য নি-য়া-গর মাধ্য-ম।

কমান্ডিং অফিসার এবং ব্যাটারী কমান্ডারের দায়িত্ব

৩। রেজিমেন্টকে যখন মাতৃ সংগঠনের অধীনে নিয়োগ করা হয় তখন কমান্ডিং অফিসার ও ব্যাটারী কামান্ডার গণ গুরুত্বপূর্ন লিয়াঁজো কাজ হইতে অব্যাহতি পাইবেন এবং রেজিমেন্ট বা ব্যাটারী নিয়োগের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রন করিতে পারিবেন।

৪। যখন রেজিমেন্টকে প্রত্যক্ষ সমর্থনের নিমিত্তে কোন ফরমেশনের সহিত নিয়োগ করা হয় তখন কমান্ডিং অফিসার ও ব্যাটারী কমান্ডারগণ ফিল্ড রেজিমেন্টের ন্যায় স্বাভাবিক নিয়মে একই মাএার লিয়াঁজো স্থাপন করেন।

মোতায়েন পদ্ধতি

৫। উপরেলিখিত পরিবর্তন সমূহ ব্যতিত এই রেজিমেন্ট সমূ-হর মোতায়েন পদ্ধতি ফিল্ড রেজিমেন্টের অনুর প।

পরিচ্ছেদ ৩৪
মর্টার ব্যাটারী

সংগঠন

১। মর্টার ব্যাটালিয়ন ছয়টি মর্টার করিয়া তিনটি ট্র্যুপে সংগঠিত।

রণ দায়িত্ব

২। মর্টারের মূখ্য রণ ভূমিকা হইল পদাতিক বাহিনীকে সমর্থন এবং শত্রু মর্টারের উপরে পাল্টা বোমাবর্ষন। হয়রানি ফায়ার (Harassing fire) মর্টারের একটি গৌন ভূমিকা।

৩। পদাতিক সৈন্যের সমর্থন

ক। প্রতিরক্ষা মর্টার সবচাইতে বেশী কার্যকরী ফরমিং আপ সৈন্যের বিরুদ্ধে অথবা আক্রমনে অগ্রসরমান সৈ-ন্যর বিরু-দ্ধ যেখা-ন তারা খোলা ভূমিতে থাকে।

খ। আক্রমনে শত্র র পজিশন নিঃস্ক্রীয় করার জন্য মটার ব্যবহার করা যায়। শত্রু অবস্থানের গভীরে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন এবং সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমন যেসকল এলাকা হইতে আসিতে পারে তাহা নিষ্ক্রীয় করার জন্য মর্টারের লক্ষ্যবস্তু দেওয়া যায়।

৪। পদাতিকের সমর্থন মর্টারকে লক্ষ্যবস্তু বরাদ্দ করার সদয় নিম্নলিখিত নিয়ম সমূহ স্মরণ রাখা দরকার:

ক. পাহাড়ের উল্টা দিকের লক্ষ্যবস্তু সমূহের জন্য মর্টার গা-নর চাইতে বেশী কার্য্যকরী।

খ. লক্ষ্যবস্তু হইতে বোমা নিক-ট পড়ার সম্ভাবনার জন্য, ফায়ারের দিক নিজস্ব সৈন্যের উপর দিয়া না গেলে ভাল। সুতরাং মর্টারের জন্য লক্ষ্যবস্তু ফ্লাং-ক হইলে ভাল হয়। প্রতিরক্ষার মত পরিখার পরিবর্তে আক্রমনে নিজ বাহিনী খোলাভূমিতে থাকিবে হয় বলিয়া নিজস্ব আক্রমনের সময় ইহা সবচাইতে বেশী খেয়াল করিতে হয়।

৫। পাল্টা বোমাবর্ষন শত্র র মর্টার সাধারণত কোন পাহাড়ের উল্টা দিকে রাখা হয় -যখানে নিজস্ব গা-ন হাই এ্যাং-গল (High angle) ফায়ার ব্যতীত আঘাত হানা যায় না। শত্র র এই সকল মর্টারের উপরে পাল্টা বোমাবর্ষনের জন্য নিজস্ব মর্টার ব্যবহার করিতে হইবে।

৬। হয়রানী ফায়ার মর্টারের স্থান বদ-লর ক্ষমতার কারনেই অস্থায়ী অবস্থান হইতে শত্র র উপরে হয়রানী ফায়ার (Harassing fire) প্রদান সম্ভব।

৭ নিয়ন্ত্রন। মর্টার ব্যাটারীর গোলাবর্ষণ নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব সাধারণতঃ ফিল্ড রেজিমেন্ট কমান্ডারের উপর ন্যাস্ত থাকে।

৮। ব্যাটারী বরাদ্দের সময় অগ্রাধীকার ভিত্তিতে পাল্টা বোমা বর্ষনের জন্য কিছু মর্টার থাকিতে পারে। এই অবস্থায় বরাদ্দকৃত ইউনিটকে ডিভিশনের বোমাবর্ষন কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ রাখিতে একটি বেতার চালু রাখ-ত আ-দশ দেওয়া যে-ত পা-র।

৯। এমনভা-ব মর্টার ব্যাটারী স্থাপন করি-ত হই-ব যাহা-ত ফিল্ড রেজিমেন্ট কমান্ড নেটে কাজ করি-ত পা-র (যোগাযোগ অবশ্যই স্থাপন করিতে হইবে)।

১০। মর্টার এবং প্রত্যক্ষ সমর্থনকারী ফিল্ড রেজিমেন্ট পর্যবেক্ষকরা সাধারণত ফিল্ড রেজিমেন্ট কমান্ডারের অধীনে একটি পুল (Pool) হিসাবে কাজ করে। পর্যবেক্ষক মোতায়নের সংখ্যা ভুমি ও রণ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিবে। পর্যবেক্ষকরা সাধারণ ফিল্ড রেজিমেন্টের নেটে কাজ করিবে এবং গান ও মর্টার উভয়ের দ্বারা গোলা নিক্ষেপ করিতে পারিবে। ব্যাটারী লক্ষ্যবস্তুর জন্য পর্য-বক্ষকরা ব্যাটারী নেটে ফ্লিক(Flick) করিবে।

ইহা সাধারণত হয় টেইল ফিন (Tail Fin) আলাদা হওয়ার জন্য। এই ব্যাপারে অন্যান্য মর্টারের তুলানায় ১২০ মি মি মর্টার ভাল।

-মাত-য়ন

১১। যখন সম্পূর্ণ মর্টার ব্যাটারীকে ব্রিগেডের সাথে বরাদ্দ করা হয় তখন ব্যাটারীকে এমন ভাবে মোতায়েন করিতে হইবে যাহাতে ব্রিগেডের সমস্ত সম্মুখ ভাগের উপর ফায়ার করিতে পারে। সম্মুখ রণ এলাকার সাম-ন সর্বোচ্চ দূরত্ব অর্জনের জন্য কোন সময় একটি কিংবা তিনটি মর্টার ট্রুপই সম্মুখ ব্যাটালিয়ন সমুহের পশ্চাতে অবস্থান নি-ব। ব্যাটালিয়ন গুলি ছড়াইয়া থাকিলে সম্মুখ ব্যাটালিয়-নর সহিত স্বতন্ত্র ভাবে একটি করিয়া ট্রুপ মোতায়েনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পা-র।

১২। পক্ষান্তরে ব্রিগেডের কেন্দ্র স্থলে, ব্যাটালিয়ান সমূহের মধ্যবর্তী খালী স্থানে সম্পূর্ণ মর্টার ব্যাটারীকে মোতায়েন করিতে পারিলে ভাল হয়। এই অবস্থায় ব্যাটারীকে প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম বন্ধকের পিছনে অবস্থান লওয়া উচিত এবং প্রয়োজন বোধে পদাতিক বাহিনীর সাহায্য নি-ব।

১৩। ব্যাটারী মোতায়েন নীতি, রেঞ্জ, ট্রুপ অবস্থান লুকানো এবং নিরাপত্তা দ্বারা প্রভাবিত হইবে। আক্রমন ফায়ার পরিকল্পনা কিংবা প্রতিরক্ষা ফায়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য মর্টার ব্যাটারী কিংবা ট্রুপকে পুণঃ মোতায়েনের প্রয়োজন হইতে পারে।

১৪। ব্যাটারী অবস্থান রাডার কর্তৃক সহজেই চিহ্নিত হয় বিধায় প্রায়ই বিকল্প অবস্থানে গমন করার প্রয়োজন হইতে পারে। এই পরিস্থিতির পুর্বে চিন্তা করিতে হইবে এবং ব্যাটালিয়ানের অবস্থান এলাকার ম-ধ্য কিংবা তাহাদের মধ্যবতী খালী স্থা-ন অবস্থান তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইবে।

১৫। ডিভিশন আর্টিলারী কমান্ডার মর্টার ব্যাটারীকে কাজ দিবেন। মর্টার ব্যাটারী কমান্ডার প্রত্যক্ষ সমর্থনকারী ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের সহিত স্থির করিবেন কোন কোন স্থানে তাহার কাজ করিতে হইবে।

১৬। মর্টার ব্যাটারী কমান্ডার ফিল্ড রেজিমেন্টের রণ সদরে অবস্থান করিবেন এবং নিশ্চিত করিবেন যে সে কিংবা তার প্রতিনিধি ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের প্রয়োজনের সময় হাজির হইতে পারেন। মর্টার ব্যাটারী কমান্ডার ট্রুপ কমান্ডারদিগকে ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশে পর্যবেক্ষক হিসেবে বরাদ্দ করিবেন। এবং তাহাগিদকে বরাদ্দকৃত ফিল্ড ব্যাটারীর অধিনে নিয়োগ করা হইবে।

অধ্যায়-৭

প্রশাসন

পরিচ্ছেদ ৩৫ গোলাবারুদ সরবরাহ

স্বাভাবিক পুণ পূরণ (Replecement)

১। আর্মি সার্ভিস কোর কর্তৃক স্থাপিত গোলাবারুদ কেন্দ্র হইতে প্রয়োজন মোতাবেক প্রথম সারির গোলাবারুদ পূন পুরণ করা হয়।

২। ইউনিটের বন্দোবস্তে -গালাবারুদ কেন্দ্র হইতে গোলাবারুদ সংগ্রহ করা হয়। গোলাবারুদ ওপি-ত যদি যানবাহনে থাকে তবে ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত গাইড এ এস সি'র গোলাবারুদ ট্রাক গুলি কে প্রত্যেক ব্যাটারীতে লইয়া যায়।

৩। প্রত্যেক ব্যাটারী ক্রমাগত গোলাবারুদ খরচ-চর একটি হিসাব রাখে যাহাতে যে কোন সময়ই পুন পূরন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। গোলাবারুদের পরিমান কোন ক্রমে শতকরা ৫০ ভাগের নীচে আসিতে দেওয়া উচিৎ নয়। যখন আরও গোলাবারুদ প্রয়োজন হয় তখন ডি আর এর মাধ্যমে গোলাবারুদ কেন্দ্রে একটি লিখিত চাহিদা পাঠানো হয়, যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ী গান এলাকায় লইয়া যায়।

স্তুপি করণ (Dumping)

৪। যখন ব্যবহার বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় তখন সাধারণত ঃ গান অবস্থানেই গোলাবারূদ মজুদ করিয়া রাখা হয়। এ এস সির গোলাবারূদ গাড়ী গুলি ডিভিশন আর্টিলারীর বন্দোবস্তে একটি রেগুলেটিং সেন্টারে নেওয়া হয়। যেইখান হইতে রেজিমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত গাইডের মাধ্য-ম বরাদ্দকৃত গাড়ীগুলি গান অবস্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

৫। নিম্নলিখিত বিশেষ বন্দোবস্তগুলি অবশ্যই করিতে হইবে।

ক. গাইডদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এবং নিশ্চত করার জন্য যে গাড়ীগুলি সঠিক ব্যাটারী এলাকায় পাঠানো হইয়াছে, প্রত্যেক রেজিমেন্ট হইতে একজন অফিসারকে রেগুলেটিং সেন্টারে রাখিতে হইবে।

খ. পর্যাপ্ত পরিমান ইউনিট গাইড পাঠাইতে হইবে।

গ. প্রত্যেক ব্যাটারী অবস্থানে নিম্নলিখিত বন্দোবস্তোগুলি করিতে হইবে ঃ

ক. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খালি করা যাহাতে নুন্যতম বিলম্বে গাড়ী ফেরৎ যাইতে পারে।

(২) গোলাবারূদ গোনা, শ্রেনী বিভাগ করা এবং মজুদ করা এবং প্রয়োজন মোতাবেক বাক্স হইতে খোলা।

(৩) পরিত্যাক্ত বনষ্ট জিনিসপত্র সরাইয়া ফেলা (Diapose of Salvage).

খ. গোলাবারূদ স্তুপ ছদ্ম বরন করণ।

৩। এ এস সি গাড়ীর পক্ষে গান এলাকায় সরসরি সরবরাহ সম্ভব নাও হইতে পারে। এ এস সি'র লোডিং পয়েন্ট হইতে গোলাবারূদ সম্মুখে নেওয়ার জন্য তখন সকল ইউনিটের যান ব্যবহার করিতে হইবে। গোলা নামা-নার স্থা-ন ওয়ার্কিং পার্টির প্র-য়াজন হ-ব।

৪। গান অবস্থা-ন গেলাবারূদ গাড়ীর যাতায়া-তর অ-যাগ্য হয় তবে মানুষের দ্বারা গোলাবারুদ বহন করার জন্য নিম্নলিখিত বি-শষ ব্যবস্থা সমূ-হর বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ক। গাড়ী ঘুরানো এবং রাখার স্থান অবশ্যই রেকী করিতে হইবে।

খ। গাড়ী খালি করার স্থান হইতে গান পর্যন্ত একটি পথ অবশ্যই রেকী এবং চিহ্নিত করিতে হইবে। এটা যেন য-থষ্ট পরিমা-ন চওড়া হয় যা-ত ৩/৪ জন পাশাপাশি ২/৩টা বক্স নিয়ে যেতে পারে।

গ। মানুষের হাত রক্ষা করার জন্য কিছু ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।

পরিচ্ছেদ- ৩৬ ইকুপমেন্ট নির্দেশনা

১। <u>গান</u> । প্রত্যেক দিন অন্তত এক ঘন্টা গা-নর কামানের পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। গান এই উদ্দেশ্যে চক্রাকারে একটা একটা গান কার্যক্র-মর বাহি-র নি-য় আসি-ত হই-ব। বিশ্রামের সময় সম্পূর্ণ কারিগরী পরিদর্শন সম্পন্ন করিতে হইবে এবং প্রয়োজন বোধে বাকী থাকা মেরামতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এটা টু আইসির মাধ্যমে রেজিমেন্টের ভিত্তিতে সংগঠিত করা উচিত।

২। **<u>-গালাবারুদ</u>**। -গালাবারুদ নিয়মিত পরিদর্শন করি-ত হই-ব এবং যে কোন ধর-নর সার্ভিসিং সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়াল অনুযায়ী কর-ত হ-ব। নিম্নলিখিত বিষয় গুলো বিশেষ দৃষ্টি সহকারে নিশ্চিত করিতে হইবে।

ক. পরিস্কার করা ব্যতিত কোন শেল লোড হবে না।

খ. কার্টিজ এবং পাউন্ডার বার্নিং ফিউজ কে আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করতে হবে।

গ. গোলাবারূদ যা কিছু সময়ের জন্য গা-নর অবস্থানে ট্যাক ক-র বা গোলাবারুদ মরিচায় রাখা হ-য়ছিল তা যেন নষ্ট না হয়।

৩। **<u>গাড়ী।</u>** স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় যুদ্ধাবস্থায়ও গাড়ীর নিয়মিত পরিচর্যা ও পরিদর্শন চল-ত থাক-ব।

৪। <u>সিগন্যাল যন্ত্রাদি</u>। যত্ন সহকারে সিগন্যাল যন্ত্রাদি রক্ষনাবেক্ষন, বিশেষ করিয়া তার এবং ওয়ারলেজ সেট এবং ব্যাটারী অত্যন্ত গুরু ত্বপূর্ণ।

৫। ওয়ারলেজ সেট গুলিকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং রেডিও ম্যাকানিজমের দ্বারা মেরামত এর জন্য পর্যায়ক্রমে পাঠাইতে হইবে।

৬। ওয়ারলেজ সেটের ব্যাটারী গুলিকে নিয়মমাফিক চার্জ প্রদান করতে হবে। সাধারনত ব্যাটারী গুলোকে বড় চার্জিং সেটে চার্জ করতে হয়। ছোট সেট গুলো সন্মুখ ভাগে ও জরুরী অবস্হায় চা-র্জর জন্য রাখা হয়।

৭। যখন গাড়ীতে বেতার যন্ত্রের ব্যাটারীর চার্জ করার সুবিধা থাকে তখন গাড়ীর যথোপযুক্ত ফিটিংস এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

ফিল্ড রেজিমেন্ট মোতায়েনের সংগঠন

দল	উপ ইউনিট	রণ বহর	পশ্চাৎ রণ বহর	মন্ত ব্য
কমান্ডিং অফিসারের দল	রেজিমেন্ট সদর	+জীপ (কমান্ডিং অফিসার)		
ব্যাটারী কমান্ডারের দল	প্রত্যেক ব্যাটারী	এক্স-জীপ (ব্যাটারী কমান্ডার) এক্স-১ এম/সি (বার্তারোহী)		
পর্যবেক্ষন চৌকি দল	প্রত্যেক ব্যাটারী	০৯-৩ জীপ (পর্যবেক্ষন চৌকি) এম-১-২ ৩য় (তার বিছানো)		তিনজন পর্যবেক্ষকের প্রত্যেক ব্যাটারীতে ব্যাটারী কমান্ডার ও ৩নং পর্যবেক্ষক এম ট্রাক রক্ষিতে পারে । ৩১ দেওয়া হইবে ।
উপ অধিনায়কের রেকী দল	রেজিমেন্ট সদর	জেত-২ জীপ (উপ অধিনায়ক) ৬-এমসি (বার্তারোহী) (বার্তারোহী) সার্ভে-১ জীপ (আর এস ও) সার্ভে-২ জীপ (সিগন্যাল অফিসার) এস-১, জীপ (সিগন্যাল অফিসার) এ ২- ভজ (তার এইচ এম)		
রেজিমেন্ট সদর দল	রেজিমেন্ট সদর	সার্ভে ৩-জীপ (সার্ভেয়ার) সার্ভে-৪জজ (সার্ভেয়ার) এস-২-তজ (তার বিছানো)		
জিপিওর রেকী	প্রত্যেক ব্যাটারী	জি-১-তজ (জিপিও) এইচ এম-তজ (বি এইচ এম)		
এডজুটেন্ট দল	রেজিমেন্ট সদর	এ ১-২-১/২ টন (রেজিমেন্ট কমান্ডপোষ্ট এ ৩-২-১/২ টন (অফিস)	এ ৪ এ্যাম্বুলেন্স	
কামান দল	প্রত্যেক ব্যাটারী	জি ২ তজ (ব্যাটারী কমান্ড পোষ্ট) টি ১-৬-২-১/২ টন (গান টেয়ার) টি ৭- ২-১/২ টন অতিরিক্ত গান টো+		সেকশন কমান্ডারগন এই গাড়ী গুলিতে থাকিবেন ।

ফিল্ড রেজিমেন্ট মোতায়েনের সংগঠন

দল	উপ ইউনিট	রণ বহর	পশ্চাৎরণ বহর	মন্তব্য
পশ্চাৎ রণ বহর	রেজিমেন্ট সদর পশ্চাৎরণ বহর		কিউ ১ জীপ (কিউ এম) কিউ ২ জজ (অফিস) কিউ ও ২-১/২ টন (কিউ ষ্টোর) কিউ ৪ ২-১/২ টন (কিউ স্টোর) কিউ ৫ ২-১/২ টন (কুক হাউজ) এ ৫ তজ (সুবেদার মেজর)	ওয়ার্কসপ সেকশন পশ্চাৎ রণ বহরেরের একট অংশ হিসাবে থাকিবে।
পশ্চাৎ রণ বহর	প্রত্যেক ব্যাটারী প্রশ্চাৎ রণ বহর		এমো ১ ২-১/২ টন এমো ২ ২-১/২ টন কিউ ১ ২-১/২ টন (কুক হাউজ)	ব্যাটারী সুবেদার এই গাড়ীতে থাকিতে পারেন।
মোট	মোট রেজিমেন্ট সদর	১ এমসি, ৬ জীপ ৩ জজ ২ ➡ ২-১/২ ১ এ্যামবুলেনা	১ জপি, ৩ তজ ৩ ➡ ২-১/২ টন ১ এ্যামবুলেনা	১ এনসি, ৭জীপ, ও জজ ৫ ➡ ২-২/১ টন
ফ্রি মোট	৪ এমসি, ১৮ জীপ ১৮ তজ, ২৩ ➡ ২-১/২ টন ১ এ্যামবুলেনা	১জীপ ৩ তজ ১২ ২-১/২ টন ১ এ্যামবুলেনা		৪ এমসি, ১৯ জীপ, ২১ ভদ্র, ৩৫ ➡ ২-১/২ টন, ১ এ্যামবুলেনা

ক্রোড়পত্র - ঙ

মোতায়েন আদেশ

কমান্ডি অফিসার অথবা উপ অধিনায়কের মোতায়েন আদেশের জন্য প্রস্তাবিত তালিকার শিরোনাম গুলি হইল নিম্নলিখিত। ইহা প্রযোজ্য নহে যে সব সময় আদেশের মধ্যে সব শিরোনাম থাকিতে হইবে।

১। পরিস্থিতি

ক. শত্রু সৈন্য দল।

খ. বন্ধু সৈন্য দল (প্রারম্ভিক পরিকল্পনার সহ সমর্থিত সৈন্য ও অন্য আমাদের সদর এলাকা

গ. সংযুক্তি এবং বিযুক্তি (কোন অধিনস্ত গোলান্দাজ)

২। লক্ষ্য (রেজিমেন্ট বা ব্যাটারীর ভূমিকা)

৩। কার্যনির্বাহি।

ক. মোতায়েন এলাকা।

খ. মধ্যবিন্দু রেখা।

গ. ফায়ার এলাকা।

ঘ. সর্বনিম্ন ফায়ারের সীমারেখা।

ঙ. তৈরী হওয়ার সময়।

চ. সার্ভে পর্যবেক্ষনতা ও অগ্রগন্যতা (কামান এলাকা, লক্ষ্যবস্তু এলকা এবং যোগাযোগ। সার্ভের

ছ. তালিকা ভুক্তির নিশ্চিত করণ।

জ. বিকল্প ও অস্থায়ী স্থান।

ঝ. স্থানীয় প্রতিরক্ষা (বিমান, ভুমি ও ট্যাংক বিধ্বংসী)।

ঞ. খননের বিচক্ষণতা ও অগ্রগণ্যতা।

ট. লুকানো (কাঁচা রাস্তা, পরিকল্পনা সহ)।

ঠ. কামানের যাতাদেশ ঃ

(১) আরম্ভ স্থান

(২) পথ

(৩) সময়

(৪) ছাড় কেন্দ্র সময় / মিলনস্থান

(৫) অর্ডার অব মার্চ

৮। রেকী দল

(৬) মিলস্থান

(৭) পথ

(৮) উপ অধিনায়কের সহিত সাক্ষাতের সময়

(৯) গঠন।

ক্রোড়পত্র - চ

সম্মুখ ব্রিগেডের সমর্থনে ফিল্ড রেজিমেন্টের

রণ কৌশলগত অর্ডার অব মার্চ

১। সামনের পট্টন।

২। পর্যবেক্ষক-১ (কোম্পানীর দলে) অগ্র রক্ষী)

৩। জি পি ওর দল পাপা ব্যাটারী

কামান দল পাপা ব্যাটারী

উপ অধিনায়কের দল

জি পি এর দল (কিউবেক ব্যাটারী)

কামাল দল কিউরেক ব্যাটারী

৪। ব্যাটারী কমান্ডার পাপা ব্যাটারী (ব্যাটালিয়ান যার দল)

পর্যবেক্ষক দল ২ ও ৩ (ব্যাটলিয়ান আদেশ দলের সাথে অথবা পিছনে পর্যবেক্ষক দল ২ ও ৩ (ব্যাটালিয়ান আদেশ সাথে অথবা পিছনে)

কোম্পানী

জি পি ওর দল রোমিও ব্যাটারী

রেজিমেন্ট সদর রেকী দল

কোম্পানী

কোম্পানী

৫। কমান্ডিং অফিসার (ব্রিগেড রেকী দল)

ব্যাটারী কমান্ডার ও পর্যবেক্ষদের দল

কিউবেক ও রোমিও ব্যাটারী (ব্রিগেড আদেশ দলের পিছনে)

৬। এডজুটেন্ট এর দল

রেজিমেন্ট সম্মুখ দল

কামান দল রোমিও ব্যাটারী

পশ্চাৎদর রোমিয়া ব্যাটারী

পশ্চাৎ রণবহর ফিল রেজিমেন্ট

৭। ২ ব্যাটালিয়ান

৮। ৩ ব্যাটালিয়ান

ক্রোড়পত্র - ছ

সম্মুখ ব্রিগেডের সমর্থনে (হাটা) ফিল্ড রেজিমেন্টের রণ কৌশলগত অর্ডার অব মার্চ

১। সামনের পল্টন

২। পর্যবেক্ষক ১ (কোম্পানী রেকী দলে) অগ্র রক্ষী

৩। ব্যাটারী কমান্ডার পাপা ব্যাটারী (ব্যাটালিয়ন রেকী দলে)
পর্যবেক্ষক ২ (ব্যাটালিয়ন আদেশ দলের সাথে অথবা পিছনে)
পর্যবেক্ষক ৩ (ব্যাটালিয়ান আদেশ দলের সাথে অথবা পিছনে) প্রধান রক্ষী

৪। জি পিওর দল পাপা ব্যাটারী
কামান দল পাপা ব্যাটারী
উপ অধিনায়কের দল
জি পিওর দল কিউবের ব্যাটারী

৫। কমান্ডিং অফিসার (ব্রিগেড রেকী দলে)
ব্যাটারী কমান্ডার (পর্যবেক্ষকদের দল কিউবেক ও রোমিও ব্যাটারী
(ব্রিগেড আদেশ দলের পিছনে)

৬। জি পিওর দল রোমিও ব্যাটারী
রেজিমেন্ট সদর রেকী দল

৭। ২ ব্যাটালিয়ন

৮। গান দল কিউবেক ব্যাটারী
এডজুটেন্ট দল
রেজিমেন্ট সদর দল
কামান দল রোমিও ব্যাটারী
পশ্চাৎ দল, ফিল্ড রেজিমেন্ট ।

৯। ৩ ব্যাটালিয়ান ।